রিফ্লেকশনস ফ্রম

সুরা ইউসুফ

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

দাসত্ব
ষড়যন্ত্র
স্বপ্ন
দুর্ভিক্ষ
রাজত্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

PDF বইয়ের সমাহার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম প্রকাশ ৪ মার্চ, ২০২৩

দ্বিতীয় সংস্করণ ৮ মার্চ, ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদআবুল ফাতাহ মুন্না

আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৬৬০-০-১

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০

প্রকাশকের কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ গল্প কুরআনের গল্প। এ গল্প আল্লাহর প্রিয়নবি ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের গল্প।

বাধা পেরিয়ে মঞ্জিলে পৌঁছার এ গল্প যুগ যুগ ধরে কোটি মানুষকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এ গল্প আমাদের জানান দিয়ে যায়—আল্লাহ যদি কাউকে সম্মানিত করতে চান, দুনিয়ার কেউ তার সম্মানহানি করতে পারে না। ষড়যন্ত্রের পাহাড় মাড়িয়ে তিনি বান্দাকে পৌঁছে দেন বিজয় মঞ্চে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছে রাজত্ব দান করেন, তা কারও পছন্দ হোক কিংবা না হোক। বন্দিত্বের শিকল চিরস্থায়ী কোনো সংকট নয়; বরং এই শিকলই হতে পারে সিংহাসনের উপলক্ষ্য।

আজকের এই সময়টা বড্ড অস্থির! চারিদিকে হিংস্রতা, রক্তচক্ষু, ঠেকিয়ে দেওয়ার শত আয়োজন। ভালো মানুষের চরিত্রে কালিমা মেখে দেওয়ার এক বীভৎস ষড়যন্ত্র। কখনো লোভের হাতছানি, কখনো নিষ্ঠুর আঘাত। এই সময়টাতে আমাদের প্রয়োজন নবি ইউসুফ (আ.)-এর মতো পর্বতপ্রমাণ স্থিরতা, বিপুল হিম্মত ও সাহস, নৈতিকতার সর্বোচ্চ নজরানা এবং ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর অনুপম চরিত্র।

কুরআনিক এ গল্প আজকের প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনঘনিষ্ঠ বার্তা। ড. মিজানুর রহমান আজহারি সে বার্তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ নান্দনিক ভঙ্গিমায়। একুশ শতকের জাহেলিয়াত মোকাবিলায় ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাপ্রবাহ উম্মাহকে সন্ধান দেবে সঠিক পথের; বাতলে দেবে অবশ্যকরণীয়।

এই গ্রন্থটি মূলত সূরা ইউসুফের তাফসির। ড. মিজানুর রহমান আজহারি ট্র্যাডিশনাল তাফসিরের বাইরে গিয়ে নিজের মতো করে কিছু আলাপ সামনে এনেছেন। বিশেষ করে সূরার রিফ্লেকশনগুলো পাঠকদের ভাবনার জগতে আলোড়ন তুলবে। জীবন চলার চমকপ্রদ পাথেয় জোগাবে। সর্বোপরি এই আলাপগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের সাথে গল্পটি মেলাতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকের প্রতি আমরা বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা লেখকের যোগ্যতা ও সম্মান উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন। গ্রন্থটির প্রকাশ-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি অশেষ শুকরিয়া। বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবগত করার বিনীত অনুরোধ করছি।

আমাদের চরিত্র হোক ইউসুফ (আ.)-এর মতো—এই প্রত্যাশায়...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। দরুদ এবং হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি কুরআনের বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কুরআনই ছিল যার চরিত্র। একুশে বইমেলা ২০২৩-এ আমার তৃতীয় বই *রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ* আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। কালামুল্লাহ মাজিদের একটি অনন্য সূরার ওপর কিছু কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ফিলিস্তিনের কানআনে ইবরানি ভাষাভাষীদের বসবাস। সেখানকার মরুপল্লির মেষপালক পরিবারের এক বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর 'ইউসুফ', যাকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, মিশরের আজিজের স্ত্রী যার নৈতিক পদস্খলনের নীলনকশা এঁকেছিল, চেয়েছিল জেলখানার অন্ধ কুঠরিতে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে; সেই তিনিই জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসমানি ফয়সালায় অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হন। নবি ইউসুফ (আ.) ছিলেন কারিম ইবনে কারিম, হার না মানা এক তেজোদীপ্ত নাম,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিশুদ্ধচিত্ত ও চারিত্রিক দৃঢ়তার আর্কিটাইপ। যুগ যুগ ধরে তিনি প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানের প্রেরণার বাতিঘর।

অন্ধকূপের অন্দরে ইসমে আজমের মন্তর জপে, শয়তানি হাতছানিকে প্রত্যাখ্যান করে, ধৈর্য আর বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি তৎকালীন পরাশক্তি, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হিংসুটে ভাইদের জন্য অনুযোগহীন ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে বিরল নজির স্থাপন করেছিলেন। আকাশসম হৃদয়ের ব্যাপ্তি দেখিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। নৈতিক মূল্যবোধ দেখিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন লিডারশিপের কারিশমা। তাঁর জীবনপ্রবাহের নানা দিক নিয়েই এই কুরআনিক গল্প। তাঁর নামেই কুরআনুল কারিমের ১২তম চ্যাপ্টার–'সূরা ইউসুফ'। বংশপরম্পরায় তিনি নবুয়তির মশাল ধারণ করেছিলেন শক্ত হাতে। বাবা, দাদা, পরদাদা–প্রত্যেকেই ছিলেন আসমানি বার্তার সংগ্রামী বাহক। সততা, নিষ্ঠা আর উন্নত চরিত্র ছিল তাঁর জেনেটিক্যাল ইনহেরিটেন্স। দৈহিক সৌষ্ঠব ও বুদ্ধিমত্তায় অনন্য এই মহাপুরুষ কীভাবে ডিল করেছেন জীবনযুদ্ধের প্রতিটি অধ্যায়? সেটাই তুলে আনার চেষ্টা করেছি *রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা* ইউসুফ বইয়ে।

কুরআন একটি ইউনিভার্সাল ম্যাসেজ, যা আমাদের সঠিক জীবনদর্শন শেখায়। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, অর্থ, মর্ম ও ভাব–সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। এর একটি শব্দ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ণেও অন্য কোনো ব্যক্তি যুক্ত নন। অতীতের সকল নবির দাওয়াত এবং আসমানি গ্রন্থসমূহের সারনির্যাস এই মহিমান্বিত কুরআন। তাই সুনিশ্চিতভাবেই কুরআনের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই, নেই কোনো সন্দেহ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে কুরআন থেকে আমাদের নেওয়ার আছে অনেক কিছু। কুরআন নিজেই তার অনুপম ভাষাগত সৌন্দর্যের কারণে মহান রব্বুল আলামিনের একটি অনবদ্য মিরাকল; মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়!

স্রষ্টার পাঠানো ম্যাসেজগুলো অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করার মাধ্যমে তাঁর সাথে বান্দার এক আবেগী সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্ককে টেকসই করতে আমাদের প্রত্যেকের উচিত 'তাদাব্বুরে কুরআন' তথা বুঝে বুঝে কুরআনিক ম্যাসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা, অন্তর দিয়ে তা অনুধাবন করা। 'তাদাব্বুর' শব্দের অর্থ কোনো কিছুর পেছনে লেগে থাকা। 'তাদাব্বুরে কুরআন' মানে কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থের পেছনে যে অন্তর্নিহিত অর্থ বা গূঢ় রহস্য আছে, সেটাকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা, প্রকৃত মর্ম উদ্ধারে গভীর চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ?' অন্তরের দীর্ঘদিনের জং ধরে যাওয়া সেই তালা খুলতে এবং কুরআনের সাথে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সম্পর্ক আরও গভীর করতেই আল কুরআন সিরিজের আমাদের প্রথম বই– *রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ*।

শুরুতে সূরার আয়াতগুলোর সহজ-সরল মর্মবাণী, তারপর সংক্ষিপ্ত তাফসির এবং সবশেষে সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারিমার রিফ্লেকশন–এভাবেই সাজানো হয়েছে বইটি। যেহেতু সূরা ইউসুফকে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বা কাহিনি বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাই এক আয়াত থেকে আরেক আয়াতে সুইচ করার সময় 'স্টোরি টেলিং'-এর ভাবটা বজায় রাখা হয়েছে সচেতনভাবেই।

সবই তো বুঝতে পারলাম। তাহলে 'রিফ্লেকশন'টা কী? সত্যিকার অর্থে, আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য এবং আয়াত থেকে নেওয়া জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাগুলোর নির্যাসই হলো 'রিফ্লেকশন'। রিফ্লেকশনগুলোতে মূলত স্থান পেয়েছে– মোরাল অব দ্যা স্টোরি, করণীয়, আধুনিক সমাজে কুরআনের ঘটনা ও কথামালার প্রাসঙ্গিকতা, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কার্যকর টিপস, সর্বোপরি সবার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনের কিছু পাঠ।

বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের মন্তব্যের পাশাপাশি 'সূরা ইউসুফ' থেকে উপলব্ধ কিছু লাইফ লেসন উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্যের দুনিয়ায় বই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানেই যে শব্দের মারপ্যাঁচে ভারী ভারী কথা, এই গ্রন্থকে সেখান থেকে সচেতনভাবে দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। রাশভারী কথামালা পরিহার করে সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখাগুলো সাজানোর একটা প্রয়াস এখানে আছে। ফলে সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মিজানুর রহমান আজহারি
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা

কুরআনুল কারিমের অন্যতম একটি সূরা, কালজয়ী উপাখ্যান, সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প– সূরা ইউসুফের সহজ-সরল মর্মবাণী, সংক্ষিপ্ত তাফসির ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন *রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা* ইউসুফ। কুরআনের গল্প-কাহিনি আর দশটা গল্প-কাহিনির মতো নয়। কুরআনের গল্পে আছে উপদেশ, উপলব্ধি ও জীবনবোধ। কুরআনের একটা নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি আছে। যেটা একেবারেই অনন্য। আরবি ভাষায় দক্ষ লোকমাত্রই এটা অনুভব করতে পারেন। গল্পে সাধারণত সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ থাকে। কিন্তু কুরআনের গল্প এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। তাই এখানে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–'আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?' কুরআনের সকল গল্পই সত্যাশ্রয়ী, যা মনোজগতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

একটা গল্প কতটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, হতে পারে নান্দনিক, তার বাস্তব প্রমাণ এই সূরা। কানআনের মরুপল্লিতে ছোট্ট ইউসুফ (আ.)-এর বেড়ে ওঠা, শৈশবে ভাইদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্ধকূপের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ, পরবর্তী সময়ে মরু কাফেলায় করে দূর মিশরের দাস কেনাবেচার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাজারে বিক্রি, মহামহিমের অপার কৃপায় ঘটনাচক্রে মিশরের রাজপ্রাসাদে বসবাস, ভরা যৌবনের উত্তাল সময়ে নারীর ছলনার শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় কারাবরণ, সেখানেই নবুয়ত লাভ এবং দাওয়াতি মিশনের সূচনা, ধীরে ধীরে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা, দীর্ঘ কারাজীবন শেষে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া এবং দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে রাজত্বের আসনে আসীন হওয়া, রাজদায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া, কালের বিবর্তনে সময়ের আবর্তনে কানআন থেকে শস্য সংগ্রহের জন্য ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মিশরে আগমন, দীর্ঘ কয়েক যুগ পর ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত নানা ঘটনাপ্রবাহের চমকপ্রদ বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই অনন্য, অসাধারণ সূরাটিতে।

আরবি ভাষার অসাধারণ শব্দবুনন, সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস, উপমা ও রূপকতার যথোপযুক্ত সন্নিবেশ ও আকর্ষণীয় ঘটনাপ্রবাহ সত্যিই সূরাটিকে কুরআনের 'আহসানুল কাসাস' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বা কাহিনির মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দের গাঁথুনি ও প্রাঞ্জল উপস্থাপন এমনভাবে আনা হয়েছে, যেন অলংকারে মূল্যবান পাথরগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সারিবদ্ধভাবে। কথামালা এতই মর্মস্পর্শী যে, তা শুনে ভাষাভিজ্ঞ যেকোনো ব্যক্তিই বিস্মিত না হয়ে পারে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটি এমন একটি কালজয়ী গল্প, যেটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা যেকোনো ক্রাইসিস মোমেন্টে আমাদের আত্মাকে করবে প্রশান্ত এবং আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়াবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি। এ সূরায় কাহিনির প্লটগুলো ছোটো ছোটো করে এমনভাবে একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করা হয়েছে যে, পাঠক সহজেই ঘটনাপরম্পরা মেলাতে পারবেন। বিরক্ত হবেন না মোটেও। থ্রিলার, ট্র্যাজেডি, মিস্ট্রি, হিস্ট্রি সবকিছুর মিশেলে এক অভিনব বর্ণনাশৈলীতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেছেন। ঘটনার বিভিন্ন চরিত্রের প্রকৃত নাম উল্লেখ না করে সেসব চরিত্রের উপাধি, পেশা ও সম্পর্কীয় নাম দিয়ে খুব বিশদে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আল্লাহ তায়ালা কাহিনির বিভিন্ন প্লট সাজিয়েছেন। শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলোতে এক্সট্রা ফোকাস করা হয়েছে। কথামালার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি, টু দ্যা পয়েন্ট কথোপকথন, কাহিনির রোমাঞ্চকর সিকুয়েন্স একটার পর একটা এমনভাবে ভাষার স্রষ্টা আরবি ভাষার গাঁথুনিতে এ সূরায় ফুটিয়ে তুলেছেন—যা বুঝতে, হৃদয়ে ধারণ করতে, মোটিভেশন নিতে সর্বোপরি জীবনের পাঠ সংগ্রহে জুতসই।

গল্পের বাঁকে বাঁকে পাঠকগণ এ সূরায় প্রত্যক্ষ করবেন—প্রতিহিংসার দাবানল কীভাবে রক্তের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করে। বিচ্ছেদ-বিরহ-মিলন—এই তিনের চমকপ্রদ সন্নিবেশ ঘটে কীভাবে জীবনকে পূর্ণতা দেয়। নারীঘটিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চক্রান্ত বা কূটকৌশলের ফলাফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যুবক-যুবতিদের চরিত্র হেফাজতের আসমানি মোটিভেশন কী? জীবনসংগ্রামে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করে করে সামনে এগোতে হয়, যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোকে দ্বীনের দাওয়াতের নববি কৌশল, যোগ্যদের জন্যই এ পৃথিবীর নেতৃত্ব, ক্ষমার অপরূপ মহিমা এবং সুদীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে এক মহানন্দঘন পুনর্মিলন।

ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক যেন আমাদের চারপাশের চেনা জগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হবে, কিন্তু চেনা জিনিসগুলোকে অচেনা করে স্বল্প বাক্যে এমন শৈল্পিক ভঙ্গিমায় কাহিনিটি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রতিটি বিশ্বাসীর হৃদয়ে সূক্ষ্ম দাগ কাটতে বাধ্য। পড়তে এতটুকু বিরক্তি আসবে না। এরপর কী? এরপর কী হতে চলল? ইউসুফ (আ.) কি অন্ধকার কূপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন? জুলাইখা ইউসুফ (আ.)-কে নিজ বিশেষ গোপন কক্ষে ডেকে নিয়ে কেন দরজাগুলোতে তালা লাগিয়েছিল? ইউসুফ (আ.) কি পারবেন তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রাখতে? এমন একটা কৌতূহলবোধ কাহিনির শেষ অবধি থেকে যাবে, যতক্ষণ না পুরো সূরাটি শেষ করা হয়। এই অনবদ্য সূরাটির সরল মর্মবাণী ও লাইফ লেসন নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস—*রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা* ইউসুফ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআন নিজেই তার অনুপম ভাষাগত সৌন্দর্যের কারণে মহান রব্বুল আলামিনের একটি অনবদ্য মিরাকল। কুরআনের ভাষা আয়ত্ত করার মাধ্যমে সেই মহান স্রষ্টার পাঠানো ম্যাসেজগুলো অনুধাবন সহজ হয় এবং সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করার মাধ্যমে তাঁর সাথে তৈরি হয় এক আবেগী সম্পর্ক। তখন মনে হয় যেন তিনি আমার সমস্যাগুলোর আলোকেই এ কুরআনে সমাধানগুলো দিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন তিনি আমার পাশেই আছেন। দেখিয়ে দিচ্ছেন কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তাই জানতে হবে–কুরআন আমাদের কী শোনাতে চায়। আসুন ডুব দিই আল্লাহর সুমহান কালামের ছন্দময় দরিয়ায়। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনির মহাসিন্ধু সেচে মুক্তা কুড়িয়ে আনি। উদ্ধার করি এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সব রহস্য ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান। আলোকিত করি মন ও মনন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জেনারেল ওভারভিউ অব দ্যা সূরা

সূরা ইউসুফ কুরআন মাজিদের ১২তম সূরা। এর আয়াতসংখ্যা ১১১টি। এ সূরাটি কুরআনের দুটি পারায় অবস্থিত। ১২ পারায় কিছু অংশ এবং কিছু অংশ ১৩ পারায়। এটি একটি মাক্কি সূরা। মুফাসসিরগণ একমত, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১১১ আয়াতবিশিষ্ট সূরাটিকে আমরা পাঁচটি অংশে ভাগ করতে পারি। শুরুর তিন আয়াত মূল ঘটনার একটি ভূমিকাবিশেষ। শেষের ১০ আয়াত ঘটনার পরিশিষ্ট। আর মাঝের আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকাহিনি।

আয়াত	আলোচনার বিষয়বস্তু
১ থেকে ৩	সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
৪ থেকে ২১	ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব
২২ থেকে ৫৩	ইউসুফ (আ.) কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাসমূহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৫৪ থেকে ৯৮	পূর্ণ বয়সে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ
৯৯ থেকে ১০১	পরিবারের সাথে পুনর্মিলন
১০২ থেকে ১১১	উপসংহার বা পরিশিষ্ট

সূরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপট

এ সূরা নাজিলের প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায় :

এক. মক্কার কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস

করেছিল–'হে মুহাম্মাদ! তুমি যে দাবি করো তোমার কাছে ওহি আসে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তোমার কাছে আমাদের প্রশ্ন–আমরা জানি, বনি ইসরাইল থাকত কানআনে অর্থাৎ, শাম দেশে, যা বর্তমান ফিলিস্তিন ও ইজরাইল সীমান্তে অবস্থিত। তারা মিশরে কীভাবে এলো? এটা যদি তুমি বলতে পারো, তাহলে বুঝব তুমি সত্য নবি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল—‘আমরা জানি, ইউসুফ ও তাঁর পিতা ইয়াকুব ছিলেন কানআনের অধিবাসী অর্থাৎ, শাম দেশের অধিবাসী। আমাদের তুমি বলো, তাঁরা কানআন থেকে মিশরে কীভাবে গেল?’

তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

ইউসুফ (আ.) কীভাবে শাম থেকে কানআনে এবং সেখান থেকে মিশরে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুরো পরিবার কী করে মিশরে পৌঁছাল, কীভাবে হলো মিশরকেন্দ্রিক বনি ইসরাইলের উত্থান—এর সবকিছুর বিবরণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

মূলত তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ ও ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের প্রকৃত ঘটনা সবিস্তারে ওহি মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে শোনান, যা ছিল রাসূল (সা.)-এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিজা।

দুই. দ্বিতীয় মতটি *সহিহ ইবনে হিব্বান*-এ এসেছে। সাহাবিরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

> ‘হে রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি তো আল্লাহর কাছ থেকে অনেক ওহি পেয়ে থাকেন। কুরআনের অনেক আয়াত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নাজিল হয়েছে আপনার ওপর। নাজিল হয়েছে অনেক সূরাও। এ পর্যন্ত নাজিল হওয়া বেশির ভাগ সূরাতেই তাওহিদ, আখিরাত, কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। তবে এসব সূরায় ঘটনা খুব একটা নাজিল হয়নি। আপনি আল্লাহর কাছ থেকে যদি চমৎকার কোনো গল্প আমাদের শোনাতেন, তাহলে খুব ভালো লাগত। সাহাবিদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন সূরা ইউসুফ।'

সূরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল

আমরা সূরা ইউসুফ নাজিলের দুটি প্রেক্ষাপট জানলাম। এবার জানব, সূরা ইউসুফ কখন নাজিল হয়েছিল?

মাক্কি জিন্দেগির একেবারে শেষ দিকে যেসব সূরা নাজিল হয়েছিল, তন্মধ্যে সূরা ইউসুফ অন্যতম। রাসূল (সা.)-কে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মাক্কি যুগের শেষ দিকে এ সূরাটি নাজিল হয়।

এ সময়টাতে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে খুব বেশি বিপর্যস্ত ছিলেন! কারণ, এ সময়ে তাঁর জীবনে ঘটেছিল তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা, যা সামলে নেওয়া ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তম চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল। যিনি রাসূল (সা.)-কে মক্কায় রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতেন।

জাহেলি আরবে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কালচার প্রচলিত ছিল। এটিকে তারা 'আমান' নামে অভিহিত করত। গোত্রের কেউ কাউকে আমান বা সুরক্ষা দিলে অন্য সবাই তা মেনে নিত। নিশ্চিত করত তার সুরক্ষা।

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতি তৎপরতা থামানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু সবাই উঠেপড়ে লেগেছিল, সেহেতু মক্কার সবাই হয়ে পড়েছিল তাঁর ঘোর শত্রু। তাই রাজনৈতিকভাবে তাঁর জীবনের সুরক্ষা ছিল অত্যন্ত জরুরি। নবিজির প্রিয়তম চাচা আবু তালিবই তাঁকে এ রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করতেন। তার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন রাসূল (সা.)। কষ্টে তাঁর হৃদয়টা হয়ে উঠল ব্যথাতুর; এমনকি মানসিকভাবেও তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন!

দুই

এর কয়েক মাস পরই রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করলেন। তিনি নবিজিকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতেন। করতেন আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা। মক্কায় রাসূল (সা.) সংকটের সময়ে খাদিজা (রা.) পাথরের মতো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শক্ত হয়ে তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলতেন–'খাদিজা আমার দুঃসময়ের সহযাত্রী।' তাই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর বিদায়ে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েন।

এ দুটি বড়ো ঘটনার পর রাসূল (সা.) মক্কায় নিরাপত্তা ঝুঁকি অনুভব করলেন। কারণ, আবু তালিব ও খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজের জীবন রক্ষায় হিজরত করে পাড়ি জমিয়েছে আবিসিনিয়ায়। হাতে গোনা অল্প কিছু মুসলমান কেবল থেকে যায় মক্কায়।

তিন

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বাড়তেই থাকে। মক্কার নিরাপদ নগরী নবিজির জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠতে থাকে প্রতিনিয়ত। তিনি একটু আশ্রয়ের জন্য মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ শহরকে বেছে নেন। তাওহিদের বাণী পৌঁছে দিতে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তিনি পাড়ি জমান তায়েফে।

তায়েফের লোকজন আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সাদরে গ্রহণ করেনি। তারা তাঁর দাওয়াতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ সময় বেশ কয়েকটি স্থানে তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। প্রস্তরাঘাতে তাঁর গা থেকে ঝরে পড়ে টকটকে লাল তাজা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ থেকে আবারও মক্কায় ফিরে আসেন।

মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তিন তিনটি বড়ো ঘটনা ঘটেছে। এক. আবু তালিবের ইন্তেকাল। ফলে মক্কায় তিনি আর রাজনৈতিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। দুই. প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল। ফলে মানসিকভাবে শক্তি জোগানোর আর কাউকে পাচ্ছেন না তিনি। তিন. তায়েফে গিয়েও ফিরে আসতে হলো তায়েফবাসীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও নির্যাতিত হয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই দুর্দশার সময়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতে, মনে সাহস জোগাতে, তাঁকে মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলতে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করেন, যাতে সূরা ইউসুফের ঘটনা শুনে তিনি মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সেইসাথে তাঁর মনোবলও বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আ.) যেভাবে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় কানআন থেকে মিশরে গিয়েছিলেন—দাস থেকে হয়েছিলেন রাজা। অন্ধকূপ থেকে হয়েছিলেন প্রাসাদের অধিকারী। তাঁকে এসবের অধিকারী করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা। এ ঘটনা শুনে নবিজি আশ্বস্ত হলেন। মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে লাগলেন। পুনরায় দাওয়াতি মিশনে মনোনিবেশ করলেন নবোদ্যমে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরা ইউসুফের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা ইউসুফে মূলত ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয়ছোঁয়া সংগ্রামী জীবন আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন তথা তিনি কোত্থেকে কোথায় মাইগ্রেট করেছেন? তাঁর পুরো জীবনপরিক্রমাতে কী কী ঘটেছে–এসব নিয়েই মূলত আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফে আলোচনা করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর বর্ণাঢ্য জীবনপরিক্রমা।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সূরা ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়ে সামান্য আলোচনাও করেননি। কেবল সূরা আনআম ও সূরা গাফিরে একবার করে আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা আলোকপাত করেননি। আমরা যদি মুসা (আ.)-এর ঘটনা দেখি, বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথা আলোচনা করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনাও আলোচিত হয়েছে অনেক সূরায়। নুহ (আ.)-এর ঘটনা একাধিক সূরায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে শুধুই সূরা ইউসুফে।

তা ছাড়া কোনো নবির জীবনী আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও বর্ণনা করেননি। আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাব, সূরা ত্ব-হায় দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ্ তায়ালা নবি মুসা (আ.)-এর জীবনী আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করেননি। আলোচনা শুরু করেছেন তাঁর যৌবনকাল দিয়ে। মাদায়েন থেকে তাঁর মিশর যাত্রার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সূরা ইউসুফ এর ব্যতিক্রম। এতে আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন থেকে নিয়ে বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন আলোচনা করেছেন পর্যায়ক্রমিকভাবে। এতে ধারাবাহিকতা মোটেই ছিন্ন হয়নি।

পুরো সূরাটি পড়লে আমরা জানব, কতটা চমৎকার করে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ সূরাটি কুরআন মাজিদের একটি ইউনিক সূরা। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, এ সূরাটিতে তিনি সুন্দরতম ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

কুরআনে যত ঘটনা ও কাহিনি আছে, সবকিছুকে হার মানিয়ে দেয় ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। একটা গল্প, একটা কাহিনি যে কত অনবদ্য হতে পারে! একটা স্টোরি যে কত নান্দনিক হতে পারে! হতে পারে কত অনন্য! অর্থ বুঝে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত না করলে তা কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা আমাদের জীবনে কত উপন্যাস, ছোটোগল্প, ফিকশন কিংবা নন-ফিকশন পড়েছি; হুমায়ূন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়রসহ আরও কত সাহিত্যিকের কল্পলোকে ডুব দিয়েছি, শুনেছি আরব্য রজনির সিন্দাবাদ আর আলিফ লায়লার রোমাঞ্চকর কাহিনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—পৃথিবীতে যত গল্প আর কাহিনি হতে পারে, এটা হচ্ছে তন্মধ্যে সবচে সুন্দর কাহিনি, পৃথিবীর সব গল্প-কাহিনিকে যা হার মানায়।

যত বাহারি রকমের গল্প, কাহিনি, উপাখ্যান ও উপন্যাস হতে পারে, সবকিছুকেই হার মানিয়েছে কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। আমরা যদি অন্তরের কান দিয়ে শুনি, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি আর মনোযোগ নিবদ্ধ করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি, তাহলে ঠিকই অনুধাবন করতে পারব কেন আল্লাহ তায়ালা এ সূরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি বলে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার মাধ্যমে আমাদের শেখাতে চাচ্ছেন, যদি আল্লাহ কারও সম্মান বাড়াতে চান, তাহলে যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো পরিস্থিতিতে তিনি তা করতে সক্ষম। যত অন্ধকার ও কঠিন পরিস্থিতিতেই আপনি থাকুন না কেন, সেখানেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের দরজা খুলে দিতে পারেন। পাঠাতে পারেন অদৃশ্য সাহায্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাহিনির সারমর্ম

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, সূরা ইউসুফের ১১১টি আয়াতে আল্লাহ কী বলেছেন, তা আমাকে এককথায় বলুন। আমি বলব–'অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় ইউসুফ (আ.) কীভাবে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত হলেন, সে কাহিনি বলেছেন। সুবহানআল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অন্ধকূপে ফেলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সে কূপ থেকে তুলে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। মরুভূমিতে যে কূপের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের কথা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসেন মিশরের রাজপ্রাসাদে। সেখানে আজিজে মিশরের তত্ত্বাবধানে তাঁকে প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, তাঁকে প্রথমে মিশরের বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হলেও তাঁর ছিল দাসের জীবন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছেন। মূলত এটিই হচ্ছে সূরা ইউসুফের সংক্ষিপ্তসার। আর মাঝখানে ঘটে যায় নানা ঘটনাপ্রবাহ।

অথবা সংক্ষেপে ইউসুফ (আ.)-এর পুরো ঘটনার সারমর্ম এভাবেও পেশ করা যায়–'একটি স্বপ্ন ও এর বাস্তবায়ন।' ইউসুফ (আ.) ছোটোবেলায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছোট্ট ইউসুফ একদিন তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে এসে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলল—'হে পিতা! আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।' এ কথা শুনে ইয়াকুব (আ.) তো অবাক। ছেলে বলে কি! অবশ্য মনে মনে তিনি আনন্দিতও হলেন।

তিনি ইউসুফের দেখা স্বপ্নকে একটি সত্য স্বপ্ন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। একই সাথে এটাও উপলব্ধি করেছিলেন, ইউসুফের জীবনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেজন্য তাঁর জীবনে নেমে আসতে পারে কঠিন পরীক্ষা। বাস্তবেও হয়েছিল তা-ই। সবশেষে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা, তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর বিমাতা যখন মিশরে এসে পৌঁছাল, তখন সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তাঁরা সবাই ইউসুফ (আ.)-কে আনুগত্য বা সম্মানের সিজদা করেছিল। যেমনটি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে—'আর ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ : ১০০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা তাফসির অংশে এই স্বপ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয়

ইউসুফ (আ.) হলেন ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র। জন্ম ইরাকের হাররানে, শৈশব কাটে কানআনে এবং কৈশোর থেকে বাকি জীবন মিশরে। তিনটি বিশেষ গুণ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়েছিলেন।

এক. সুশ্রী অবয়বের অধিকারী

ইউসুফ (আ.) দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। খুবই চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। এমন সুশ্রী অবয়বের অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মিরাজের রাতে এক আসমান পার হয়ে আরেক আসমানে যাচ্ছিলেন; প্রত্যেক আসমানেই সাক্ষাৎ হচ্ছিল কোনো না কোনো নবির সাথে। তৃতীয় আসমানে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ পান। মিরাজ থেকে ফিরে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে তিনি সাহাবিদের বললেন–

إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ--

'সৌন্দর্যের অর্ধেকটা যেন ইউসুফ (আ.)-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (সহিহ মুসলিম : ৪২৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ পৃথিবীতে মানুষকে যত সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে, তার অর্ধেক সৌন্দর্য আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে একাই দান করেছেন। আল্লাহু আকবার! সুবহানআল্লাহি ওয়াবিহামদিহি!

তিনি কতটা সুন্দর ছিলেন—এই হাদিস থেকেই সেটা অনুমেয়। তা ছাড়া আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলাইখা যখন ইউসুফ (আ.) ও তাকে নিয়ে মিশরের অভিজাত নারীদের কানাঘুষা ও সমালোচনার কথা শুনল, তখন সে তাদের ডেকে পাঠায়। সে তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করে এবং তাদের প্রত্যেককে (ফল কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দেয়। তারপর সে ইউসুফকে বলল— 'তাদের সামনে বের হও।' এরপর তারা যখন তাঁকে দেখল, তখন (তাঁর সৌন্দর্যে) অভিভূত হয়ে ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল—'আশ্চর্য আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা!'

দুই. স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী

আল্লাহ তায়ালা নিজে ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে সব নবি-রাসূলের চেয়ে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন ইউসুফ (আ.)। সূরা ইউসুফের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'(হে ইউসুফ! এভাবে তোমার প্রতিপালক) তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।'

তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কয়েকটি স্টোরি আমরা সূরা ইউসুফে দেখতে পাই। সেগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি কত চমৎকারভাবে ঘটনার মর্মে পৌঁছে যেতেন। অসাধারণভাবে ঘটনার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য বের করে আনতেন। স্বপ্ন শুনে এটার এক্সপ্লেইনেশন কী হবে, তাঁর সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি হাজির করতে পারতেন। এটা হচ্ছে তাঁর একটা স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট।

তিন. আল-কারিম

ইউসুফ (আ.) সাধারণ কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে নবিজি বলেছেন–

اَلْكَرِيمُ بنُ الْكَرِيمِ بنِ الْكَرِيمِ بنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ
بنُ يَعقُوبَ بنِ اِسحَاقَ بنِ اِبرَاهِيمَ--

'তিনি হচ্ছেন কারিম ইবনে কারিম ইবনে কারিম ইবনে কারিম। অর্থাৎ, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম।' (সহিহ বুখারি : ৪৬৮৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারিম হচ্ছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) নিজে ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন নবি, যা সর্বোচ্চ সম্মানের পরিচায়ক। তেমনই তাঁর বাবা ইয়াকুব (আ.), দাদা ইসহাক (আ.) ও পরদাদা ইবরাহিম (আ.)-ও নবি ছিলেন। ফলে তাঁরাও ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এজন্য তাঁদের 'কারিম ইবনে কারিম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কী ঘটেছিল আল্লাহর নবি ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে

শৈশবে ইউসুফ (আ.) একটি স্বপ্ন দেখেন। এরপর তা বর্ণনা করেন নিজের বাবার কাছে। বাবা ইয়াকুব (আ.) তাঁকে বললেন—'খবরদার! তোমার ভাইদের কাছে তা শেয়ার করো না। কক্ষনো তাদের তা বলো না। কারণ, তোমার ভাইয়েরা হয়তো হিংসা করবে এবং তোমাকে কষ্ট দেবে।'

কিন্তু অবুঝ শিশু ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের কথা ভাইদের কাছে বলে দিলেন। আর ইয়াকুব (আ.)-এর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। ভাইয়েরা হিংসা করে ইউসুফ (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা তাঁকে নিক্ষেপ করল অন্ধকার কূপে। ওই কূপের পাশ দিয়ে একটি কাফেলা যাওয়ার সময় সেখানে যাত্রাবিরতি করল। কাফেলার পানি সংগ্রাহক বালতি ফেলল কূপে। আর কূপ থেকে উঠে এলেন ইউসুফ (আ.)। কাফেলার লোকেরা তাঁকে পেয়ে লুকিয়ে ফেলল। তারা তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল মিশরে।

সে যুগে পণ্যের মতো মানুষও কেনাবেচা হতো। তারাও ইউসুফ (আ.)-কে বিক্রি করে দিলো দাস হিসেবে। তাঁকে কিনে নিলেন মিশরের গভর্নর। কুরআনের ভাষায় যার নাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজিজে মিশর। তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। আর নিজের স্ত্রীকে বললেন–

'তাঁকে বড়ো করো, মানুষ করো। তাঁকে দেখাশোনার দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। হতে পারে ভবিষ্যতে সে আমাদের কাজে লাগবে। আর আমরা নিঃসন্তান। আমাদের তো ছেলেমেয়ে নেই। আমরা চাইলে তাঁকে পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পারব।'

এরপর থেকে রাজপ্রাসাদেই ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব কাটতে লাগল। সেখানেই তিনি শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন। ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, হ্যান্ডসাম আর অতীব সুন্দর চেহারার অধিকারী। গোটা বিশ্বের অর্ধেক সৌন্দর্য ছিল তাঁর একারই। এ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল তাঁর চেহারায়, আচরণে, গেট-আপে, এককথায় সর্বাঙ্গে সর্বোতভাবে–যা দেখে রয়েল প্যালেসের সবাই মুগ্ধ হতে লাগল তাঁর প্রতি।

যে-ই তাঁকে একবার দেখে, সে-ই তাঁর জন্য পাগল হয়ে যায়। তাঁর সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ বিমোহিত করে সবাইকে। বিশেষ করে নারীরা ইউসুফ (আ.)-এর প্রেমে দিওয়ানা হতে লাগল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা হচ্ছে, আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলাইখা, যে কিনা ইউসুফকে ছেলের মতো লালন-পালন করল, মানুষ করল, সে নিজেই পাগলপারা হয়ে গেল যুবক ইউসুফের প্রেমে।

জুলাইখা তার অবৈধ প্রেম নিবেদন করল ইউসুফ (আ.)-এর কাছে। ইউসুফ (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। সামলে নিলেন নিজেকে। হেফাজত করলেন নিজের যৌবন ও চরিত্র। জুলাইখা রেগে-মেগে তাঁকে জেলখানায় নিক্ষেপ করল।

জেলখানার নির্জন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটতে লাগল তাঁর বন্দিজীবন। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছরের পর বছর। এভাবেই তাঁর জীবনের প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর কেটে গেল জেলখানায়। তিনি জেলখানায় দুজন কয়েদির স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। একপর্যায়ে তিনি বেরিয়েও এলেন জেল থেকে। তবে এটা প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তিনি দোষী ছিলেন না; বরং তিনি হয়েছিলেন জুলাইখার ষড়যন্ত্রের শিকার। বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন নির্দোষ পূতপবিত্র মানুষ।

জেল থেকে বের হয়ে তিনি মিশরের তৎকালীন বাদশার দেখা একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—'মিশরে একটা দুর্ভিক্ষ হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে সাত বছর। আর দুর্ভিক্ষের আগে সাত বছর থাকবে সুদিন। এ সময় ভূমিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা হচ্ছে, আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলাইখা, যে কিনা ইউসুফকে ছেলের মতো লালন-পালন করল, মানুষ করল, সে নিজেই পাগলপারা হয়ে গেল যুবক ইউসুফের প্রেমে।

জুলাইখা তার অবৈধ প্রেম নিবেদন করল ইউসুফ (আ.)-এর কাছে। ইউসুফ (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। সামলে নিলেন নিজেকে। হেফাজত করলেন নিজের যৌবন ও চরিত্র। জুলাইখা রেগে-মেগে তাঁকে জেলখানায় নিক্ষেপ করল।

জেলখানার নির্জন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটতে লাগল তাঁর বন্দিজীবন। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছরের পর বছর। এভাবেই তাঁর জীবনের প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর কেটে গেল জেলখানায়। তিনি জেলখানায় দুজন কয়েদির স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। একপর্যায়ে তিনি বেরিয়েও এলেন জেল থেকে। তবে এটা প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তিনি দোষী ছিলেন না; বরং তিনি হয়েছিলেন জুলাইখার ষড়যন্ত্রের শিকার। বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন নির্দোষ পূতপবিত্র মানুষ।

জেল থেকে বের হয়ে তিনি মিশরের তৎকালীন বাদশার দেখা একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—'মিশরে একটা দুর্ভিক্ষ হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে সাত বছর। আর দুর্ভিক্ষের আগে সাত বছর থাকবে সুদিন। এ সময় ভূমিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রচুর শস্য উৎপাদন হবে। এ শস্য সংরক্ষণ করেই আমাদের দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে হবে। আর এ কাজের জন্য আমিই সর্বাধিক যোগ্য। তাই আমাকেই এ কাজের দায়িত্ব দিন।' বাদশাহ ইউসুফ (আ.)-কে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার দায়িত্ব দিলেন। আল্লাহর মেহেরবানিতে তিনি এ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিশরেই হয়নি; হয়েছিল তৎকালীন মিশরের আশপাশের বিশাল এলাকাজুড়ে। ফলে ইউসুফের ভাইয়েরা, যারা তাঁকে অত্যাচার-মারপিট করে কূপে ফেলে দিয়েছিল, তারাও শিকার হয় দুর্ভিক্ষের। বাঁচার তাগিদে খাদ্য সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা উপস্থিত হয় মিশরে, ইউসুফের সামনে। তারা ইউসুফ (আ.)-কে চিনতে না পারলেও তিনি ঠিকই তাদের চিনতে পারলেন। তাদের পর্যাপ্ত শস্য দিয়ে জানতে চাইলেন– তোমাদের কি আর কোনো ভাই নেই? তারা বলল, আছে। তিনি বললেন– তাহলে তাকেও নিয়ে এসো। তা হলে তোমরা আরও বেশি খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। পরেরবার তারা নিজেদের অন্য ভাই বনি ইয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে এলো। ইউসুফ (আ.) কৌশলে তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আর বাকিদের দেশে পাঠিয়ে দিলেন শস্য দিয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফকে হারিয়েই তাঁর বাবা ইয়াকুব (আ.) ছিলেন শোকাগ্রস্ত। এবার বিন ইয়ামিনকেও হারিয়ে ফেলার ফলে তিনি আরও বেশি শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়লেন। দুই সন্তান হারানোর শোকে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন তিনি। ইয়াকুব (আ.) বললেন–'আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না; বরং একমাত্র আল্লাহর কাছেই তা পেশ করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও বললেন–জেনে রেখো, আমার এ স্মরণ, আকুতি ও দুআ বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।' এ কথা বলে তিনি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রেখে 'সাবরুন জামিল' তথা উত্তম ধৈর্য অবলম্বন করলেন।

পিতা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, এটা শোনার পর ইউসুফ (আ.) তাঁর নিজের একটি জামা দিয়ে বললেন–এটা পিতার চোখে স্পর্শ করালে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। বাস্তবেও তা-ই হলো। পরবর্তী সময়ে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে ইউসুফ (আ.) এই মর্মে দূত পাঠালেন, আপনি সবাইকে নিয়ে মিশরে চলে আসুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের একত্রে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইয়াকুব (আ.) সন্তানদের নিয়ে মিশর চলে এলেন। অভ্যর্থনা জানাতে ইউসুফ (আ.) শহরের বাইরে আসে অপেক্ষা করছিলেন। ইয়াকুব (আ.) সপরিবারে পৌঁছামাত্রই তিনি পিতাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। ছোটোবেলায় ইউসুফ (আ.) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—তার বাস্তবায়ন ঘটল। আর ইয়াকুব (আ.)-কেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর হারিয়ে যাওয়া পুত্র ইউসুফ ও বিন ইয়ামানিকে একত্রে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনটি স্বপ্ন

সূরা ইউসুফে তিনটি স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। প্রথম স্বপ্নটি ইউসুফ (আ.) নিজে ছোটোবেলায় দেখেছিলেন। দ্বিতীয়টি দেখেছিল ইউসুফ (আ.) জেলে থাকাবস্থায় তাঁর সাথে থাকা দুজন কয়েদি। আর তৃতীয় স্বপ্নটি দেখেছিল মিশরের বাদশাহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইউসুফ (আ.) নিজেই করেছিলেন।

ইউসুফে (আ.)-এর স্বপ্ন

ইউসুফ (আ.) শৈশবে একদিন স্বপ্নে দেখলেন, ১১টি তারকা, সূর্য ও চন্দ্র তাঁর প্রতি অবনত অবস্থায় রয়েছে। পরের দিন ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন। তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ১১টি তারকার অর্থ ইউসুফের ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাই, সূর্যের অর্থ পিতা ও চন্দ্রের অর্থ মাতা। তিনি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে বুঝতে পারলেন এবং ইউসুফের ভাইদের কাছে তাঁর এই স্বপ্ন শেয়ার না করার জন্য ইউসুফকে বললেন। কারণ, স্বপ্নের তাৎপর্য অনুধাবন করে ভাইয়েরা ইউসুফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর ক্ষতি করতে পারে।

দুজন কয়েদির স্বপ্ন

ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর সাথে আরও দুজন কয়েদিও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে শরাব পান করাত এবং অপরজন ছিল বাদশার বাবুর্চি। তারা উভয়েই বাদশার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। তারা দুজন একবার জেলখানায় স্বপ্ন দেখে। জেলখানার অন্য কয়েদিদের চেয়ে ইউসুফ (আ.) ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর চলনে-বলনে-আচরণে সম্ভ্রান্ত ভাব ও পবিত্রতা ফুটে ওঠায় তারা দুজন তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা খুলে বলল।

তাদের মধ্যে যে লোকটি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল—'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আঙুর থেকে শরাব বের করছি।' আর দ্বিতীয়জন, যে বাদশার বাবুর্চি ছিল, সে বলল—'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে।' ইউসুফ (আ.)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন—তোমাদের একজন মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হবে। অপরজন অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। মৃত্যুর পর পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

মিশরের বাদশার স্বপ্ন

ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে তখন মিশরের বাদশাহ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। বাদশাহ বললেন—'আমি সাতটি মোটাতাজা গাভি স্বপ্নে দেখলাম। এগুলোকে অন্য সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভি গিলে খাচ্ছে। আরও দেখলাম, সাতটি গমের সবুজ শিষ ও সাতটি শুষ্ক শিষ।'

অদ্ভুত এ স্বপ্ন দেখার পর এর ব্যাখ্যা জানার জন্য বাদশাহ অস্থির হয়ে পড়লেন। এ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য রাজ্যের সকল জ্ঞানী ব্যাখ্যাকারী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দিতে পারল না। তাই সবাই উত্তর দিলো, এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এ জাতীয় স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

জেলখানা থেকে দুজন কয়েদির মধ্যে যে লোকটি মুক্তি পেয়েছিল এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছিল, সে বাদশাহকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসতে থাকবে আমাদের সামনে। ক্যারেক্টারগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব।

এক. মেজর ক্যারেক্টার

দুই. মাইনর ক্যারেক্টার

মেজর ক্যারেক্টার হিসেবে আমি এখানে আইডেন্টিফাই করেছি ইউসুফ (আ.)-কে। কারণ, সূরার শুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর কথাই প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু ইউসুফ নামেই সূরার নামকরণ। আর তাঁর লাইফ সাইকেল নিয়ে পুরো সূরাটা, তাই তিনিই হচ্ছেন 'মেজর ক্যারেক্টার অব দ্যা স্টোরি'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহেই প্রধান চরিত্র হিসেবে তাঁর উপস্থিতি বিদ্যমান।

মাইনর ক্যারেক্টার হিসেবে কুরআনিক এই গল্পে আমরা ১৫টি চরিত্র খুঁজে পেয়েছি। তাদের পরিচয় দিয়েই আমরা তাফসির অংশে প্রবেশ করব। মাইনর ক্যারেক্টার হিসেবে প্রথমেই আছেন ইয়াকুব (আ.)। তিনি হচ্ছেন ইউসুফ (আ.)-এর সম্মানিত পিতা। তিনি নিজেও একজন নবি।

দ্বিতীয় ক্যারেক্টার–ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ১০ ভাই। এ থেকে বোঝা যায়, ইয়াকুব (আ.) একাধিক বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল ১০ জন সন্তান। আরেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্ত্রী জন্মদান করেছিলেন দুই সন্তান। তাঁরা হচ্ছেন ইউসুফ (আ.) ও বিন ইয়ামিন।

তৃতীয় ক্যারেক্টার–কাফেলার পানি সংগ্রাহক। যিনি পানি তুলতে কূপে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ইউসুফ (আ.)-কে তুলে এনেছিলেন। চতুর্থ ক্যারেক্টার–আজিজে মিশর। পঞ্চম ক্যারেক্টার–আজিজে মিশরের স্ত্রী, যাকে আমরা জুলাইখা নামে চিনি। ষষ্ঠ ক্যারেক্টার–একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, যার কাছে বিচারের রায় চাওয়া হয়েছিল যে, ইউসুফ অপরাধী নাকি জুলাইখা? এ নিয়ে রয়েল কোর্টে বিচার বসলে তিনি নিজের বিচক্ষণতা দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন–ইউসুফ (আ.) নির্দোষ এবং প্রকৃত দোষী জুলাইখা। আর এ ব্যক্তি সম্পর্কের দিক থেকে জুলাইখার আত্মীয় ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু এ সাক্ষ্য পেশ করেছিল। আল্লাহ তাকে বাক্‌শক্তি দান করেছিলেন। কিন্তু তা সহিহ সূত্রে সাব্যস্ত নয়।

সপ্তম ক্যারেক্টার–মিশরের নারীরা। অষ্টম ক্যারেক্টার–জেলখানার দুজন কয়েদি। নবম ক্যারেক্টার–মিশরের বাদশাহ। দশম ক্যারেক্টার–বাদশার সভাসদবৃন্দ। একাদশ ক্যারেক্টার–বাদশার জনৈক দূত বা বাণীবাহক। দ্বাদশ ক্যারেক্টার–ইউসুফ (আ.)-এর ভাই বিন ইয়ামিন। ত্রয়োদশ ক্যারেক্টার– মুয়াজ্জিন তথা ঘোষক বা আহ্বানকারী। চতুর্দশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্যারেক্টার—একজন সুসংবাদদাতা, যিনি ইয়াকুব (আ.)-কে সুসংবাদ জানিয়ে বলেছেন, এ হচ্ছে ইউসুফের জামা। তা আপনার চোখে লাগালে আপনার অন্ধত্ব চলে যাবে, আর ফিরে পাবেন দৃষ্টিশক্তি। এরপর আপনার পুরো পরিবার নিয়ে মিশর চলে আসুন। সবশেষে পঞ্চদশ ক্যারেক্টার—ইউসুফ (আ.)-এর বিমাতা অর্থাৎ, নবি ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী।

এ পর্যায়ে আমরা সূরা ইউসুফের প্রতিটি আয়াতে কারিমার সহজ-সরল মর্মবাণী, ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত তাফসির ও রিফ্লেকশনগুলো আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

সূরা ইউসুফের সংক্ষিপ্ত তাফসির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরার সূচনা কথা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

الٓرٰ ۟ تِلۡكَ اٰیٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ--

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ শুরু করেছেন আলিফ, লাম, রা দিয়ে। কুরআন তিলাওয়াত করলে বিভিন্ন সূরার শুরুতে এমন কিছু বিচ্ছিন্ন হরফ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন : সূরা বাকারার শুরুতে রয়েছে আলিফ, লাম, মিম; সূরা ইয়াসিনে ইয়া, সিন; সূরা মরিয়মে কাফ, হা, ইয়া, আইন, সাদ। আবার কোনো সূরা শুরু হয়েছে ত্বা, সিন, মিম দিয়ে, কোনোটি হা, মিম দিয়ে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ শুরু করেছেন আলিফ, লাম, রা দিয়ে। এগুলোকে বলা হয় হুরুফুল মুকাত্তাআত। মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষর। একটা, দুটা, তিনটা, চারটা ও পাঁচটা অক্ষর। এ অক্ষরগুলো দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো সূরার আলোচনা প্রারম্ভ করেছেন।

কুরআনের আয়াতগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

এক. মুহকাম

দুই. মুতাশাবিহ

যে আয়াতের অর্থ ও মর্মবাণী সুদৃঢ়, তা মুহকাম। এসবের অর্থ ও মর্ম দুটোই আমাদের কাছে বোধগম্য। আর যার অর্থ ও মর্ম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের বোধগম্য নয়, তা-ই মুতাশাবিহ। এসবের অর্থ ও গূঢ় রহস্য আমরা জানি না। তা জানেন কেবল মহান আল্লাহ।

অতএব, আলিফ, লাম, মিম মানে কী? তা আমরা কেউ জানি না। ইয়াসিন মানে কী? আমরা জানি না।

আমরা অনেক সময় জ্ঞানের বাহাদুরি করি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের সামনে কিছুই না। এটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই হুরুফে মুকাত্তাআতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিছু সূরা শুরু করেছেন, যেন জ্ঞানের বড়াইকারীরা নিজেদের জ্ঞানের দৌড় সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

অবশ্য অনেক মুফাসসির এর অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবশেষে তারা বলেছেন—ওয়াল্লাহু আলামু বিমুরাদিহি বিহি। অর্থাৎ, এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে আলিমগণ এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরবিশিষ্ট মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর মর্ম উদ্‌ঘাটনে এবং রহস্য উন্মোচনে বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করলেও এর কোনোটিকেই অকাট্যভাবে এগুলোর অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি।

বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে এ রকম বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে আয়াত নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবদের অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষম প্রমাণ করা। কারণ, এ বর্ণগুলো তাদের ব্যবহৃত ভাষার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ণমালা। তারা নিত্যদিন যা দিয়ে কথা বলে, বাক্য তৈরি করে এবং সাহিত্য রচনা করে; এগুলো তা থেকেই নেওয়া হয়েছে। এই কাটা কাটা হরফগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষারই বর্ণমালা হতে গৃহীত। কিন্তু এর অর্থ উদ্‌ঘাটনে তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নিতান্ত অপারগতা প্রকাশ পেয়েছে। কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও তাদের সক্ষমতাকে প্রশ্ন করে আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন–

> 'আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাজিল করেছি, সেটি আমার কি না–এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো, তাহলে এর মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো–এক আল্লাহকে ছাড়া। আর যার যার চাও, তার তার সাহায্য নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।
>
> তারা কি এ কথা বলে, নবি নিজেই এটা রচনা করেছেন? বলো, তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পারো, সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।'

তাই সূরা ইউসুফের প্রারম্ভিকা الٓر-এর প্রকৃত অর্থ আমরা কেউ জানি না। এর অর্থ ও মর্মবাণী কেবল আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ--

‘এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।’ (সূরা ইউসুফ : ১)

কুরআনের আয়াতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কুরআনে বর্ণিত সবকিছুই সুস্পষ্ট। দ্বিপ্রহরের জ্বলজ্বলে সূর্যের মতো স্পষ্ট। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁর হিদায়াত ও পথের দিশা তাতে বর্ণনা করেছেন, তাই তা সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কুরআনুল কারিমের প্রতিটি বক্তব্য পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে বা শুনে যেকোনো ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে এগুলো কোন দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছে, কোনটাকে সত্য হিসেবে সার্টিফাই করছে এবং কোনটাকে মিথ্যা হিসেবে গণ্য করছে। তাই ‘কুরআনের বক্তব্য আমরা বুঝতে পারিনি’ কিংবা ‘এত জটিল বিষয় আমরা কীভাবে বুঝব’–এমন অজুহাত দেওয়ার অবকাশ কারও নেই।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে সূরাগুলো বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে, এর পরপরই আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কোনো না কোনো গুণ কিংবা মহিমা বর্ণনা করেছেন। সূরা ইউসুফেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হুরুফুল মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন তিনটি অক্ষর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলিফ, লাম, রা-এর পরপরই তিনি ঘোষণা করলেন—'এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।'

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ--

'নিশ্চয়ই আমরা একে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' (সূরা ইউসুফ : ২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 'আমি' না বলে বহুবচনে 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। সাধারণত যে কাজ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দিয়ে করান, সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি 'আমরা' ব্যবহার করেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সায়্যিদুনা জিবরিল (আ.)-এর মাধ্যমে কুরআন নাজিল করেছেন, তাই এখানে তিনি বহুবচনে 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন :

১. 'দারিদ্র্যের ভয়ে নিজের সন্তানদের হত্যা করো না, আমরা তোমাদের জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরও দেবো।'

২. 'আর আমরা আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমরা তা জমিনে সংরক্ষণ করেছি। আর অবশ্যই আমরা সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআন নাজিল করা বোঝাতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি 'আনজালা' অপরটি 'নাজ্জালা।' আনজালা মানে পুরোটা একসাথে অবতীর্ণ করা। আর নাজ্জালা মানে দীর্ঘ সময় নিয়ে, বিরতি দিয়ে, একটু একটু করে অবতীর্ণ করা। সূরা ইউসুফের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাজিল করা প্রসঙ্গে আনজালা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাহলে কোনটা সত্য? কুরআন কি একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি অল্প অল্প করে দীর্ঘ সময় নিয়ে?

আসলে দুটো ব্যবহারই কুরআনের জন্য যথোপযুক্ত। কারণ, কদরের রাতে আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজ থেকে পূর্ণাঙ্গ কুরআন একসাথে বায়তুল ইজ্জায় তথা প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। আর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে প্রথম আসমান থেকে সায়্যিদুনা জিবরিল (আ.)-এর মাধ্যমে বিশ্বনবি (সা.)-এর লোকেশন অনুযায়ী মক্কা, মদিনা এবং এতদুভয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে অবতীর্ণ করেছেন। তাই আনজালা ও নাজ্জালা দুটোই পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তিনি আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন। আরবি ভাষায় কুরআনুল কারিম নাজিল হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরবি ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাঞ্জল এবং সবচেয়ে প্রশস্ত ভাষা। শব্দালংকার, অলৌকিকতা ও অর্থ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশের দিক থেকে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। শব্দসম্ভারে আরবি ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আরবি ভাষায় সব ধরনের ভাব বা অবস্থা বা পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। যেমন ধরুন, শুধু উটকে বর্ণনা করতে আরবিতে কয়েক শ শব্দ আছে। বয়সের পরিক্রমায় তার নামের ধরন পালটাতে থাকে। গায়ের রঙের ভিন্নতায়ও তার আলাদা আলাদা নাম আছে; এমনকি আকৃতির ভিন্নতায়ও ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষাংশে 'যাতে তোমরা বুঝতে পারো' এই অ্যাড্রেসিংটা মূলত প্রাথমিকভাবে মক্কার কুরাইশদের জন্য। যেহেতু তারা আরবি ভাষাভাষী মানুষ, তাই কুরআন নাজিল হয়েছে আরবিতে। কুরাইশরা কোনোভাবেই রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ তায়ালার বাণীবাহক হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না। তারা একটার পর একটা অজুহাত দাঁড় করাচ্ছিল। তাদের অস্বীকৃতির জবাবে আল্লাহ তায়ালা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, আমি তো কুরআনকে তোমাদের নিজের ভাষা আরবিতে নাজিল করেছি। তোমাদের বোধগম্য না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তোমরা কেন এ সত্য স্বীকার করছ না? আমি কি কুরআনকে হিব্রু কিংবা ফারসিতে নাজিল করেছি, যার মর্ম বুঝতে পারো না? কুরআনের মর্মার্থ তোমরা যেন সহজেই বুঝতে পারো, সেজন্য আমি আরবিতে কুরআন নাজিল করেছি। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> ‘আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

আমি যদি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না করতাম, তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য! এর ভাষা আজমি, অথচ রাসূল আরাবি। বলো মুমিনদের জন্য এটা (কুরআন) পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদের আহ্বান করা হয় বহুদূর হতে।

যদিও সম্বোধনটি প্রাথমিকভাবে মক্কার কুরাইশদের জন্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্বোধনটি সবার জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু কুরআন সবার জন্য হিদায়াতের বাণী; চাই সে আরব হোক কিংবা অনারব।

ভাষা হিসেবে আরবির প্রাধান্য

একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারে –এমন মানুষের মাঝে ক্রিটিক্যাল থিংকিং, প্রব্লেম সল্‌ভিং ও মাল্টিটাস্কিং করার সক্ষমতা বেশি থাকে এবং তাদের স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, মাতৃভাষার পাশাপাশি একাধিক ভাষা শিক্ষার চর্চা আমাদের জন্য বেশ উপকারী। আর একজন মুসলিম হিসেবে যদি মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তাহলে তো আরবি ভাষাই প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পৃথিবীতে নাজিলকৃত সকল আসমানি কিতাবের ভাষা হিসেবে যেমন কিতাবপ্রাপ্ত নবিদের স্ব-স্ব কওমের মাতৃভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন; সর্বশেষ আসমানি কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ক্ষেত্রেও তিনি এই রীতির ব্যত্যয় করেননি। প্রিয়নবি (সা.)-এর নিজস্ব কওম অর্থাৎ আরবদের মাতৃভাষা আরবিতেই কুরআন নাজিল করে স্পষ্ট বার্তায় জানিয়ে দিয়েছেন–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'আমি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' (সূরা ইউসুফ : ২)

তবে গোটা মানবজাতির উদ্দেশ্যে নাজিলকৃত এই মহাগ্রন্থকে আল্লাহ তায়ালা অনারবদের জন্য দুর্বোধ্য করে দেননি; বরং মানবজাতির মুক্তির দিশারি পথপ্রদর্শক এই ঐশী গ্রন্থকে অনুধাবন করার জন্য, উৎসাহস্বরূপ কুরআনজুড়ে বারংবার ঘোষণা দিয়ে আহ্বান করেছেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' (সূরা কামার : ২)

রবের এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরবি ভাষা শিক্ষায় একটু সচেষ্ট হওয়া জরুরি নয় কি? যে কিতাবটা আপনার মুক্তির জন্য নাজিল হলো সেটা যদি বুঝতেই না পারেন, একটু পড়তেই না পারেন, তাহলে জীবনের আর অর্জন কী!

এটা ঠিক যে, শুধু অনুবাদ পড়ে আপনি কুরআনের মূল ম্যাসেজ অনেকাংশেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আপনি এটা বুঝতে পারবেন না, আপনার রব আপনার জন্য ঠিক (ঊীধপঃষু) কোন বাক্যটা বলেছেন, আর কী মাধুর্যতায় বলেছেন। অথবা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর একাধিক সমার্থক শব্দ থাকা সত্ত্বেও ঠিক কোন শব্দটা চয়ন করেছেন, কেনই-বা করেছেন! কুরআনের ভাষাশৈলীও যে স্বকীয়ভাবে বিশেষ অলৌকিকত্ব ধারণ করে, এটা কখনোই আপনি অনুবাদ পড়ে অনুভব করতে পারবেন না। কারণ, আপনি যেটা পড়ছেন ওটা তো আপনার রবের কালাম নয়; আমার-আপনার মতোই রক্তে-মাংসে গড়া কোনো এক মানুষের করা স্রেফ অনুবাদমাত্র, যার মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আর এজন্যই বলা হয়, পৃথিবীর কোনো ভাষারই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হুবহু অনুবাদ আরেক ভাষায় করা সম্ভব না। কারণ, অনুবাদ কখনোই ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। তাই আরবি ভাষা শিক্ষা ব্যতীত আল কুরআনের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা একেবারেই অসম্ভব।

কুরআনের পাশাপাশি হাদিসের বিভিন্ন পরিভাষা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতেও আরবি ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞানের আকরগ্রন্থসমূহ সবই আরবি ভাষায় রচিত। তা ছাড়া ঈড়হঃবসঢ়ড়ৎধৎু ঋরয়য ওংংঁবং বা আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর বেশির ভাগ ফিকাহ্ অ্যাকাডেমি ও ইসলামি আইন গবেষণাকেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত; তারা তাদের গবেষণাপত্র আরবিতেই প্রকাশ করে থাকে।

আবার একজন মুসলিম হিসেবে আরবি ভাষা শেখার আরেকটা ফায়দা আছে। যেমন : যদি ঠিকঠাকভাবে আরবি ভাষাটা রপ্ত করা হয়, তাহলে বিভিন্ন সূরা, ফজিলতপূর্ণ দুআ-দরুদ ও গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো অনায়াসে খুবই অল্প সময়ে অর্থসহ মুখস্থ হয়ে যায়। ফলে ইবাদতে; বিশেষ করে সালাতে অনুভূত হয় অন্যরকম এক তৃপ্তি।

এসব ব্যক্তিগত ফায়দার বাইরেও আরবি ভাষা মুসলিম বিশ্বকে 'এক উম্মাহ', 'এক ভাষা' –এই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। তাই মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যাপক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রচার-প্রসার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সকল কার্যক্রমে আরবি ভাষার ব্যবহার হয়ে উঠতে পারে জাতিগতভাবে আমাদের স্বকীয় সৌন্দর্য তুলে ধরার অনন্য এক মাধ্যম।

এরপর আল্লাহ বলেন–

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ--

'আমরা এ কুরআনকে ওহিযোগে আপনার কাছে পাঠিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি বর্ণনা করছি।' (সূরা ইউসুফ : ৩)

অর্থাৎ, এ কুরআনের ভেতর ওহির মাধ্যমে আমি আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর কাহিনি শোনাব। আর এ কাহিনি দুনিয়ার তাবৎ গল্প-কাহিনি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। ইউসুফ (আ.)-এর এ গল্পকে সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বলার কারণ হলো– এতে রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ, হিকমত বা প্রজ্ঞা, স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও দুআ, যা অন্য কোনো কাহিনিতে এমনভাবে নেই।

وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ--

'যদিও আপনি ইতঃপূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।' (সূরা ইউসুফ : ৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যারা এ ঘটনা জানত না, আপনিও ছিলেন তাদের দলভুক্ত। কারণ, ইউসুফ (আ.)-এর কানআন থেকে মিশরে মাইগ্রেশন, রাজপ্রাসাদে বসবাস, কারাবরণ এবং সবশেষে রাজত্বের মসনদে আরোহণ—এর কোনোটাই রাসূল (সা.) আগে থেকে জানতেন না। ইয়াকুব (আ.)-এর জীবনে কী ঘটেছিল? জানতেন না তাও।

'ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে আপনার ধারণা ছিল না' বলে মূলত প্রিয় নবিজির নবুয়তের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটাই রাসূল (সা.)-এর বড়ো একটি মুজিজা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে অক্ষরজ্ঞান না শিখিয়েও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জ্ঞানভান্ডার ও সম্মান দান করেছেন।

যাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার ও ব্যক্তিত্বের কোনো তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি সবিস্তারে শোনাচ্ছেন, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শিক্ষা ও ওহি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

তিনি এ ব্যাপারে কোনো বইও পড়েননি। শিখেননি কারও কাছে কিছু। ওহির মাধ্যমে কেবল আল্লাহই তাঁকে এ বিষয়টি জানিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ বললেন—'হে নবি! আগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনার এই ঘটনা জানা ছিল না। ওহির মাধ্যমে আমি আপনাকে শোনাব।’

এই তিনটি আয়াত ছিল ইউসুফ (আ.)-এর মূল কাহিনির ভূমিকাবিশেষ। এবার আমরা মূল কাহিনিতে প্রবেশ করব।

সর্বোত্তম কাহিনি

সূরা ইউসুফ মূলত একটি শিক্ষণীয় কাহিনি। একটি গল্প বা কাহিনি কতটা ক্ষমতাবান হতে পারে, তার যথার্থ প্রতিফলন সূরা ইউসুফ। তাই ভূমিকাতেই আল্লাহ তায়ালা একে আহসানুল কাসাস বা সর্বোত্তম গল্প বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ, দুনিয়ায় যত গল্প, কাহিনি, উপন্যাস ও উপাখ্যান আছে এবং ভবিষ্যতে তৈরি হবে, তন্মধ্যে সূরা ইউসুফ সর্বোত্তম ও সুন্দরতম স্টোরি। এরচেয়ে নান্দনিক ও অনবদ্য গল্প আর হতেই পারে না। ঘটনার ক্লাইমেক্সের পাশাপাশি এর বর্ণনাশৈলীও অত্যন্ত চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

‘আমি অনেক রাসূলের ঘটনা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের ঘটনা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি।’ (সূরা নিসা : ১৬৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিভিন্ন নবিদের কাহিনি আমাদের নবিকে শোনানোর পেছনে কিছু হিকমত রয়েছে। প্রথমত, প্রতিটি গল্পেরই রয়েছে নিজস্ব প্রভাবক শক্তি, যা মানুষকে সহজেই আকর্ষিত করে, মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটে এবং মানুষকে ইন্সপায়ার করে। তা ছাড়া মানুষ গল্প শুনতেও পছন্দ করে বেশ। তাই দেখবেন–বিভিন্ন ম্যাগাজিন, টিভি চ্যানেলগুলো ধারবাহিকভাবে আলোকিত ও সফল মানুষদের গল্প প্রচার করে থাকে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের গল্পসমূহে আমাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি-কওম ও নবিদের গল্প উম্মতে মুহাম্মাদির সামনে তুলে ধরেছেন এবং তা মানুষদের শোনাতে বলেছেন–

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

'সুতরাং তুমি কাহিনি শোনাও, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।' (সূরা আ'রাফ : ১৭৬)

সূরা ইউসুফের উদ্দেশ্য নিছক গল্প শোনানো নয়; বরং তা থেকে যেন মানুষ লাইফ লেসন নিয়ে নিজের জীবন সাজাতে পারে, খুলতে পারে হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার, ওহির জ্যোতিতে ঘোচাতে পারে কলবের অমানিশা, সেটাই সূরা ইউসুফের উদ্দেশ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকাল

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবের কথা এভাবে শুরু করছেন–

> إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ---
>
> 'হে নবি! স্মরণ করুন, ইউসুফ যখন তাঁর বাবাকে বলেছিল–হে আব্বাজান! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি ১১টি তারকা, আর সূর্য ও চন্দ্র; আমাকে তারা সিজদা করছে।' (সূরা ইউসুফ : ৪)

এটা যেনতেন কোনো সাধারণ স্বপ্ন নয়। এটা খুব অভাবনীয় স্বপ্ন। ইয়াকুব (আ.) তা সহজেই বুঝতে পারলেন। তিনি অনুমান করে নিলেন–হয়তো আল্লাহ তায়ালা আমার বংশে ইউসুফের মাধ্যমে নবুয়তের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক

পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তা এই আয়াতের মূল শিক্ষা।

এই আয়াত স্পষ্টত আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছে, একজন বাবা হবেন সন্তানের নিকট সবচেয়ে আস্থার জায়গা। সন্তান কোনো বিপদে পড়লে সবার আগে তা বাবার সাথে শেয়ার করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর থেকে পরামর্শ নেবে। কিন্তু আমাদের সমাজের চিত্র যেন ঠিক এর বিপরীত। আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা কোনো সংকটে পড়লে তা প্রথমে শেয়ার করে বন্ধুদের সাথে। কিন্তু বন্ধুদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে সে যাত্রা করে আরও গভীর সংকটের দিকে। অথচ আমরা যদি সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতাম, তাহলে সন্তানেরা ঠিকই সংকট মুহূর্তে বাবা-মাকে মনে করত সবচেয়ে আস্থার জায়গা। তারা নির্দ্বিধায় তাদের সমস্ত সংকট ও প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে খুলে বলত। ফলে খুব সহজেই পেত সঠিক সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা।

সূরা ইউসুফে এ বিষয়টিরই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। চাঁদ, সুরুজ ও ১১টি তারকা তাকে সিজদা করছে—এ স্বপ্ন দেখে ইউসুফ (আ.) ঘাবড়ে যান। এরপর নিঃসংকোচে সবচেয়ে আস্থার জায়গা বাবার কাছে খুলে বলেন। তিনি বন্ধু, বড়ো ভাই, খালা কিংবা অন্য কারও কাছে এই ঘটনা বলেননি, বলেছেন কেবলই তার বাবার কাছে। এ থেকে বোঝা যায়—ইয়াকুব (আ.) ছেলের কাছে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যাতে ছেলের সাথে তাঁর গড়ে উঠেছে গভীর সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। ছেলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে—এ দুনিয়ায় বাবা হচ্ছেন আমার সবচেয়ে আস্থা ও ভরসার জায়গা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংকটে পতিত সন্তানকে কখনো শাসানো উচিত নয়; বরং সংকট কেটে যাওয়ার পর তাকে পরিমিত শাসন করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, বাবা-মায়ের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যেন ফাটল না ধরে, চির না ধরে তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসে।

ছোটোবেলা থেকেই ইউসুফের আচরণ, কথাবার্তা, চলন-বলন অন্য সাধারণ ছেলেদের মতো ছিল না। তা থেকেও তিনি কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। এবার ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে ইয়াকুব (আ.)-এর ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো। তাই তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন–

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ--

'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যে স্বপ্নটা দেখেছ, তার কথা তোমার ভাইদের বলো না। বললে ভাইয়েরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। আর নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা ইউসুফ : ৫)

এ থেকে বোঝা যায়–জীবনে যদি ভালো কিছু ঘটতে যায়, তাহলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা সবাইকে বলতে নেই। তবে যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাদের বলা যেতে পারে। কারণ, আপনার সফলতা সবার ভালো নাও লাগতে পারে। যারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হিতাকাঙ্ক্ষী, তারা শুনে আনন্দিত হয়ে আপনার জন্য দুআ করলেও যারা হিংসুক, তারা কিন্তু ঠিকই জ্বলে-পুড়ে মরবে। আর তারা চেষ্টা করবে আপনার অনিষ্ট সাধনের। যেন আপনি সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছেও তা অর্জন করতে না পারেন।

মানুষের মনে হিংসা ও অন্যের অনিষ্ট করার অস্থিরতা তৈরি করে শয়তান। আপনার যা আছে, তা নিয়ে আপনি সুখেই ছিলেন; কিন্তু আপনার সুখ ইবলিসের সহ্য হয় না। সে শান্তি বিনষ্ট করার জন্য হিংসার আগুন জ্বেলে দেবে আপনার অন্তরে।

এ কারণেই ইয়াকুব (আ.) ইউসুফকে বললেন–'খবরদার! তুমি এ স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছ, ঠিক আছে। কিন্তু এ স্বপ্নের কথা ভুলেও তোমার ভাইদের কাছে বলো না। বললে ওরা শত্রুতা করবে।'

স্বপ্নের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন–

> 'আলিম ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া কারও কাছে স্বপ্নের কথা বলতে যেয়ো না। কেননা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা করা হয়, তা-ই হয়ে থাকে।' (জামে আত-তিরমিজি : ২২৮০)

স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। রাসূল (সা.)-এর ভাষ্যমতে, স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করা হয়, সেটাই বাস্তবায়িত হয়। তাই স্বপ্ন অন্যের সাথে শেয়ার করার ক্ষেত্রে বা ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত, যিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও তাকওয়ায় পূর্ণ ব্যক্তি। এর বিপরীতে অজ্ঞ, পাপী, হিংসুক, পরশ্রীকাতর ও অপরের অনিষ্টকারী কোনো ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের কথা বললে বা ব্যাখ্যা চাইলে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

স্বপ্ন ও বাস্তবতা

স্বপ্ন স্রেফ মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো বিষয় নয়। এটা একজন বিশ্বাসীর জীবনে অনেক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে স্বপ্ন হতে পারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো বার্তা; এমনকি সত্য স্বপ্নকে বিশ্বাসীদের জন্য নবুয়তির অংশ হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই সতর্কতাস্বরূপ মুমিনদের জন্য এ ব্যাপারে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, স্বপ্ন দেখলেই সেটা যে কারোর সাথে শেয়ার না করা। ইউসুফ (আ.) যখন স্বপ্নে দেখেন ১১টি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদ তাঁকে সিজদা করছে, তিনি তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে সেটা শেয়ার করেন। ইয়াকুব (আ.) এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাঁর সৎ-ভাইদের সাথে এই স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা করতে নিষেধ করেন, যাতে ইউসুফ (আ.) ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার না হন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুরূপভাবে ধরুন, আপনি খুব ভালো বা সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এখন এটা আপনি যতজনের সাথে শেয়ার করবেন, তাদের সবাই হয়তো আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। ফলে আপনার সুন্দর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই হয়তো তাদের হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা বদনজরের রোষানলে নিজের স্বাভাবিক জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। আর এটা শুধু স্বপ্নের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নিজের যেকোনো অর্জন বা সাফল্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আপনার সাফল্য হয়তো অনেকের সহ্য নাও হতে পারে। আর পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম এটাই যে, নিয়ামতপ্রাপ্তরা হিংসার শিকার হয়। এজন্যই নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া স্বপ্ন বা ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপারে এমন কাউকে না বলাই শ্রেয়; যাদের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। রাসূল (সা.)-এর ভাষ্যমতে, স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করা হয়, সেটাই বাস্তবায়িত হয়। তাই ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও তাকওয়ায় পূর্ণ। এর বিপরীতে অজ্ঞ, পাপী, হিংসুক, পরশ্রীকাতর এবং অপরের অনিষ্টকারী কোনো ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের কথা বললে বা ব্যাখ্যা চাইলে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

‘স্বপ্নকে যেন কোনো বন্ধু বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিবৃত করা না হয়।’ (সুনানে ইবন মাজাহ : ৩৯১৪)

‘স্বপ্নের যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। যখন তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখবে, তখন আলেম অথবা কল্যাণকামী ব্যতীত কারও কাছে তা বর্ণনা করবে না।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান, ৬০৫০)

‘যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের তাবির করা না হয়, ততক্ষণ তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, তারপর যখনই তাবির করা হয়, তখনই তা পতিত হয় বা ঘটে যায়।’ (আবু দাউদ : ৫০২০)

তাই কারোর সাথে স্বপ্ন শেয়ার করার আগে হাদিসে উল্লিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি এবং আমাদের সাথে কেউ স্বপ্ন শেয়ার করলে যতটা সম্ভব পজিটিভলি ব্যাখ্যা করা উচিত। কিংবা সেটাও করতে না পারলে কিছুই না বলে চুপ থাকাটাও স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কল্যাণকর।

এরপর আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اٰلِ يَعْقُوبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلَى

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ---

'(স্বপ্নে যেমন দেখেছ) এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন। তোমাকে শেখাবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আর তাঁর নিয়ামতের বারিধারা তোমার ও ইয়াকুব পরিবারের ওপর বর্ষণ করবেন, যেভাবে তোমার পূর্বপুরুষ ইসহাক ও ইবরাহিমের ওপর তিনি নিয়ামতের বারিধারা পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব মহাজ্ঞানী, বড়োই প্রজ্ঞাবান।' (সূরা ইউসুফ : ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে তিনটি নিয়ামত দানের সুসংবাদ দেন।

ক. আল্লাহ তাঁকে নবি হিসেবে মনোনীত করবেন।

খ. তাঁকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন।

গ. তাঁর প্রতি স্বীয় নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করবেন।

ইউসুফ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি নিজে নবি ছিলেন। তাঁর বাবা ইয়াকুব, দাদা ইসহাক ও পরদাদা ইবরাহিমও ছিলেন নবি। আলাইহিমুস সালাম।

ইবরাহিম (আ.) হচ্ছেন সব আসমানি ধর্মের মূল শিকড়। ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম–বর্তমান পৃথিবীতে এ তিনটি ধর্মের আধিপত্যই সর্বাধিক। আদিতে এ তিনটি ধর্মই ইবরাহিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(আ.) থেকে উৎসারিত। এ কারণে এ তিনটি ধর্মবিশ্বাসকে বলা হয় Abrahamic Religion অথবা Abrahamic Faith অর্থাৎ, ইবরাহিমি ধর্মবিশ্বাস।

ইবরাহিম (আ.)-এর দুজন সন্তান। একজন হচ্ছেন ইসমাইল, অন্যজন ইসহাক। ইসমাইল (আ.)-এর জেনারেশনে আল্লাহ কোনো নবি পাঠাননি। সব নবি এসেছেন ইসহাক (আ.)-এর বংশে। তাদের সংখ্যা হাজার হাজার।

যত নবিই পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে ওহি পাঠিয়েছেন—জেনে রেখো, সর্বশেষে একজন নবি আসবেন, তিনি হবেন সবার চেয়ে সেরা।

ইসহাক (আ.)-এর বংশের লোকজন ভেবেছিলেন—যেহেতু হাজার হাজার নবি এসেছেন ইসহাক (আ.)-এর বংশে, তাহলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবিও হয়তো আসবেন তাঁর বংশ থেকেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে সর্বশেষ নবিকে পাঠান ইসমাইল (আ.)-এর বংশে।

ইসহাক (আ.)-এর পুত্র ইয়াকুব (আ.)-এর এক নাম ছিল ইসরাইল। তাই তার বংশধরদের বলা হয় বনি ইসরাইল। শেষ নবি ছাড়া সব নবি এই বনি ইসরাইল থেকেই এসেছেন। আর ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের বলা হয় বনি ইসমাইল। আখেরি নবি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর উম্মতগণ বনি ইসমাইল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيَاتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ--

'ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন।' (সূরা ইউসুফ : ৭)

ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে এ ঘটনায় সত্যিই অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। তবে যাদের মন জিজ্ঞাসু নয়, তারা হয়তো এতে কোনো কিছুই খুঁজে পায় না, পাবে না। এ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কী? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. এতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা।

দুই. আশ্চর্যজনক কথাসমূহ।

তিন. রাসূল (সা.)-এর নবুয়তের প্রমাণ। কারণ, তিনি এ ঘটনা জানতেন না। যদি তাঁর কাছে ওহি না আসে তো তিনি তা কীভাবে জানালেন?

চার. এর অর্থ হচ্ছে, যারা প্রশ্ন করে জানতে চায় এবং যারা জানতে চায় না, তাদের সবার জন্যই রয়েছে নিদর্শন।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এ কাহিনির মধ্যে অনেক প্রকার শিক্ষা রয়েছে। যেমন, এতে উল্লিখিত ভাইদের হিংসা, তাদের হিংসার পরিণতি, ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন, কুপ্রবৃত্তি থেকে দাসত্ব অবস্থা, বন্দিত্ব অবস্থা ইত্যাদিতে ইউসুফ (আ.)-এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধৈর্যধারণ, বাদশাহিপ্রাপ্তি, ইয়াকুব (আ.)-এর পেরেশানি–সবই এখানে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ---

'যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) বলেছিল–ইউসুফ এবং তার ভাই (বিন ইয়ামিন)-কে মনে হচ্ছে বাবা আমাদের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। অথচ আমরা একটি সংহত দল (তাই আমাদেরই বাবার বেশি ভালোবাসা উচিত)। আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।' (সূরা ইউসুফ : ৮)

শয়তান এভাবে হিংসার দাবানল তাদের অন্তরে জ্বালিয়ে দিলো। তারা সেটা সহ্য করতে না পেরে একপর্যায়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। সবাই মিলে পরিকল্পনা আঁটল–এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউসুফকে দুনিয়া কিংবা বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

ভালোবাসার বণ্টন

ভালোবাসা সমভাবে বণ্টন করা যায় না। সূরা ইউসুফের দিকে তাকালে আমরা দেখি–ইয়াকুব (আ.) আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইউসুফ (আ.)-কে সবচেয়ে বেশি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভালোবাসতেন। আল কুরআনেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফের ভাইয়েরা বলত–

‘ঘটনা কী? ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে মনে হচ্ছে বাবা আমাদের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। অথচ আমরা একটি সংহত দল (তাই আমাদেরই বাবার বেশি ভালোবাসা উচিত)। আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন (বলে ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবেসে যাচ্ছেন)।’ (সূরা ইউসুফ : ০৮)

ভালোবাসা মানুষের অধিকারে নেই। এর মালিকানা হৃদয়ের মালিক আল্লাহ হাতে ন্যস্ত। হৃদয়ে আল্লাহ যার জন্য যতটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি করেন, তার জন্য ততটুকু মায়াই কাজ করে। তাই মায়া ও ভালোবাসা কমবেশি হওয়া ভেরি ন্যাচারাল। এটা নবিদের মধ্যেও হতো। এটা দোষের কিছু নয়।

সুতরাং বাবা হিসেবে পাঁচ সন্তানের মধ্যে কোনো একজনের প্রতি আপনার বেশি ভালোবাসা থাকতেই পারে। হতেই পারে আপনি তাদের একজনকে বেশি পছন্দ করেন। আপনার এই অতিরিক্ত মায়া ও ভালোবাসা একান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। এজন্য আল্লাহ আপনাকে ধরবেন না। তবে এই বেশি ভালোবাসার ব্যাপারটি অন্য সন্তানদের কাছে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একজনের প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকার ব্যাপারটি আমাদের নবির মধ্যেও ছিল। একবার নবি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো–

'আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, আয়িশা। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো–ছেলেদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, আবু বকর। জিজ্ঞেস করা হলো–তারপর কে? তিনি বললেন, উমর।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০১)

রাসূল (সা.) স্ত্রীদের মধ্যে আয়িশা (রা.)-কে বেশি ভালোবাসতেন। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে :

'নবিজি যেকোনো জিনিস স্ত্রীদের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করতেন। বিশেষ করে রাত্রি যাপনের ব্যাপারটি। কিন্তু ভালোবাসার আতিশায্য তো হৃদয়ের টান। এটাতে কারও হাত নেই। এজন্য তিনি বণ্টনের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এই বলে দুআও করতেন–হে আল্লাহ! আমি যে বিষয়ের মালিক ছিলাম, তাতে আমি ইনসাফ করেছি। অতএব সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করো না, যার মালিক তুমি, আমি নই।' (জামে আত-তিরমিজি : ১১৪০)

অতএব, ভালোবাসা কখনো সমভাবে বণ্টন করা যায় না। কারও প্রতি কারও বিশেষ টান, বেশি আকর্ষণ প্রাকৃতিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাপার। নবিদের মধ্যেও এমন ছিল। কিন্তু যে অধিকারে ইনসাফ করা সম্ভব, তাতে অবশ্যই ইনসাফ করতে হবে। যেমন : সম্পদ বণ্টন, লেখাপড়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ-

'তারা বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো কিংবা কোনো দূরবর্তী স্থানে ফেলে আসো। তাহলে পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে। তারপর তোমরা (তওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে।' (সূরা ইউসুফ : ৯)

এ আয়াতে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের সলাপরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। তারা ভাবছিল, বাবার ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইউসুফই হচ্ছে পথের কাঁটা। সে যতদিন বেঁচে থাকবে, আমরা বাবার আদর-ভালোবাসা পাব না। কিন্তু তাকে যদি মেরে ফেলি কিংবা দূরবর্তী কোনো স্থানে রেখে আসি, তাহলে সে না থাকায় বাবা আমাদেরই ভালোবাসবেন। এরপর আমরা তওবা করে ভালো মানুষ হয়ে যাব। আর কোনো খারাপ কাজ করব না। ফলে আল্লাহও আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

এটি হচ্ছে শয়তানের একটি ফাঁদ। মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার একটা বড়ো কূটকৌশল। সে বোঝাবে, আজ খারাপ কাজ করো। কাল তওবা করে ভালো হয়ে যাবে। আজ সুযোগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পেয়েছ, অমুক প্রজেক্টের ৫০ কোটি টাকা মেরে দাও। সুযোগ কিন্তু জীবনে বারবার আসে না। পরে না হয় মক্কায় গিয়ে হজ-উমরা ও তওবা করে ভালো হয়ে যাবে। আজ একটুখানি হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যাও। কিছুটা যৌন চাহিদা মিটিয়ে নাও। কেউ তো জানবে না। কাকপক্ষীও টের পাবে না। পরে না হয় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

আমরাও ভাবি, এই তো সুযোগ! কেউ দেখছে না। দিই একটু গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে। একটুখানি ঢুঁ মারি সেই রঙিন জগতে। শয়তান শুধু ফুসলাতে থাকে। এ সুযোগ যদি মিস করি, তাহলে সারাজীবনেও ৫০ কোটি টাকা কামাতে পারব না। এরচেয়ে বরং এ সুযোগ গ্রহণ করি। পরে নাহয় কিছু মাদরাসা-এতিমখানা করে এবং হজে গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভালো হয়ে যাব।

এ প্রক্রিয়াতেই ইউসুফ (আ.)-এর সৎ-ভাইদের শয়তান প্রতারিত করল। তারা ভাবল, ইউসুফকে মেরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। এরপর তওবা করে ভালো হয়ে যাব। আর কোনো খারাপ কাজ করব না।

নিয়ামতপ্রাপ্তরা হিংসার শিকার

নিয়ামতপ্রাপ্তরা হিংসার শিকার হয়। এটা একটি চিরায়িত নিয়ম। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফের প্রতি ভাইদের মনে যে হিংসা আমরা দেখেছি—তা এরই অন্তর্গত। তাই ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রে ভাইদের হিংসার কবলে পড়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

আল্লাহ যদি আপনাকে বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন; আপনার জীবন হয়ে উঠে সফল ও সার্থক, তাহলে এতে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতাকাঙ্ক্ষী নিশ্চিত অনেক খুশি হবে। তবে কিছু মানুষের হৃদয়ে তা দহনেরও কারণ হবে। এ দহন তার মনে জেলাসি তৈরি করে দেবে। ফলে সে আপনার সফলতাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য সব ধরনের চেষ্টাই চালাবে।

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা ঠিক এই কাজটিই করেছিল। তাঁর বাবা ইয়াকুব (আ.)-ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ বিষয়টি। আর তাই সতর্ক করে ইউসুফ (আ.)-কে তিনি বলেছিলেন—

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যে স্বপ্নটা দেখেছ তার কথা তোমার ভাইদের বলো না। বললে ভাইয়েরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। আর নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা ইউসুফ : ০৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বালক ইউসুফ স্বপ্নের কথা ভাইদের কাছে বলে দিলে তাদের পিতা ইয়াকুব (আ.) যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তা-ই ঘটেছিল। অতএব, আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন ও সাফল্যের কথা সবার সাথে শেয়ার করা যাবে না। কারণ, তা শুভাকাঙ্ক্ষীদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তা কারও কারও হৃদয়ে হিংসার আগুনও জ্বেলে দেয়। এতে সাময়িকের জন্য হলেও পুড়ে যেতে পারেন আপনি। তাইতো নবি (সা.) বলেছেন–

'আলিম ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া কারও কাছে স্বপ্নের কথা বলতে যেয়ো না। কেননা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা করা হয়, তা-ই হয়ে থাকে।' (জামে আত-তিরমিজি : ২২৮০)

আপনি যদি যাকে-তাকে স্বপ্নের কথা শোনান, তাহলে এমনও হতে পারে–সে না জেনেই একটা বাজে ব্যাখ্যা করল, এরপর সেটাই বাস্তবায়ন হয়ে গেল। এ কারণেই হাদিসে আলিম ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া অন্যদের স্বপ্নের কথা জানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আপনি দেখতে সুন্দর, প্রচণ্ড মেধাবী, পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী, মুত্তাকি–যেমনটা অন্যরা হতে পারেনি। হতে পারে, এজন্যই কূটচরিত্রের লোকেরা আপনাকে হিংসা করবে। যে কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে সে হিংসার শিকার হবেই। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তাই কেউ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে তার উচিত—অন্যের হিংসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর নিজের স্বপ্ন ও সাফল্যের কথা যাকে-তাকে না বলা অন্যের হিংসা থেকে বেঁচে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ-

'তাদের একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না। তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তাহলে তাঁকে কোনো কূপে ফেলে দাও। ফলে কোনো যাত্রীদল তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।' (সূরা ইউসুফ : ১০)

ইউসুফ (আ.)-এর সৎ-ভাইদের মধ্যে সবার বড়ো ছিল ইয়াহুদা। সে অন্যদের বলল, ইউসুফ আমাদের সৎ-ভাই হলেও তাঁকে হত্যা করা ঠিক হবে না। তবে আমরা চাইলে তাঁকে এমন কূপে ফেলে দিতে পারি, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং যার পাশ দিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন কাফেলা যাতায়াত করে। ফলে একসময় কোনো পথিক পানির সন্ধানে কূপে আসবে। তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরদেশের কোথাও বিক্রি করে দেবে। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাঁকে নিয়ে তোমাদের কোনো দূরদেশে যেতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হবে না। ফলে আমাদের চাওযাও পূরণ হবে। আবার ইউসুফকেও খুন করতে হলো না। এমনটা করতে পারলে তখন বাবাও আমাদের পছন্দ করবেন।

বড়ো ভাইয়ের পরামর্শ অন্য মেনে নিল সবাই। এবার তারা নিজেদের বাবা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে এসে বলল–

يَٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ--

'হে আমাদের আব্বা! কী ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না কেন? আমরা তো অবশ্যই তাঁর কল্যাণকামী।' (সূরা ইউসুফ : ১১)

দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা

অনেককে দেখবেন, মিষ্টি কথার ফুলঝুরি নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হবে। তারা এমনভাবে আপনাকে মিষ্টি কথায় ভোলানোর চেষ্টা করে, যেন তারা আপনার অনেক বড়ো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। এজন্য সবসময় মিষ্টি কথা বিশ্বাস করতে নেই। কারণ, কথায় আছে– 'দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা।' অর্থাৎ, মন্দ লোকেরাই মিষ্টি কথা বেশি বলে। মিষ্টি কথার ফাঁদে ফেলে তারা আপনার অনেক বড়ো অনিষ্ট ডেকে আনতে পারে। তাই উচিত হলো, যেকোনো কথা বিশ্বাসের আগে যাচাই করা। ওই ব্যক্তিটি ভালো নাকি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মন্দ—সে সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে পুরোমাত্রায়। অন্যথায় বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের আদি পিতা আদম (আ.)-এর কাছে এসে শয়তান মিষ্টি করেই বলেছিল—

-قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى

'হে আদম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা, যা কোনো দিন ক্ষয় হবে না?' (সূরা ত্ব-হা : ১২০)

অর্থাৎ হে আদম, আল্লাহ তোমাকে ওই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন কেন জানো? কারণ, ওই ফল খেলে তো তুমি জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। আল্লাহ চান না, তুমি চিরকাল জান্নাতে থাকো। তোমাকে শীঘ্রই জান্নাত থেকে বের করে দেওয়ার বন্দোবস্ত তিনি শুরু করেছেন।

এমন মিষ্টি কথার বুলি আওড়ে সে আদমকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে; এমনকি আদমকে বিশ্বাস করানোর জন্য সে আল্লাহর নামে কসম করতেও দ্বিধা করে না।

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

' সে শপথ করে তাদের বলল, আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।' (সূরা আ'রাফ : ২১)

এসব কুরআনিক ঘটনা থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মিষ্টি কথা সব সময় সত্যি হয় না, মিথ্যা-ই হয় প্রায় বেশি। তাই দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা থেকে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাতেও আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই। তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে মিষ্টি করেই বলেছিল—'বাবা! আমরা ইউসুফকে বড্ড ভালোবাসি। আমরা তাঁর কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। আমরা তো তাঁর ভালো ছাড়া মন্দ কিছু চাই না। তাহলে আপনি অযথা ইউসুফকে আমাদের সাথে খেলতে যেতে দেন না কেন? আগামীকাল তাঁকে আমাদের সাথে পাঠান। সে আমাদের সাথে খেলবে, ঘুরবে, লাফালাফি করবে, দুষ্টুমি করবে, মজা করে আনন্দিত হবে।'

তারা এসব মিষ্টি কথার কৌশলেই বাবার কাছ থেকে ইউসুফকে নিয়ে গিয়েছিল। সেই তারাই প্রতারণা করে ইউসুফ (আ.)-কে কূপে ফেলে দিয়ে মেকি কান্নাকাটি করে বাবার কাছে এসে বলেছিল—'ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতএব, মিষ্টি কথা শুনে আমরা যেন প্রতারণার ফাঁদে পা না দিই—এটি ছিল সূরা ইউসুফের আরেক শিক্ষা।

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ--

‘আপনি আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সে সে সানন্দে (মরূদ্যানে) ঘোরাফেরা করবে আর খেলবে। আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।’ (সূরা ইউসুফ : ১২)

ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেরা মরুভূমিতে মেষ ও ছাগল চরাতেন। তারা বলল, আব্বাজান! ইউসুফ তো ছোটো মানুষ। বাড়িতে একা থাকে। তেমন খেলার সঙ্গীও পায় না। আগামীকাল তাঁকেও আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। সে যাতে আমাদের সাথে খেলাধুলা ও আনন্দ করে দিনটাকে উপভোগ করে আসতে পারে।

এ ছাড়াও সে তো আমাদের ভাই। আমরা তাঁকে পছন্দ করি এবং ভালোও বাসি। তাহলে তাঁর ব্যাপারে কেন আপনি অহেতুক ভয় করছেন? এরপরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা সর্বাত্মকভাবে তাঁর হেফাজত করব। তাঁকে চোখে চোখে রাখব।

ইয়াকুব (আ.) জবাবে বললেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِۦ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ--

'তোমাদের তাঁকে নিয়ে যাওয়াটা আমাকে পেরেশান করে তুলবে। এ ছাড়াও আমার ভয় হয়, তোমরা তাঁর প্রতি অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলবে।' (সূরা ইউসুফ : ১৩)

সে যুগে যারা মেষ চরাত, তাদের জন্য সবচে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল বাঘের হাত থেকে বকরিগুলোকে বাঁচানো। ইয়াকুব (আ.) সে আশঙ্কাই করলেন। প্রত্যুত্তরে ইউসুফের ১০ ভাই একত্রে বলল–

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ--

'আমরা একটা দল থাকতে যদি তাঁকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।' (সূরা ইউসুফ : ১৪)

তারা বলল–বাবা! আমাদের এত অপদার্থ মনে করবেন না। আমরা খুব শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ। আপনি আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠিয়েই দেখুন, সে কেমন আনন্দ করে বাড়ি ফেরে! আপনি দেখবেন, এরপর থেকে সে নিয়মিত আমাদের সাথে ঘুরতে যেতে চাইবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এভাবেই জোরাজুরি করে পরদিন ১০ ভাই মিলে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছ থেকে ইউসুফকে অনেকটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ--

'অতঃপর তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং অন্ধকূপে ফেলার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছাল।' (সূরা ইউসুফ : ১৫)

তারা ইউসুফকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে মারপিট করল; এমনকি একপর্যায়ে তাঁকে ফেলে দিলো অন্ধকার এক কূপে। উল্লেখ্য, সে যুগের কূপগুলো এমনভাবে তৈরি করা হতো, যেন কেউ তাতে পড়ে গেলে অনায়াসে একপাশে বসে থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-কে অভয় দিয়ে বললেন—'হে ইউসুফ! তুমি চিন্তা করো না। ভয় পেয়ো না। ঘাবড়ে যেয়ো না। আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে আছেন।'

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ--

'এমতাবস্থায় আমি তাঁকে (ইউসুফকে) ওহি করলাম—এমন একসময় আসবে, যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কর্মের কথা অবশ্য অবশ্যই ব্যক্ত করবে। অথচ তারা তা মোটেই টের পাবে না।' (সূরা ইউসুফ : ১৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, আজ তোমার ভাইয়েরা তোমার ওপর যে জুলুম-অত্যাচার করল, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে, এ ঘটনাই তুমি তাদের বলবে। সেদিন তোমার চেহারা, বেশভূষা ও স্ট্যাটাস আমি এমন উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যাব, তারা তোমাকে চিনবেই না। সেদিন দৃশ্যপট আমি পুরোপুরি পালটে দেবো। সামান্য অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা সেদিন তোমার দ্বারস্থ হবে।

وَجَآءُوٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ--

'রাতের প্রথম প্রহরে তারা কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের বাবার কাছে ফিরে এলো।' (সূরা ইউসুফ : ১৬)

একে বলে মায়াকান্না, যা মানুষকে দেখানোর জন্য কেবল কাঁদা হয়। এরপর তারা বাবাকে বলল—

يَآبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ--

'হে আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম। আর ইউসুফকে বসিয়ে রেখেছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের কাছে। অতঃপর এক নেকড়ে বাঘ এসে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে।' (সূরা ইউসুফ : ১৭)

১০ ভাই মিলে মায়াকান্নার নাটক সাজিয়েছে। এ নাটক অনুযায়ী তারা বলল, আমাদের ভাই তো শেষ। আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের প্রিয় ভাই ইউসুফকে হারালাম। নেকড়ে আমাদের ভাইকে খেয়ে ফেলেছে। এই বলে তারা বেজায় কান্নাকাটি শুরু করল। আর বলল–

وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ--

'কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।' (সূরা ইউসুফ : ১৭)

আসলে কি তারা সত্যবাদী? এটা ডাহা মিথ্যা কথা। আমাদের সমাজে যারা মিথ্যাবাদী, তারাও মিথ্যা বলার সময় ইউসুফ (আ.)-এর সৎ-ভাইদের মতোই গলার স্বর উঁচু করে কথা বলে। সেইসাথে শুরু করে দেয় মায়াকান্নাও। মিথ্যাকে নানাভাবে সুগারকোটেড করে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ--

'তারা তাঁর জামায় মিছামিছি রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসেছিল।' (সূরা ইউসুফ : ১৮)

কূপে ফেলার আগে তারা ইউসুফের গায়ের জামা খুলে রেখেছিল। পরে একটা ছাগল জবাই করে তার রক্ত ওই জামায় মেখে নিল। উদ্দেশ্য–বাবার সামনে রক্তাক্ত জামাকে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে যাতে নিজেদের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের কথা শুনে ইয়াকুব (আ.) যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি আর কোনোভাবেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। দুঃখ-শোকে অশান্ত ও অস্থির হয়ে উঠলেন। আর বলতে লাগলেন—ইয়া ইউসুফ! ইয়া ইউসুফ! আমার কলিজার টুকরা ইউসুফ! তোমাকে তারা কোথায় রেখে এলো? কোথায় হারিয়ে ফেলল? কী ঘটল আমার কলিজার টুকরো সন্তানের সাথে? ইউসুফের কী হলো?

দুঃখ-শোকে বিহ্বল হলেও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না।

অপরাধী তার চিহ্ন রেখে যায়

অপরাধ যে-ই করুক, সব আলামত কিন্তু তার পক্ষে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় না। কোনো না কোনো আলামত থেকেই যায়। যত পারফেক্টলি মার্ডার, চুরি কিংবা ডাকাতি করুক, তাতে অতি সূক্ষ্ম হলেও এমন কোনো ক্লু থেকে যায়, যা দ্বারা ধরা পড়ে যায় প্রকৃত অপরাধী।

আমরা ইউসুফের ঘটনায় দেখি—ভাইয়েরা বকরি জবাই করে তার রক্ত ইউসুফের জামায় লাগিয়ে বাবার সামনে হাজির করে প্রমাণ হিসেবে। আর বলে—'আব্বা! আমরা খেলাধুলা করার সময় এক নেকড়ে বাঘ এসে আমাদের ভাই ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই প্রমাণ হিসেবে তাঁর রক্তমাখা জামাটি আমরা নিয়ে এসেছি। এবার আপনি নিঃসংকোচে বিশ্বাস করতে পারেন।'

তাঁর জামায় রক্ত মাখানো থাকলেও তা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। তাতে কোনো ছেঁড়া ছিল না। নেকড়ে যদি একজন মানুষকে খায়, তাহলে তার জামা একটুও ছিঁড়বে না—এটা কি সম্ভব?

এটা ছিল তাদের রেখে দেওয়া ক্লু। সিআইডিরা কিন্তু এমন সূক্ষ্ম ক্লু ধরেই অপরাধ শনাক্তের চেষ্টা করে এবং একসময় তাতে সফলও হয়।

মিশরে আসার পর ইউসুফ ও জুলাইখার মাঝে সামান্য ধস্তাধস্তিতেই কিন্তু তাঁর জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সাধারণ ধস্তাধস্তিতেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে একটি মানুষকে বাঘে খেলে কি তার জামায় সামান্য স্পটও থাকবে না? বাঘের সাথে তাঁর সামান্য ধস্তাধস্তিও হবে না? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সুতরাং বোঝা গেল, অপরাধী যত চতুরই হোক, কোনো না কোনো ক্লু অবশ্যই থেকে যায়। সিআইডিরা এসব সূক্ষ্ম ক্লু ধরতে পারলেও সাধারণ মানুষ তা ধরতে পারে না।

ছেলেদের এই অপরাধ ধরা পড়ে গিয়েছিল ইয়াকুব (আ.)-এর চোখে। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। তিনি জানতেন, এখন এ কথা বলা হলেও তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই তিনি সবর করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের। তাই বলা চলে, এটিও এ আয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে–

قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ اَنۡفُسُكُمۡ اَمۡرًا ؕ فَصَبۡرٌ جَمِیۡلٌ--

'তিনি বললেন–না, বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের একটা কাহিনি বানাতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ঠিক আছে, আমি পুরোপুরি ধৈর্যধারণ করব।' (সূরা ইউসুফ : ১৮)

সুবহানআল্লাহ! ভেবে দেখেছেন? এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা কী করতাম? কী হতো আমাদের রিঅ্যাকশন? নিশ্চিত চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতাম। কিন্তু ইয়াকুব (আ.) বললেন–'আমি জানি, তোমরা মিথ্যা বলছ। তবে আমি ধৈর্যধারণ করলাম।' কতটা ধৈর্যশীল এবং ঠান্ডা মাথার অধিকারী হলে এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে এভাবে সামলে নেওয়া যায়।

وَاللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ--

'তোমরা যা বানিয়ে বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল।' (সূরা ইউসুফ : ১৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো সাহায্যকারী নেই। নেই কোনো আশ্রয়ও। তাই আমি তাঁরই ওপর ভরসা করলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা জামায় রক্ত লাগালেও জামাটাকে ছিঁড়তে ভুলে যায়। ইউসুফকে যদি বাঘে খেয়ে ফেলত, তবে অবশ্যই তাঁর জামাও ছিঁড়ে যেত। কিন্তু তাঁর জামাটি ছিল অক্ষত অবস্থায়। এটি দেখে এবং নিজ নবুয়তের জ্ঞান দ্বারা অনুমান করে ইয়াকুব (আ.) বললেন—বরং তোমরা নিজের মন থেকে সাজিয়ে এ কথা বলছ। সুতরাং যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়াকুব (আ.) ঘটনার আসল রহস্য জানতেন না। ফলে ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ--

'সেখানে একটি কাফেলা এলো।' (সূরা ইউসুফ : ১৯)

ইউসুফ (আ.) কূপে পড়ে রইলেন। তাঁর পাশ দিয়ে একটা কাফেলা যাচ্ছিল। তারা ছিল তৃষ্ণার্ত, পিপাসায় কাতর। তাই কূপ দেখে তারা যাত্রাবিরতি করল এবং পানি সংগ্রাহককে পাঠাল পানি আনতে।

فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ--

'তারা পানির সংগ্রাহককে পাঠাল। সে তার বালতি কূপে নামিয়ে দিলো।' (সূরা ইউসুফ : ১৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জিবরাইল (আ.) ইউসুফকে অভয় দেওয়ার জন্য তাঁর সাথেই ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন–'ইউসুফ! এই তো সুযোগ। এবার বালতিতে চেপে বসো।'

ইউসুফ (আ.) বালতিতে উঠে বসলেন। সে পানিসহ বালতি ওপরে ওঠাল। তখন সে দেখল বালতিতে বসে আছে এক ফুটফুটে নুরানি চেহারার বালক। এটা দেখে সে আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলল–

يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ--

'কী খুশির খবর! এ যে দেখছি একটি বালক!' (সূরা ইউসুফ : ১৯)

কাফেলার লোকেরা ছোট্ট বালককে দেখে অবাক হলো। তারা ভেবে পাচ্ছিল না, কূপে এই শিশু কোত্থেকে এলো? কাফেলার সর্দার বলল, এক কাজ করি, বালকটিকেও আমাদের সাথে নিয়ে চলো। মিশরে তাঁকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিলে আমরা বেশ ভালোই লাভবান হতে পারব। অতএব, সর্দারের নির্দেশে ইউসুফকে লুকিয়ে ফেলা হলো।

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ--

'অতঃপর তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা করছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' (সূরা ইউসুফ : ১৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পৃথিবীর কেউ না দেখুক; তারা কী করল, তা কিন্তু আল্লাহ ঠিকই জানেন ও দেখেন। তারা অন্যান্য পণ্যের সাথে ইউসুফকে লুকিয়ে মিশরে নিয়ে গেল। বিক্রির জন্য তারা ইউসুফকে মিশরের দাস বাজারে নিলামে ওঠাল।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ--

'অল্প কিছু দিরহামের বিনিময়ে তারা তাঁকে বিক্রি করে দিলো।' (সূরা ইউসুফ : ২০)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—'মাত্র ২০ দিরহামের বিনিময়ে তারা ইউসুফকে বিক্রি করেছিল।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায়ও এসেছে, ২০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছিল।

وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ--

'তারা ছিল তাঁকে তুচ্ছজ্ঞানকারী।' (সূরা ইউসুফ : ২০)

ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে তারা বেশি উৎসাহী ছিল না। তারা ভেবেছিল, না জানি কার সন্তান কিংবা দাস আমরা লুকিয়ে এনেছি। এখন সন্তানের বাবা বা দাসের মালিকের হাতে ধরা পড়ে গেলে তো আমাদের সামান্য লাভও হবে না। তাই নগদে যা পাওয়া যায়, তাতেই বেচে দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে বাজার থেকে ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করলেন মিশরের গভর্নর। কোনো কোনো বর্ণনায় তাকে মিশরের খাদ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী বলা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় তাকে বলা হয়েছে আজিজে মিশর। সে ইউসুফ (আ.)-কে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেল এবং বেগমকে উদ্দেশ্য করে বলল–

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا--

'মিশরের যে লোক তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, তার থাকার সুব্যবস্থা করো। সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা আমরা তাঁকে পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' (সূরা ইউসুফ : ২১)

এভাবেই ইউসুফ (আ.) কানআন থেকে মিশরে মাইগ্রেট করলেন। আর রাজপ্রাসাদের রাজকীয় আপ্যায়ন ও পরিবেশে বড়ো হতে লাগলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.)-এর যৌবন

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আর ইউসুফ (আ.) সেখানে জুলাইখা ও আজিজে মিশরের তত্ত্বাবধানে বড়ো হতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۙ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ--

'এভাবেই আমি তাঁকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাঁকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান শেখানোর জন্য।' (সূরা ইউসুফ : ২১)

ইউসুফ (আ.) ভাগ্যক্রমে একজন নিষ্ঠুর মনিবের হাতেও পড়তে পারতেন, যেখানে দিনরাত তাঁকে খেটে মরতে হতো। পেতেন না ভালো খাবার-দাবার কিংবা পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ। দুঃখ-কষ্টে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তিনি এমন এক পরিবারে তাঁর পয়গম্বরকে থাকার সুযোগ করে দিলেন, যারা ছিলেন নিঃসন্তান। পিতৃস্নেহ কিংবা মাতৃ স্নেহ কোনোটাই তিনি মিস করেননি সেখানে। রাজকীয় এক পরিবেশে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিলেন—যেন তিনি এ সময়টুকুতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। আহকাম ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিষয়ক সব জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ লাভ করতে পারেন, তা ছাড়া ইউসুফ (আ.)-এর মনিব মিশরের অর্থমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি Money Management-এর সকল কলাকৌশল দেখেশুনে বড়ো হয়েছেন। এটি পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে তাঁর জন্য বেশ সহায়ক হয়েছে। এভাবে এক ভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আমরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নানা পথ ও মত খুঁজি। অবলম্বন করি বিভিন্ন পদ্ধতির। দ্বারস্থ হই নানাজনের কাছে। আল্লাহ বলেন—'তোমরা আমার দ্বারস্থ হও। তোমরা যদি ইউসুফের মতো ঈমান, নেক আমল ও ধৈর্য অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদেরও আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করব।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে মিশরে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি তাঁকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করেছিলেন। তিনি যেকোনো স্বপ্ন শুনে তার মূল মর্মে পৌঁছে যেতে পারতেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ--

'আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ : ২১)

সফলতার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বারস্থ হয়, তিনিই তার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন। এ বিষয়টি অনেকেই জানে না বা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا--

'ইউসুফ যখন তাঁর পূর্ণ বয়সে পৌঁছাল, আমি তাঁকে হুকুম ও ইলম দান করলাম।' (সূরা ইউসুফ : ২২)

হুকুম হচ্ছে বিচার-ফয়সালা করার যোগ্যতা। আর ইলম হচ্ছে জ্ঞান। মুফাসসিরিনে কেরামের মতে, কুরআনে হুকুম ও ইলম একসাথে এলে তার অর্থ হয় নবুয়ত। অতএব, 'আমি তাঁকে হুকুম ও ইলম দান করলাম' এর অর্থ হলো, নবুয়ত দান করলাম। আরবিতে ১৮ থেকে ৪০ বছরের এই বয়সসীমাকে বয়সের পূর্ণতা বোঝায়। অর্থাৎ, এ রকম একটি বয়সে তাঁকে আমি নবুয়ত দান করেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَكَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ--

'আর এভাবেই আমি মুহসিনদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (সূরা ইউসুফ : ২২)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বিশ্বনবি (সা.)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—হে নবি! আপনি এখন অনেক কষ্টে আছেন, তবে এ নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। ইউসুফকে আমি যেমন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে রাজকীয় জীবন দান করেছিলাম, তাঁকে ছাড়াও প্রত্যেক সদাচারী মুহসিনকে দিয়েছিলাম উত্তম প্রতিদান, নিশ্চিত সাফল্য ও বিজয়; তদ্রূপ আপনার বিজয়ও সুনিশ্চিত। আপনাকেও আমি কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নাজাত দেবো এবং আপনাকেও জাজিরাতুল আরবের জমিনে প্রতিষ্ঠিত করব, যেভাবে আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। জাজিরাতুল আরবে এমন কোনো ভূখণ্ড থাকবে না, যেটা আপনার করতলগত হবে না।

আবেগ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ

যুগ-জামানাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক পাপকে নরমালাইজ করে ফেলি। এমনই একটি পাপ হলো ডীঃৎধসধৎরঃধষ অভভধরৎ বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। সময়ের পরিক্রমায় যুগের অজুহাতে আমরা এগুলোকে খুবই হালকা ভেবে নিয়েছি। বর্তমান এই আধুনিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জামানার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত এত পাপের হাতছানি যে, ছেলেমেয়ের পরস্পর কাছে আসা, লিভ টুগেদার, যৌবনের তাড়নায় এক-আধটু অশ্লীল কাজকর্মে জড়ানো যেন নিছক মামুলি কোনো ব্যাপার। কিন্তু না, এগুলো নিছক মামুলি বিষয় নয়। এগুলোর থেকে নিজেকে হেফাজত করার তাৎপর্য ও জরুরত এতটাই বেশি যে, স্বয়ং রাসূল (সা.) এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি হয়েছেন। পাশাপাশ কিয়ামতের উত্তপ্ত মাঠে আরশের সুশীতল ছায়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাই এসব বিষয়ে যুগকে দোষারোপ করে নিজের আবেগ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। আর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো—আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম নরনারীর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই এই ধরনের অপরাগতা প্রকাশের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

আয়াতের প্রথমাংশে 'যে মহিলার ঘরে তিনি ছিলেন' এ কথার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) যে জুলাইখার ঘরে তারই অধীনে আশ্রিত ছিলেন, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—জুলাইখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ইউসুফ (আ.)-এর জন্য কতটা দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। পরক্ষণেই ওই মহিলা দরজাবন্ধ কক্ষে কতটা নিরাপদ সঙ্গোপনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আহ্বান করেছিল, সেটাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন, যদি না আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকে, যিনি সর্বাবস্থায় সবকিছু দেখছেন। তাইতো ইউসুফ (আ.) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন–'আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি আমার রব, তিনি আমার থাকার কত উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী জালিম কখনো সফল হয় না।'

আল্লাহভীতি হৃদয়ের কতটা গভীরে প্রোথিত থাকলে এমন কঠিন মুহূর্তেও নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করার হিম্মত পাওয়া যায়! এজন্যই ওই সমস্ত বান্দাকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যারা সুন্দরী-ধনী মহিলার কুপ্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁকে ভয় করার বলে ঘোষণা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

'সাত শ্রেণির লোকের আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে ছায়া দেবেন। তন্মধ্যে ওই ব্যক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে কোনো ধনাঢ্য-পদস্থ-সুন্দরী মহিলা খারাপ কর্মকাণ্ডের আহ্বান জানালে সে আল্লাহকে ভয় করে ঘোষণা দিয়ে তা হতে দূরে থাকে।' (সহিহ বুখারি : ৬৬০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.)-এর মনিব আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলাইখা নিজ ছেলের মতো ইউসুফ (আ.)-কে লালন-পালন করলেন। ইউসুফ (আ.) পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করলে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় জুলাইখা নিজেই ইউসুফের প্রেমে মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজের কামপ্রবৃত্তিকে সংবরণ করতে পারলেন না। এমনকি নির্লজ্জের মতো সরাসরি ইউসুফকে প্রেমের প্রস্তাবই দিয়ে বসলেন। আল্লাহ বলেন—

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ--

'যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সেই মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ মিলনের জন্য তাঁকে প্রলুব্ধ করল। আর বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজাগুলো।' (সূরা ইউসুফ : ২৩)

একরাতে ইউসুফ (আ.)-কে একটি বিশেষ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেটি ছিল জুলাইখার একান্ত ব্যক্তিগত কক্ষ। তাতে প্রবেশের জন্য সাতটি দরজা পার হতে হয়। সে কক্ষের দাস-দাসী ও চাকর-বাকররা সবাই ছিল জুলাইখার হুকুমের আজ্ঞাবাহী। ইউসুফ (আ.) কক্ষে প্রবেশ করলে জুলাইখার নির্দেশে প্রবেশপথের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল—ইউসুফ (আ.) যেন সেখান থেকে বের হতে না পারেন। একপর্যায়ে জুলাইখা তাঁকে ফুসলিয়ে উত্তেজিত করে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো এবং বলল—

هَيْتَ لَكَ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘এসো (আমরা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি)।’ (সূরা ইউসুফ : ২৩)

অর্থাৎ, আমি নিজেকে উজাড় করে তোমার কাছে নিবেদন করছি। তুমি এসো, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত। ইউসুফ (আ.) প্রত্যুত্তরে বললেন–

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ-

‘আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার রব আমার থাকার জন্য কতই-না উত্তম ব্যবস্থা করেছেন।’ (সূরা ইউসুফ : ২৩)

অর্থাৎ, আপনি এসব কী বলছেন? আমি এমন কুকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আর আপনার স্বামী আজিজে মিশর তো আমার রব (মালিক)। তিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। আমাকে থাকার জন্য উত্তম জায়গা দিয়েছেন। এ ছাড়াও আমার প্রতি তার অনুগ্রহ অগণিত। আর আপনি বলছেন, আমি তার ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করব? তা কখনো হওয়ার নয়। এখানে ‘রাব্বি’ দ্বারা আল্লাহর অর্থও নেওয়া যায়। তবে আজিজে মিশর অর্থ নেওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, তখনকার সমাজব্যবস্থায় মনিবকে রব বলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূলত ইউসুফ (আ.) তখন দাস হিসেবেই আজিজে মিশরের ঘরে অবস্থান করছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ--

'নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী জালিম কখনো সফল হয় না।' (সূরা ইউসুফ : ২৩)

কিন্তু জুলাইখা ছিল নাছোড়বান্দি। এত্ত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী সে নয়।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ--

'সেই মহিলা তাঁর প্রতি মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ল। আর ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে দেখত তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন।' (সূরা ইউসুফ : ২৪)

তাফসিরে এসেছে–জুলাইখা যখন জোরাজুরি করছিল, ঠিক সে সময় আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব (আ.)-এর চেহারা ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরলেন। ইউসুফ (আ.) নিজের বাবা ইয়াকুব (আ.)-কে দেখে আরও সচেতন ও সাবধান হয়ে গেলেন।

তিনি ভাবলেন–আমার বাবা আমাকে নিজ চরিত্র হেফাজতের উপদেশ দিয়েছেন। সর্বদা শিক্ষা দিয়েছেন সততা ও নৈতিকতার। আল্লাহকে ভয়ের শিক্ষা আমি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। এ জাতীয় পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই ইউসুফ (আ.) তাকে উপেক্ষা করে নিজ চরিত্রের হেফাজত করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَالۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِیۡنَ--

‘তাঁকে মন্দ, খারাপ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবেই নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কারণ, সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন।’ (সূরা ইউসুফ : ২৪)

রুচিশীল উপস্থাপনা

কোনো কিছুর বাহ্যিক অবয়ব দেখে কখনো সেটার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য নিরূপণ করা ঠিক না। এই ব্যাপারটা বোঝাতে ইংরেজিতে ‘ঘবাবৎ লঁফমব ধ নড়ড়শ নু রঃং পড়াবৎ.’ প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মলাট দেখে বইয়ের গুণাগুণ বিচার করতে যেয়ো না। কথাটার ভাবার্থের পাশাপাশি আক্ষরিক অর্থটাও কিন্তু পুরোপুরি ঠিক। কারণ, প্রচ্ছদ কোনো বইয়ের সঠিক মান নির্ধারক হতে পারে না। তাই শুধু প্রচ্ছদ দেখে কোনো বই সম্পর্কে আগাম অনুমান করা ঠিক না।

তবে একটা গ্রন্থ কতটা জ্ঞানগর্ভ, মার্জিত, রুচিশীল ও সর্বজনীনতার দাবি রাখে; তা কিন্তু ওই বইয়ের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ভাষাশৈলী দেখেই অনুমান করা যেতে পারে। আর এই মানদণ্ডে আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে মানবজীবনের এ-টু-জেড সকল কিছুর দিকনির্দেশনা রয়েছে। তা সত্ত্বেও এর উচ্চমার্গীয় অলৌকিক ভাষাশৈলী দেখিয়ে দিয়েছে—জাতি, বর্ণ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সমাজ, বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য এটা কতটা মার্জিত, কতটা সর্বজনীন।

গোটা কুরআনজুড়ে প্রতিটি আয়াতের পরতে পরতে ভাষাশৈলীর যে অসাধারণ নৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে, তার প্রকাশ কেবল স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। কোনো সৃষ্টির পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাঘা বাঘা আরবি ভাষা পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের পক্ষেও কুরআনের সাহিত্যভঙ্গিমা নকল করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করছেন—

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ--

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাজিল করেছি, তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর মতো কোনো সূরা এনে দাও। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে মহান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো।' (সূরা বাকারা : ২৩)

মার্জিতভাব ও সর্বজনীনতার মানদণ্ডে ইউসুফ (আ.) ও জুলাইখার ঘটনাটিই একটু খেয়াল করে দেখা যেতে পারে। একটা ব্যভিচারলিপ্সু মহিলার ন্যক্কারজনক কামনা-বাসনার নিন্দনীয় ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, অথচ সেখানে বিন্দুমাত্র ভালগারিজম নেই! নেই কোনো যৌন উদ্দীপক শব্দের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যবহার। সুবহানআল্লাহ! এটাই কালামুল্লাহ মাজিদের অলৌকিকত্ব।

ইউসুফ (আ.) ও জুলাইখার মধ্যকার রুদ্ধদ্বার ঘটনাটি কুরআন এতটা মার্জিত শব্দচয়নে, উবপবহঃ গধহহবৎ-এ বর্ণনা করেছে–যা পাঠ করে রীতিমতো অবাক হতে হয়। এটাই কুরআনুল কারিমের বিশেষত্ব। প্রচলিত কাহিনি বা উপন্যাস থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রেম-ভালোবাসার উপন্যাসগুলো মাত্রাতিরিক্ত যৌনালাপ, নারীদেহের কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা, শারীরিক মেলামেশার রগরগে বিবরণ ইত্যাদিতে ভরপুর থাকে।

একটি নিভৃতকক্ষে জোর করে কোনো নারী একজন যুবককে কাছে পেতে চাইছে–পবিত্র কুরআন এতটা মার্জিত এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় সেই ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দিয়েছে, ভাষাভিজ্ঞ যেকোনো মানুষ তাতে বিমোহিত হবে। বর্ণনায় নেই কোনো যৌন উদ্দীপনার ছিটেফোঁটা, নেই অতিরঞ্জন বা বাহুল্য। আছে নান্দনিক প্রকাশভঙ্গি, আছে পবিত্রতা। এ রকম স্পর্শকাতর কোনো বিষয় যে এতটা মার্জিতরূপে প্রকাশ করা যায়, কুরআনই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এখানেই কুরআনুল কারিমের স্বাতন্ত্র্য।

একবার খেয়াল করুন, ইউসুফ (আ.) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। তিনি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক। আর সুন্দরী, রূপবতী ও সম্ভ্রান্ত নারী জুলাইখা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে নিজের যৌবন উপস্থাপন করছে; জানাচ্ছে অবৈধ প্রেমের প্রস্তাব। এই কঠিন মুহূর্তে ইউসুফ (আ.) কেবল আল্লাহর ভয়ে তার এই কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইউসুফ (আ.) কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। এ সময় জিবরাইল (আ.) এসে বললেন–'আপনি দরজার দিকে দৌড়ান।' ইউসুফ (আ.) বললেন– 'দরজাগুলো তো সবই তালাবদ্ধ।' জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আপনি দৌড়ান।' ইউসুফ (আ.) জুলাইখার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটতে লাগলেন। জুলাইখাও পেছন থেকে ইউসুফ (আ.)-কে ধরার জন্য দৌড়াতে শুরু করল।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ--

'উভয়ই দরজার দিকে দৌড়াতে লাগল।' (সূরা ইউসুফ : ২৫)

একজন দৌড়াচ্ছেন ঈমান বাঁচানোর জন্য, অন্যজন অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য। ইউসুফ (আ.) দৌড়াতে শুরু করলে অলৌকিকভাবে একটার পর একটা দরজা খুলে যেতে লাগল। শেষ দরজা পার হওয়ার সময়ই পেছন থেকে ইউসুফ (আ.)-এর জামা ধরে ফেলল জুলাইখা। এতে ইউসুফ (আ.)-এর জামার পেছনের অংশ ছিঁড়ে গেল।

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আর মহিলাটি পেছন থেকে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল। এ সময় মহিলার স্বামীকে তারা দুজনে দরজার কাছে পেল।' (সূরা ইউসুফ : ২৫)

কী বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি! ইউসুফ (আ.) হাঁপাচ্ছেন আর জুলাইখার কাপড়চোপড়ের অবস্থাও নাজুক। ইউসুফ (আ.) কী বলবেন আজিজে মিশরকে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু জুলাইখা ক্ষণিকের মধ্যে ঠিকই নাটক সাজিয়ে ফেলল। এ পরিস্থিতির জন্য সে সম্পূর্ণভাবে ইউসুফ (আ.)-কে দায়ী করে বলল–

مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ--

'তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে, তার কী শাস্তি হতে পারে? জেলে পাঠানো কিংবা ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া তাঁকে উপযুক্ত দণ্ড কী আর দেওয়া যেতে পারে?' (সূরা ইউসুফ : ২৫)

নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক! কত বড়ো মিথ্যাচার! জুলাইখা মনগড়া কাহিনি সাজিয়ে বলল–ইউসুফ শ্লীলতাহানির জন্য গভীর রাতে আমার ঘরে হানা দিয়েছে। আপনি বলুন, যাকে আমরা মানুষ করলাম, লালন-পালন করলাম নিজের ছেলের মতো করে, সে-ই নাকি আমার শ্লীলতাহানি করতে চায়? ছি ছি! তাকে শায়েস্তা করার জন্য হয় আপনি তাকে কারারুদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করবেন, নয়তো এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন—যা দেখে অন্যদেরও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

ইউসুফ (আ.) তো বিস্ময়ে হতবাক! এমন অভিযোগে তিনি যেন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। কী বলছে এই মহিলা! যেখানে সে নিজেই কুপ্রস্তাব দিলো, এমনকি অন্তরঙ্গ মেলামেশার জন্য জোরাজুরিও করল, সে-ই নাকি এখন সাধু সেজে সব দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে আমার ওপর! এমন পরিস্থিতিতে তিনি যেন লা-জওয়াব হয়ে গেলেন।

পাপের জায়গা থেকে দূরে থাকা

দরজাগুলোতে বড়ো বড়ো তালা ঝুলছে জেনেও ইউসুফ (আ.) শেষ চেষ্টা হিসেবে ঈমান বাঁচাতে প্রাণপণে দরজার দিকে ছুটেছিলেন। তিনি জানতেন দরজাগুলো লক করা। তারপরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুল করে তিনি সামনের দিকে ছুটেছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালাও তাঁর বান্দার প্রতি সদয় হয়ে দরজার তালা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক এভাবেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আসার আগপর্যন্ত আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে।

সাহায্য আসে পরে, আগে চেষ্টা করতে হয়। আমরা অনেক সময় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়। আমরা ভুলে যাই—আমাদের রোলটুকু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আগে প্লে করতে হবে, তারপর সাহায্য আসবে। We have to do our best & Allah will do the rest.

এ আয়াত থেকে আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখতে পারি, তা হলো—ইউসুফ (আ.) যেমনি ওই জায়গা থেকে ছুটে চলে এসেছিলেন, তেমনি এমন পরিস্থিতির শিকার হলে বর্তমানেও প্রত্যেক যুবককে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ছুটতে হবে ঈমান বাঁচানোর তাগিদে। এটাই ঈমান বাঁচানোর ঢাল বা রক্ষাকবচ। ইউসুফ (আ.) যদি সেই 'বুরহান' তথা আসমানি জ্যোতির বিশেষ নিদর্শন না দেখতেন, তাহলে তিনিও জুলাইখার প্রস্তাবে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতেন। মানবীয় অন্তরে এই অনিচ্ছাকৃত সামান্য ঝোঁক সৃষ্টি হতেই পারে। আর আসমানি সেই জ্যোতির ব্লুপ্রিন্ট প্রতিটি বিশ্বাসীর অন্তরে আছে। সেটাকে ওই মুহূর্তে জাগ্রত করতে হবে এবং দৌড়ে পালাতে হবে।

এটা বর্তমান সময়ের যুবক-যুবতিদের জন্যও বেশ কার্যকর। যুবক-যুবতিরা আজকাল অনলাইনে বিভিন্ন সাইট ব্রাউজ করে অথবা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাবহার করে থাকে। হঠাৎ যদি অশ্লীল কন্টেন্ট চোখের সামনে পড়ে যায় কিংবা অশ্লীল কোনো ওয়েবসাইটের লিংক সামনে আসে, মন চায় ক্লিক করতে। কিন্তু না, ভুলেও তা করা যাবে না। ক্লিক করলেই সর্বনাশ। সুতরাং দ্রুতই সরে আসতে হবে সেখান থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবার গাইরে মাহরাম কোনো নারী যখন ইনবক্সে খারাপ ম্যাসেজ পাঠায়, তখন ওই অ্যাপস সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে এবং ওই জায়গা ত্যাগ করতে হবে, তাআউজ তথা 'আউজু বিল্লাহি মিনাস শাইতনির রাজিম' পড়তে পড়তে ওই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। ইউসুফ (আ.) যেমনি দৌড় দিয়েছেন, তেমনি দৌড়ে সরে যেতে হবে ওই স্থান থেকে। শয়তান যে জায়গায় কুমন্ত্রণা দেয়, রাসূল (সা.) ওই জায়গা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে বলেছেন। নিভৃতকক্ষে শয়তানের প্ররোচনা রুখতে এবং নৈতিক পদস্খলন থেকে বাঁচার এটাই কুরআনিক ফর্মুলা।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَّفْسِىْ--

> 'সে (ইউসুফ) বলল—আমি নির্দোষ; বরং জুলাইখাই আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে প্ররোচিত করেছে।' (সূরা ইউসুফ : ২৬)

আজিজে মিশর বললেন—'ইউসুফ! তোমার কথার স্বপক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে?'

ইউসুফ বললেন—'না, আমার কোনো সাক্ষী নেই।'

এবার তিনি জুলাইখাকে বললেন—'তোমার কোনো সাক্ষী আছে?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুলাইখা বলল–'আছে।'

তিনি বললেন–'কে?'

জুলাইখা বলল–'আমার এক সহচর, যে সব সময় আমার সঙ্গেই থাকে।'

সহচরকে জিজ্ঞেস করা হলে সেও জুলাইখাকেই সমর্থন করল। অর্থাৎ, জুলাইখা নির্দোষ; ইউসুফ হচ্ছেন দোষী। যেহেতু ইউসুফ দোষী, তাঁকে তো শাস্তি পেতেই হবে। শাস্তিকে বরণ করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে তাঁর? ঠিক এহেন মুহূর্তে জুলাইখার এক আত্মীয় এসে নিরপেক্ষ সাক্ষী দিলো।

এক বর্ণনামতে, এ সাক্ষী ছিল প্রাপ্তবয়স্ক। বিচারকার্যেও সে ছিল অভিজ্ঞ ও পটু। অন্য বর্ণনামতে, সে ছিল একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু, যে নিজ মায়ের সাথে জুলাইখার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে বাক্‌শক্তি দান করেন। আর সে সাক্ষী দিয়ে ইউসুফ (আ.)-কে নির্দোষ প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ--

'মহিলাটির পরিবারের এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, যদি তাঁর (ইউসুফের) জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে (জুলাইখা) সত্য বলেছে আর সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা ইউসুফ : ২৬)

এ সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। তাই সে সরাসরি বলেনি অমুক দোষী আর অমুক নির্দোষ; বরং সে সাক্ষী দিয়েছে কৌশলে, যাতে দোষী সহজেই ধরা পড়ে। সে বলেছে, ইউসুফের জামা পরীক্ষা করুন। যদি তাঁর জামার সামনের অংশ ছেঁড়া থাকে, তাহলে সে নিশ্চিত দোষী, আর জুলাইখ নিরপরাধী।

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ--

'আর যদি তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে সে (জুলাইখা) মিথ্যা বলেছে আর সে (ইউসুফ) সত্যবাদী।' (সূরা ইউসুফ : ২৭)

সুবহানআল্লাহ! অপরাধীকে খুঁজে বের করার কী কত চমৎকার পদ্ধতি! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, জুলাইখার জামাকাপড়ে কোথাও ছেঁড়া ছিল না। ইউসুফ (আ.) যদি জুলাইখার শ্লীলতাহানির জন্য তার ঘরে প্রবেশ করতেন, তাহলে জোরাজুরি ও ধস্তাধস্তির কারণে জুলাইখার জামাকাপড় ছিঁড়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার গায়ে ও জামায় সামান্য আঁচড়ের চিহ্নটুকুও ছিল না, ছেঁড়া তো দূরের কথা। উলটো ইউসুফ (আ.)-এর জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুলাইখার পরিবারের এ সদস্য সাক্ষ্য দেওয়ার পর আজিজে মিশর ইউসুফ (আ.)-এর জামা পরীক্ষা করল।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ--

'(জুলাইখার স্বামী) ইউসুফের জামাটি পেছন দিক থেকে ছেঁড়া দেখতে পেয়ে বলল, এসব হলো তোমাদের নারীদের ছলনা। তোমাদের কূটকৌশল বড়োই কঠিন!' (সূরা ইউসুফ : ২৮)

এ আয়াতে নারীদের চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে। তবে সব নারীই যে ছলনাময়ী ও চক্রান্তে পারদর্শী, বিষয়টি মোটেই এ রকম নয়। কেননা, তাদের মধ্যে অনেকেই পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ ও সজ্জন রয়েছেন; বরং এ আয়াতে ওইসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছলচাতুরীতে লিপ্ত থাকে।

নারীদের মধ্যে যারা পুরুষদের ফাঁসানোতে ওস্তাদ, তাদের ব্যাপারে এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের সতর্ক করেছেন। আর জানিয়েছেন, এসব নারীর ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে থাকে। এটা বুঝতে পারা এবং এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা মূলত কোমল, নাজুক ও গঠনগতভাবে কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনেকেই তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। পরিণামে তাদের কূটকৌশলের শিকার হয়।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো—ইউসুফ (আ.) ছিলেন নির্দোষ এবং জুলাইখাই ছিল মূল অপরাধী। তাই আজিজে মিশর ইউসুফ (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا--

'ইউসুফ! তুমি এ ঘটনাকে উপেক্ষা করো।' (সূরা ইউসুফ : ২৯)

অর্থাৎ, মানুষের মাঝে এসব বলে বেড়িয়ো না। তাহলে তা হবে সম্মান ও মর্যাদাহানিকর ব্যাপার। কারণ, পুরো ব্যাপারটি মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর জুলাইখাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْۢبِكِ ۚاِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ--

'ওহে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। প্রকৃতপক্ষে তুমিই অপরাধী।' (সূরা ইউসুফ : ২৯)

অর্থাৎ, হে জুলাইখা! তুমিই আসল অপরাধী। তুমি আমার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কী করে এমন কাজ করলে? আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না। যাহোক, তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হও আর ক্ষমা চাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটু ভাবুন তো, একজন নারী কপাটবদ্ধ ঘরে শরীর থেকে জামাকাপড় সরিয়ে নিজেকে একজন পুরুষের কাছে উপস্থাপন করছে—এমন একটা ঘটনাও কুরআন উপস্থাপন করেছে কত সুন্দরভাবে!

আজিজে মিশর এ ঘটনা ইউসুফ (আ.)-কে গোপন রাখতে বলেছিলেন। ইউসুফ (আ.) সেটা গোপনও রেখেছিলেন। কিন্তু এমন ঘটনা কি আর বেশি দিন গোপন থাকে? একপর্যায়ে পুরো শহরময় জানাজানি হয়ে গেল আজিজের স্ত্রী তারই এক দাসের প্রেমে পাগলপারা।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ—

'নগরীর কিছু মহিলা বলল, আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ভালোবাসা তাকে উন্মাদ করে রেখেছে। আমরা নিশ্চিতভাবে তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।' (সূরা ইউসুফ : ৩০)

অনেক নারীর মধ্যে একটি ব্যাপার থাকে। তারা কোনো ঘটনা শোনামাত্রই অন্যের কাছে ফাঁস করে দেয়। এভাবে একজন থেকে দুজন করে দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। জুলাইখার ব্যাপারটিও এ রকম এক কান দুই কান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরময়। তারা একে অন্যকে বলতে থাকে, খবর শুনেছ? আজিজের স্ত্রী জুলাইখা তো তার দাসের প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। আজিজের মতো সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী হয়েও সে এমন জঘন্য কাজে কী করে জড়াতে পারল? প্রেম করার যদি এতই আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে একজন সম্ভ্রান্ত স্বাধীন পুরুষের সাথে করত। সে কিনা ঘরের দাসের প্রতি প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে! তার এ কাজ কতই-না লজ্জার ব্যাপার!

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً--

'জুলাইখা তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে সবাইকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল।' (সূরা ইউসুফ : ৩১)

অর্থাৎ, শহরের নারীদের কানাঘুষার সংবাদ জুলাইখার কানে গেলে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—দাঁড়াও, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কেন ইউসুফের প্রেমে পড়েছি?'

সে নগরের নারীদের কাছে ইনভাইটেশন পাঠাল—'অমুক দিন আমার প্রাসাদে তোমাদের ভোজের দাওয়াত। তোমরা যথাসময়ে চলে এসো।' তারা সবাই এলে জুলাইখা তাদের সোফায় হেলান দিয়ে বসতে দিলো। বসার জন্য হেলানবালিশের ব্যবস্থা রাখা হলো। বর্তমানে বিভিন্ন আরব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেশের বিশ্রামাগারে বা রেস্তোরাঁতে এমন মজলিশ দেখতে পাওয়া যায়। তারা সবাই আরাম করে বসল। আর আপ্যায়ন হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ফল ও ফল কাটার ছুরি।

وَّاٰتَتۡ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ سِكِّيۡنًا وَّقَالَتِ اخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَقَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ--

'তাদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হলো একটি করে ছুরি। অতঃপর ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বেরিয়ে এসো। তারা তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর বলল, এ তো মানুষ নয়; এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা!' (সূরা ইউসুফ : ৩১)

অনেক বর্ণনামতে, তাদের যে ফল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল, তার নাম বুরতুকাল। আমরা যাকে মাল্টা বলি। তাদের বলা হলো, আপনারা ফল খাওয়া শুরু করুন। তারা চাকু দিয়ে ফল কাটতে শুরু করল। জুলাইখার নির্দেশে এ সময় তাদের সামনে বেরিয়ে এলেন ইউসুফ (আ.)।

ইউসুফ (আ.)-এর দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত সুন্দর মানুষ হতে পারে! তারা ইউসুফ (আ.)-এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে চাকু দিয়ে মাল্টার সাথে সাথে নিজেদের আঙুলও কেটে ফেলল। মাল্টার টক রস আঙুলের কাটা অংশে লাগলে তারা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। আর বলতে লাগল, হায় আল্লাহ। এত অপূর্ব চেহারার মানুষ! কোনো মানুষ কখনো এত সুন্দর হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে কোনো সম্মানিত ফেরেশতা।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ
نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ--

'জুলাইখা বলল, দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি, যাঁর ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমিই তো তাঁকে প্রেমাসক্ত করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিজেকে নিষ্পাপ রেখেছে। আমি তাঁকে যা আদেশ করি, তা যদি সে না করে, তাহলে অবশ্যই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে অন্তর্ভুক্ত হবে লাঞ্ছিতদের।' (সূরা ইউসুফ : ৩২)

অর্থাৎ, জুলাইখা বলল—এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ, কেন আমি ইউসুফের প্রেমে আসক্ত? সে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যেরই অধিকারী নয়। বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর ভেতর আরও একটি মহাসৌন্দর্য রয়েছে। আর তা হলো—নৈতিক শুদ্ধাচার ও আত্মিক পবিত্রতা, যা তোমরা কোনোভাবেই দেখতে পাওনি। তাঁকে এক ঝলক দেখাতেই তোমাদের এ অবস্থা হয়ে গেল! আর সে নিয়মিত আমার চোখের সামনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওঠাবসা করে, হেঁটে-চলে বেড়ায়। দিনের পর দিন আমি কীভাবে নিজের সাথে লড়াই করেছি, তা কি তোমরা বুঝতে পারো? তাহলে এখনও কি তোমরা তাঁর ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবে?

আমি তাঁকে আমার প্রেম নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। তবে আমি যা চাই, তাঁকে দিয়ে তা করিয়েই ছাড়ব। অন্যথায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে অপমান, অপদস্থ ও নিন্দিত করতে মোটেই দ্বিধা করব না।

চারিত্রিক ক্ষেত্রে 'নো কম্প্রোমাইজ'

চারিত্রিক ব্যাপারে কখনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। যুগে যুগে যারা এ ব্যাপারে কখনো আপস করেনি, আল্লাহ তাদের ঠিকই সফলতার সুউচ্চ মাকাম দান করেছেন। চরিত্র আল্লাহর দেওয়া অনেক বড়ো এক নিয়ামত, একজন মুমিনের সবচেয়ে দামি সম্পদ।

ছোটোবেলায় পড়েছিলাম, টাকা গেলে কিছুই হয় না। টাকা তো হাতের ময়লা। আজ আছে কাল নেই, আবার আসবে। কিন্তু চরিত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়—যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় আমরা দেখি—চরিত্র হেফাজতের জন্য তিনি কারাবরণ পর্যন্ত করেছেন; কিন্তু চরিত্র নষ্ট হতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেননি। আমাদেরও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। করতে হবে নজরের হেফাজতও। নবি (সা.) বলেছেন–

‘নজর হচ্ছে শয়তানের তিরসমূহ থেকে একটা ভয়ংকর তির।’ (মুজামুল কাবির লিত তাবরানি : ১০৩৬৩)

এই তির মেরে সে যুবকদের সহজেই কাবু করে ফেলে। এজন্য অসংলগ্ন দৃষ্টিপাত–হোক তা মোবাইল-ল্যাপটপের স্কিনে কিংবা রাস্তাঘাটে, তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আমাদের যৌবন আল্লাহর প্রদত্ত আমানত। এটা আজ থাকলেও একদিন থাকবে না। তাই যুবক-যুবতি ভাই-বোনদের প্রতি আমার আবেদন, অসংলগ্ন দৃষ্টিপাত পরিহার করুন। যেকোনো মূল্যে এ থেকে বেঁচে থাকুন। প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন–

‘যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু এবং দুই রানের মাঝের বস্তুর জামানত আমাকে দেবে, আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।’ (সহিহ বুখারি : ৬৪৭৪)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের যারা শুধু দুটা অঙ্গের গ্যারান্টি দেবে, তা দিয়ে কোনো গুনাহের কাজ করবে না, আমি বিশ্বনবি নিজে তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি। এক. দুই চোয়ালের মাঝের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বস্তু তথা জিহ্বা। এ জিহ্বা দিয়ে সে মিথ্যা বলে, গিবত করে গুনাহে লিপ্ত হবে না। দুই. দুই রানের মাঝের বস্তু তথা লজ্জাস্থান। এ লজ্জাস্থান দিয়ে কোনো পাপ কাজে জড়াবে না। কারণ, জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের পাপ মানুষকে চরিত্রহীন করে তোলে।

অতএব, উত্তম চরিত্র আল্লাহর অনেক বড়ো নিয়ামত। কোনো অবস্থাতেই আমাদের উত্তম চরিত্রের সাথে আপস করা যাবে না, যেমন করেননি ইউসুফ (আ.)।

ইউসুফ (আ.) কারও প্রেমে আসক্ত হননি। সেদিনের ভোজে অন্য যেসব নারী উপস্থিত ছিল, সকলেই ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে হয়ে পড়েছিল দিওয়ানা। নারীদের এই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ--

‘হে আমার রব! তারা আমাকে যে দিকে ডাকছে, এরচেয়ে জেলখানা আমার নিকট অধিক প্রিয়। তুমি যদি আমার থেকে তাদের অপকৌশল সরিয়ে না দাও, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অজ্ঞদের দলে শামিল হয়ে যাব।’ (সূরা ইউসুফ : ৩৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন। কারণ, মুমিনের জন্য দুআ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তিনি দুআ করলেন– হে আল্লাহ! মিশরের সব অভিজাত পরিবারের মেয়েরা আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার জন্য তারা পাগল হয়ে গেছে। সবাই আমাকে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। পাপ কাজে প্ররোচিত করছে। এ অবস্থায় আমি যদি তাদের মধ্যে থাকি, তাহলে হয়তো পাপের এ চাকচিক্যময় হাতছানিতে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব। পূরণ করে বসব তাদের মনস্কামনা। আর তাই তাদের থেকে আমি দূরে থাকা উত্তম মনে করছি। সেটা জেলখানা হলেও আমার আপত্তি নেই। তাদের কাছে থাকার বদলে জেলখানায় থাকাও আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ! আমার নৈতিক পদস্খলন যেন না হয়। আপনি আমাকে তাদের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য

আমরা মুমিন। জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। কারণ, প্রকৃত সাফল্য আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত।

আমরা ইউসুফ (আ.)-এর জীবনপরিক্রমার দিকে তাকালে দেখতে পাই– সুন্দরী জুলাইখা ইউসুফ (আ.)-কে অনৈতিক কাজের প্রপোজাল দিয়েছিল। ইউসুফ ছিলেন হ্যান্ডসাম ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুদর্শন একজন যুবক। তিনি ইচ্ছা করলেই যৌন চাহিদা মেটাতে জুলাইখার ডাকে সাড়া দিতে পারতেন। লিপ্ত হতে পারতেন পাপের কাজে। কিন্তু তিনি তা না করে আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছিলেন—

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি আমার রব, তিনি আমার থাকার কতই-না উত্তম ব্যবস্থা করেছেন।' (সূরা ইউসুফ : ২৩)

এই দুআটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে, বিশেষ করে যুবকদের। যাতে নারীঘটিত কোনো অন্যায় প্রপোজাল পেলে তাদের মনে পড়ে যায়—নবি ইউসুফ (আ.) কিন্তু এমন প্রপোজাল পেয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। আর বলেছিলেন—'মাআজাল্লাহ'। আমি আল্লাহর কাছে এহেন জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

শুধু জুলাইখা না, পুরো মিশরের সুন্দরী নারীরা ইউসুফের প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের ফোকাস হারাননি। তাঁর ফোকাস ছিল আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি। একজন মুমিন হিসেবে আমাদেরও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। রবের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যেই রয়েছে একজন প্রকৃত মুমিনের পরম সফলতা। ইউসুফ (আ.) তাঁর জীবনের পরতে পরতে এর অসংখ্য উদাহরণ রেখেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ--

'সুতরাং তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা ইউসুফ : ৩৪)

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-এর দুআ কবুল করে তাঁর জেলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। কারাগারের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।

কষ্টের অন্তরালে প্রাপ্তি

জীবনে মাঝে মাঝে কিছু কঠিন সময় আসে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসা নিয়ামত গ্রহণের জন্য আমাদের উপযুক্ত বানাতে। বাহ্যিকভাবে আমরা সেটাকে কষ্টকর মনে করলেও তা আসলে কষ্ট নয়; বরং প্রাপ্তি।

যদিও দৃশ্যত কারাজীবন খুবই দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণার, কিন্তু কারাজীবনই ইউসুফ (আ.)-কে দীর্ঘমেয়াদি নারীর ছলনা বা ফিতনা থেকে বাঁচিয়েছে, আল্লাহর সাথে আরও গভীর সম্পর্ক তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে, ব্যক্তিগত সময় কাটানোর ফুরসত দিয়েছে, জেলখানার চোর-ডাকাতদের ভালো মানুষে রূপান্তর করার সুযোগ এনে দিয়েছে। পাশাপাশি কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে এসে ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রশিক্ষণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবং নিজেকে গড়ে তোলার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গিয়েছে। মাঝে মাঝে এমন কিছু সময় জীবনে দরকার হয়। সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর, জেলখানার বন্দি জীবনকে দাওয়াতি জীবনে রূপান্তর এবং চূড়ান্ত ঈমানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া–এ রকম নানা কারণেই জেলখানায় কাটানো সময়টাই ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ, টার্নিং পয়েন্ট।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ--

'নিদর্শনাবলি দেখার পর তাদের মনে হলো কিছুদিনের জন্য অবশ্যই তাঁকে কারারুদ্ধ করতে হবে।' (সূরা ইউসুফ : ৩৫)

ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা প্রকাশ হওয়ার পরও আজিজে মিশর শহরের গণ্যমান্য লোকদের সাথে পরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্তটি হলো–নারীরা যেভাবে ইউসুফের জন্য দিওয়ানা হচ্ছে, এ পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে ইউসুফকে কারারুদ্ধ করার বিকল্প নেই। অতএব, সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারাবন্দি করা হলো ইউসুফ (আ.)-কে।

এখান থেকে শুরু হলো ইউসুফ (আ.)-এর কারাজীবনের কাহিনি। ইউসুফ (আ.)-কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। আধুনিক যুগেও ঠিক এমনিভাবে অনেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্মানিত ব্যক্তিকে মিথ্যা নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগে ফাঁসিয়ে অপদস্থ ও নিন্দিত করার প্রচলন রয়েছে। যুগে যুগে নবিদের (আলাইহিমুস সালাম) অনুসৃত পথে যারা হাঁটেন, তাঁদেরও একই ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জেলখানায় ইউসুফ (আ.)

ইউসুফ (আ.) জেলে বন্দি হয়ে জেলখানার চিত্র পালটে দিলেন। তাঁর কথা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও চলন-বলনে জেলের অন্য কয়েদিরা বিমুগ্ধ হলো।

আমরা জানি, জেলখানায় সাধারণত চোর, ডাকাত ও খারাপ লোকেরাই থাকে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক বেগ পেতে হয়। কিন্তু ইউসুফ (আ.) জেলের সব বন্দিকে নাসিহার মাধ্যমে এমনভাবে মোটিভেট করলেন—রাতারাতি জেলখানার পরিবেশই পরিবর্তন হয়ে গেল।

কারাবন্দিদের সাথে তিনি কোমল আচরণ করতেন। সাধ্যমতো তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে বিষণ্ন হতে দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য, শিক্ষা ও মুক্তির আশা দিয়ে তাদের মনোবল চাঙা রাখার চেষ্টা করতেন। আর গভীর রজনিতে মশগুল থাকতেন আল্লাহর ইবাদতে।

অল্প সময়ে তিনি তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্যে সবাইকে প্রভাবিত করে ফেললেন। কারাগারের সবাই তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভক্ততে পরিণত হলো। আসলে আলোকিত মানুষেরা যেখানেই যান, সেখানেই আলো ছড়াতে থাকেন।

আপনি দাওয়াতি কাজ কোথায় করবেন, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। দাওয়াতি কাজের এক রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরেক রাস্তা খুলে দেবেন। সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে উন্মোচন করে দেবেন আরও দ্বিগুণ। এভাবে রাস্তা শুধু উন্মোচিত হতেই থাকবে।

পুরো বিশ্বই আমাদের দাওয়াতি কাজের ময়দান। দেশে-প্রবাসে, অনলাইনে-অফলাইনে সব জায়গায় দাওয়াতি কাজ করার রয়েছে অবারিত সুযোগ। ইউসুফ (আ.) এ সুযোগকেই কাজে লাগলেন। একসময় তিনি হয়ে উঠলেন জেলের সব কয়েদির আস্থাভাজন প্রবাদপুরুষ।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ--

'তার সঙ্গে দুজন যুবকও কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম মদ তৈরি করছি। অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম মাথায় করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রুটি বহন করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আপনি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা দেখছি আপনি একজন সৎকর্মশীল মানুষ।' (সূরা ইউসুফ : ৩৬)

ইউসুফ (আ.)-এর সাথে অন্য দুজন কয়েদিও কারারুদ্ধ হয়েছিল। জেলখানার সব কয়েদির মধ্যে ইউসুফ (আ.)-কে তারা সর্বাধিক সৎকর্মশীল দেখেছিল। তাই তাঁর প্রতি ছিল তাদের এক অন্যরকম আস্থা ও ভালোবাসা।

একরাতে এ দুজনের প্রত্যেকেই একটি করে স্বপ্ন দেখে। একজন দেখল, সে আঙুর থেকে মদ তৈরি করছে। অন্যজন দেখল, সে মাথায় করে রুটির ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে আর পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে তা থেকে রুটি খাচ্ছে। তারা দুজনেই ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এসে নিজেদের স্বপ্নের কথা বলে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

ইউসুফ (আ.) ভাবলেন—বার্তা পৌঁছানোর এই তো এক মোক্ষম সুযোগ। তারা আমার প্রতি আস্থা অনুভব করছে। এখন আমি যদি তাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করি, তাহলে তা তাদের প্রভাবিত করবে।

তিনটি স্বপ্ন

সূরা ইউসুফে তিনটি স্বপ্নের কথা আলোচিত হয়েছে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১. ইউসুফ (আ.)-এর নিজের স্বপ্ন : তিনি দেখেছেন–চাঁদ, সুরুজ ও ১১টি তারকা তাঁকে সিজদা করছে।

২. দুজন কয়েদির স্বপ্ন : ইউসুফ (আ.) জেলখানায় থাকাবস্থায় যাদের একজন দেখেছিল–সে আঙুর থেকে রস নিংড়াচ্ছে। অন্যজন দেখেছিল– সে মাথায় করে রুটির ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে আর তা থেকে পাখি খাচ্ছে।

৩. রাজার স্বপ্ন : মিশরের রাজা স্বপ্ন দেখেছিলেন–সাতটা জীর্ণশীর্ণ গরু সাতটা মোটাতাজা গরুকে খেয়ে ফেলছে। আর সাতটি সবুজ শিষ ও সাতটি শুকনো শিষ।

এই তিনটা স্বপ্ন থেকে জানতে পারি–কোনো স্বপ্ন অর্থবহ হওয়ার জন্য ব্যক্তির মুমিন হওয়া জরুরি নয়। অবিশ্বাসী কাফিরের স্বপ্নও সত্য ও অর্থবহ হতে পারে। খোদ সূরা ইউসুফই এর প্রমাণ।

এরপর তিনি তাদের দুজনকে বললেন–

لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ--

'তোমাদের যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদের তার ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবো। আমার প্রতিপালক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, এটা তারই অংশ। যে সম্প্রদায় আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের নিয়মনীতি পরিত্যাগ করেছি।' (সূরা ইউসুফ : ৩৭)

ইউসুফ (আ.) বললেন—ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পর তোমাদের খাবার দেওয়া হবে। সেই খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবো।

আর যে ব্যাখ্যাটি করব তা গণক, জাদুকর ও জ্যোতিষীদের মতো অনুমাননির্ভর ব্যাখ্যা নয়। কারণ, তাদের ব্যাখ্যা সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমি যে ব্যাখ্যা করব, তা আল্লাহ তায়ালাই আমাকে শিখিয়েছেন। আর তা অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে। আমার করা স্বপ্ন ব্যাখ্যা হবে সুদৃঢ় জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। তবে তার আগে তোমরা আমার কিছু কথা শোনো—'যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দলভুক্ত নই। তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'

তৎকালে মিশরে চলত আমুন দেবতার পূজা। তারা সবাই ছিল পৌত্তলিক। তাই তারা আল্লাহর কথা শুনে জিজ্ঞেস করল—'আপনি যদি আমাদের দেবতার পূজা না করেন, তাহলে আপনি কোন ধর্মের অনুসারী?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.) জবাবে বললেন–

وَاتَّبَعۡتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیۡۤ اِبۡرٰهِیۡمَ وَاِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ--

'আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মের অনুসরণ করি।' (সূরা ইউসুফ : ৩৮)

আমরা পূর্বে জেনেছি, ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে নবি ছিলেন। তাঁর বাবা, দাদা ও পরদাদাও ছিলেন নবি। তিনি এখানে সেই বংশীয় চেইনটা জানিয়ে বললেন। তাঁরা যে একত্ববাদের ধর্ম প্রচার করেছেন, আমি তারই অনুসরণ করি।

مَا كَانَ لَنَاۤ اَنۡ نُّشۡرِكَ بِاللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ عَلَیۡنَا وَعَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا یَشۡكُرُوۡنَ--

'আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের প্রতি ও মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।' (সূরা ইউসুফ : ৩৮)

আল্লাহ আমাদের কেবল তাঁর দাস বানিয়েছেন, অন্যের দাস বানাননি– এটা আমাদের জন্য অনেক বড়ো শুকরিয়ার বিষয়। আমরা যদি আল্লাহর বদলে অন্যের দাসত্ব করতাম, তাহলে তা হতো চরম বোকামি ও মূর্খতাপূর্ণ কাজ। কারণ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা প্রকৃত মাবুদ ও সৃষ্টিকর্তা নয়। আমরা সেই বোকামির পথে পা না বাড়িয়ে সত্যের পথে আছি। এজন্য অবশ্যই আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত, যদিও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে ভুলে যায়।

এরপর ইউসুফ (আ.) বললেন–

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ--

'হে আমার জেলখানার সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ উত্তম?' (সূরা ইউসুফ : ৩৯)

ইউসুফ (আ.) তাদের প্রশ্ন করছেন, যেন তাদের ঘুমন্ত বিবেক জেগে ওঠে। হিদায়াতের জন্য তাদের হৃদয় প্রস্তুত হয়। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রভু ভালো নাকি একজন, যাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং যিনি সকলের ওপর পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান, তিনি উত্তম?

রব যদি অনেক হয়, তাহলে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে। এজন্য কষ্টও স্বীকার করতে হবে অনেক বেশি। কারণ, প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করার নিয়ম হবে ভিন্ন ভিন্ন। একেকজনের আদেশ ও চাহিদাও হবে একেক রকম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উদাহরণস্বরূপ আমি যদি দশজনের অধীনে কর্মচারী হই, তাহলে আমাকে দশজনের কাজ করতে হবে। আর আমার মালিক যদি হয় একজন, তাহলে কেবল একজনের নির্দেশ পালন করলেই হয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি পৌত্তলিকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রভুর সমালোচনা করে বললেন–

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ--

‘তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তা কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়; যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ।’ (সূরা ইউসুফ : ৪০)

তোমরা যে মূর্তির পূজা করো, তার নাম আম্মুন। আর এ নাম তোমাদেরই দেওয়া। এগুলো আসলে রবের নাম নয়। তারা প্রকৃত রবও নয়। তাদের রব হওয়ার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলিলও অবতরণ করেননি।

مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ--

‘এ ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বিধানদাতা নেই। তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না।' (সূরা ইউসুফ : ৪০)

এ কথাগুলোর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) জেলের সকল কয়েদির সামনে তাওহিদ ও শিরকের পরিচয় তুলে ধরেন, যা দুনিয়াতে প্রত্যেক নবির বুনিয়াদি শিক্ষা ও প্রধান দাওয়াত ছিল। এখানে তিনি যৌক্তিকভাবে এ দুটোর তুলনামূলক পার্থক্যও বর্ণনা করেন। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত তাওহিদ সম্পর্কিত সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তব্যগুলোর একটি। তাওহিদের দাওয়াত এবং শিরকের খণ্ডন শেষে তিনি বলেন–

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ--

'এটাই হচ্ছে শাশ্বত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ : ৪০)

একজন পটেনশিয়াল দাঈর ভূমিকা

Da'i is an opportunity seeker. ইসলামের সত্য বার্তাগুলো উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে একজন পটেনশিয়াল দাঈকে কখনো কখনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। তা সত্ত্বেও শত বাধাবিপত্তি, আলোচনা-সমালোচনা, অত্যাচার, অপবাদকে পাশ কাটিয়ে ধাপে ধাপে কীভাবে একজন প্রভাবশালী দ্বীনের দাঈ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যেতে পারে, পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে কোন কোন স্ট্র্যাটেজিতে সামনে এগোনো যেতে পারে, কী ধরনের হিকমত অবলম্বন করে সংকটাপন্ন অবস্থাতেও ধৈর্যধারণ করে দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখা যেতে পারে–এ সকল বিষয়ে ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াতি কার্যক্রম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করে ইউসুফ (আ.) মোটেও দমে যাননি। ধৈর্য ও হিকমতের সাথে, নব উদ্যমে দাওয়াতি মিশন শুরু করেছেন চার দেওয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই। জেলখানা তাঁর জন্য মোটেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে তিনি সেখানে আগন্তুক হয়ে হঠাৎ করেই দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা করেননি। প্রথমে জেলে থাকা কয়েদিদের মাঝে ধীরে ধীরে নিজের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করেছেন, সেবা দিয়েছেন এবং ফলাফল হিসেবে তাদের প্রাণপুরুষ বনেছেন। প্রোঅ্যাক্টিভ দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে ঠান্ডা মাথায় কাজ করার এই পলিসিটি খুবই কার্যকর।

জুলাইখার মিথ্যা অপবাদে ইউসুফ (আ.) নিজে কারারুদ্ধ হয়েও হতাশাগ্রস্ত কয়েদিদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকার পাশাপাশি অসুস্থ বন্দিদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, সহমর্মিতায় সকলকে আপন করে নিয়েছেন। অর্থাৎ মূল দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর আগে চারিত্রিক মাধুর্যতা, নৈতিক ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে তিনি কয়েদিদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। যে কারণে শত শত কয়েদির ভিড়ে দুজন যুবক স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে, যোগ্য ও আস্থাভাজন হিসেবে ইউসুফ (আ.)-কেই বেছে নিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তকেই তিনি দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর মোক্ষম সুযোগ হিসেবে লুফে নিয়েছিলেন।

আসলে দাওয়াতের জন্য চৎড়ঢ়বৎ এঃরসরহম খুবই জরুরি। তিনি যুবকদ্বয়কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদের সামনে নিজের ধর্মবিশ্বাস স্পষ্ট করেছেন। যুবকদের উদ্দেশে ক্ষুরধার প্রশ্ন ছুড়ে পূর্বপুরুষদের মিথ্যা ইলাহ নিয়ে তাদের নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন, নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন ছুড়তে শিখিয়েছেন। কয়েদিদের কাছে প্রকৃত ইলাহের পরিচয় তুলে ধরে এবং তাদের মাঝে প্রচলিত শিরক খণ্ডন করার মাধ্যমে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। অবশেষে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলখানার সকল কয়েদি ঈমান এনে বিশ্বাসীদের কাতারে শামিল হয়েছে।

এখান থেকে শিক্ষা এটাই, একজন দাঈর নিকট পৃথিবীর কোনো স্থানই, কোনো পরিস্থিতিই দাওয়াতি পরিসীমার বাইরে নয়। আর দাঈ হিসেবে দাওয়াতি অভিযাত্রা শুরুর আগে সর্বপ্রথম উত্তম আখলাকের অধিকারী হতে হবে। কুরআনের একজন দাঈ দল-মত-জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার কাছে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছাবেন। দাঈর কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই। যিনি এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেদাভেদ করবেন, তিনি প্রকারান্তরে এই মহান দায়িত্বের মর্যাদাহানিই করবেন।

একজন পটেনশিয়াল দাঈর দাওয়াতি এরিয়া গোটা বিশ্ব। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, মুসলিম-অমুসলিম, আস্তিক-নাস্তিক যে কেউ তার অডিয়েন্স হতে পারে। সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক থাকা উচিত। যত বেশি মানুষকে আমরা কুরআনের কথা শোনাতে পারব এবং ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারব, তত বেশি মানুষ সত্যকে চিনতে পারবে। সঠিক জীবনদর্শন সম্পর্কে জানতে পারবে।

একজন ডাক্তার যেমন সবাইকে চিকিৎসা দেয়, ঠিক তেমনি একজন দাঈও কুরআনের আলো দিয়ে সবাইকে আলোকিত করবেন, পরম মমতায় সবাইকে আগলে রাখবেন। তাই দাঈদের দলীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ রাখা বা তাদের কোনো দলের ট্যাগ লাগানো অনুচিত। এতে দাওয়াতি অঙ্গনে তার সর্বজনীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

একজন দাঈ হবেন ইনক্লুসিভ, অ্যাকোমডেটিভ ও আউটগোইং। তার কাজের ক্ষেত্র হবে সুপ্রশস্ত—যাতে তিনি নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে বাণীবাহকের কাজ করে যেতে পারেন, কল্যাণের বাণী জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারেন, প্রাণবন্ত মনে কথা বলতে পারেন এবং কনস্ট্রাকটিভলি সবার কাছে ইসলামের সুমহান শাশ্বত বাণী স্মুথলি তুলে ধরতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মিম্বারে কিংবা মঞ্চে, অনলাইনে কিংবা অফলাইনে, কী-বোর্ডে কিংবা ক্যামেরার সামনে; সবখানে একজন দাঈর অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

সংকীর্ণ মানসিকতা, দলান্ধতা ও মতান্ধতা দাঈদের কাজের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে এবং তাদের কাজের আউটপুটও অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। অহিংসা, উদারতা এবং সকলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষামূলক মানসিকতা, একজন দাঈকে নিয়ে যেতে পারে অনন্য উচ্চতায়, যা কিনা হতে পারে লাখো মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম এবং গোটা জাতি পুনর্গঠনের উপলক্ষ্য। যেমনটি ইউসুফ (আ.) তাঁর ইমপ্যাক্টফুল দাওয়াত দিয়ে গোটা মিশরবাসীকে তাওহিদের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন।

ইউসুফ (আ.)-এর এ দাওয়াতে কয়েদিদের অনেকেই ঈমানের ঘোষণা দিলো। যে দুজন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিল, ঈমানের ঘোষণা দিলো তারাও। এরপর ইউসুফ (আ.) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলেন। তিনি বললেন–

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ--

‘হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে। আর অন্যজনকে শূলে দেওয়া হবে, পাখি তার মস্তক ঠুকরে খাবে। তোমরা দুজন যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, তার ফয়সালা হয়ে গেছে।' (সূরা ইউসুফ : ৪১)

অর্থাৎ, তোমাদের যে জন আঙুর নিংড়ে মদ বানানোর স্বপ্ন দেখেছে, সে কিছুদিনের মধ্যেই জেল থেকে মুক্তি পাবে। আর রাজা তাকে পূর্বের চাকরিতে পুনর্বহাল রাখবেন।

আর যে স্বপ্নে দেখেছ মাথায় রুটির ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছ আর পাখি তা থেকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, তাকে শূলে চড়ানো হবে। দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড।

ইউসুফ (আ.) যে ব্যাখ্যা দিলেন–বাস্তবেও ঘটল তা-ই। কিছুদিন পর একজনকে শূলে চড়ানো হলো। অন্যজনকে মুক্তি দেওয়া হলো।

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ--

'তাদের দুজনের যে মুক্তি পাবে বলে সে (ইউসুফ) মনে করল, তাকে বলল–তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বোলো।' (সূরা ইউসুফ : ৪২)

অর্থাৎ, যাকে মুক্তি দেওয়া হলো তাকে উদ্দেশ্য করে ইউসুফ (আ.) বললেন– তুমি রাজার কাছে আমার কথা সবিস্তারে খুলে বলবে যে, আমি নির্দোষ হয়েও কারাবন্দি জীবন কাটাচ্ছি। সে রাজার কাছে তাঁর কথা আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেরিয়ে গেল জেলখানা থেকে। আর বলবৎ হলো পূর্বের চাকরিতে।

فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ--

'কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে ইউসুফের কথা বলতে ভুলিয়ে দিলো। ফলে ইউসুফ জেলে থেকে গেল বেশ কয়েক বছর।' (সূরা ইউসুফ : ৪২)

লোকটি বাদশার কাছে ইউসুফ (আ.)-এর কথা বলতে ভুলে যাওয়ায় তাঁর কারামুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল। ফলে আরও বেশ কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হলো। ইউসুফ (আ.) কত বছর কারাগারে ছিলেন, এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবে কোনো কোনো মুফাসসির সাত বছর, কেউ কেউ ১০ বছর, আবার কেউ ১৪ বছরের কথাও বলেছেন।

দাওয়াত ও এর সর্বজনীন ভিত্তি

দাওয়াতের কাজ সব জায়গায় করা যায়। পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা হচ্ছে আমাদের দাওয়াতি অঙ্গন; এমনকি জেলখানাও। যদি একজন দাঈ জেলে যায়, সেখানেও সে দাওয়াতি কাজ করে চলে অবিরাম। আমরা ইউসুফ (আ.)-এর জীবনীতে দেখতে পাই এর বাস্তব নমুনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দুজন অভিযুক্ত যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। তাদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাত এবং অপরজন ছিল বাদশার বাবুর্চি। ইবনে কাসির তাফসিরবিদগণের বরাত দিয়ে লেখেন—'তারা উভয়েই বাদশার খাদ্যে বিষ মেশানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে আসে। তখনও মামলার তদন্ত চলছিল। বাকি ছিল চূড়ান্ত রায়। তারা জেলে এসে ইউসুফ (আ.)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, ইবাদতগুজারি ও স্বপ্ন ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তাঁর নৈকট্যলাভে সচেষ্ট হয়। পরিণত হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে। বন্ধুত্বের এই সুযোগ ইউসুফ (আ.) তাওহিদের দাওয়াতে কাজে লাগান। তাতে ইঙ্গিত মেলে, সম্ভবত কারাগারেই ইউসুফ (আ.)-কে নবুয়ত দান করা হয়।'

তাঁর জেলখানার সঙ্গীদ্বয় এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ আল্লাহ দিয়েছেন—'ইউসুফের সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল—আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অপরজন বলল—আমি দেখলাম, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি। আর তা থেকে পাখি ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। কেননা, আমরা আপনাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ বলল–‘তোমাদের প্রত্যহ যে খাদ্য দান করা হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন। আমি ওইসব লোকের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে।

আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না, আমরা কোনো বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।’

অতঃপর তিনি সাথিদের প্রতি তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে বলেন–‘হে আমার কারাগারের বন্ধুদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?’

‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাকো। যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এভাবে দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি স্বীয় সাথিদ্বয়ের প্রশ্নের জওয়াব দিতে শুরু করলেন–'হে কারাগারের সাথিদ্বয়! তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি (ঘিলু) খেয়ে নেবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিলো, তুমি তোমার বাদশার কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে আমাকে মুক্তি দেয়)। কিন্তু শয়তান তাকে তার বাদশার কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়।
'

আমরা জানি–চোর, বাটপার, বদমাইশ, খুনির মতো অপরাধীদের বসবাস জেলখানায়। তাদের সামলাতে অনেক সময় বেগ পেতে হয় কারা কর্তৃপক্ষের। সেখানে ইউসুফ (আ.) জেলে গিয়ে নিজ চরিত্রের মাধুর্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবার মন জয় করে নেন।

এতে কারা কর্তৃপক্ষ পুরো জেলখানা মনিটরিংয়ের দায়িত্ব ইউসুফের হাতে ছেড়ে দেন। ইউসুফ (আ.) যখন দেখলেন, জেলের সবার তাঁর প্রতি আস্থা তৈরি হয়েছে, তিনি তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাঝে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। তাদের মাঝে বুনে দেন তাওহিদের বীজ।

অতএব, দাওয়াতি কাজ সব জায়গায় করা যায়। এমন নয়—এখানে করা যাবে আর সেখানে করা যাবে না। অনলাইন, অফলাইন, মসজিদ, স্কুল, ন্যাশনালি, ইন্টারন্যাশনালি সবভাবেই করা যাবে। আর যে ব্যক্তি যে ময়দানেই দাওয়াতি কাজ করুক, তা ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সূরা ইউসুফের এটিও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাদশার স্বপ্ন দেখা

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-কে যখন কারামুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি মিশরের বাদশাহকে একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখালেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ--

'রাজা বললেন–আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভি, যাদের খাচ্ছে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভি। আর দেখলাম, সাতটি সবুজ শিষ ও অন্য সাতটি শুকনো।' (সূরা ইউসুফ : ৪৩)

অর্থাৎ, রাজা স্বপ্নে দেখলেন–নীলনদ থেকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভি উঠে এসে সাতটি মোটাতাজা শক্তিশালী গাভিকে গিলে খেয়ে ফেলছে। এ স্বপ্ন দেখে রাজা ভীত হলেন এবং সভাসদদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন–

يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'ওহে সভাসদগণ! তোমরা আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো, যদি তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারো।' (সূরা ইউসুফ : ৪৩)

সভাসদগণ বলতে রাজার সেনাপতি, উজির-নাজির, গণক, জ্যোতিষী সবাইকেই বোঝানো হয়েছে। রাজা তাদের সবার কাছেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারল না। রাজার সভাসদ, সেনাপতি, উজির-নাজির, জ্যোতিষী ও গণকমণ্ডলী সকলেই সে জটিল স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করল। তিনি তাদের আরও সময় দিলেন। কিন্তু সময় পার হয়ে গেলেও তারা যথার্থ ব্যাখ্যা না দিতে পেরে বলল–

اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ--

'এটা তো স্পষ্ট অলীক স্বপ্ন! আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত নই।' (সূরা ইউসুফ : ৪৪)

রাজার এই স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা হতে লাগল পুরো মিশরজুড়ে। একপর্যায়ে এ স্বপ্নের কথা রাজার মদ পরিবেশকের কানেও গেল। জেল থেকে মুক্তির পর সে রাজার মদ পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিল। এত বছর পর রাজার স্বপ্নের কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল জেলখানার ইউসুফ (আ.)-এর কথা। তখন সে ইউসুফ (আ.)-এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গুণাবলি, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং মজলুম হয়ে কারারুদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলল–

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ--

'দুজন কারাবন্দির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর তার স্মরণ হলে সে বলল–আমি এর তাৎপর্য তোমাদের জানিয়ে দেবো। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।' (সূরা ইউসুফ : ৪৫)

অর্থাৎ, রাজার মদ পরিবেশকের মনে পড়ার সাথে সাথে সে রাজাকে জানাল, জেলে ইউসুফ নামে একজন ভদ্রলোক আছেন, তিনি নিশ্চয়ই এ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। জেলে থাকাবস্থায় আমি ও আমার এক সঙ্গী স্বপ্ন দেখেছিলাম। তিনি আমাদের দুজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর দুজনের ব্যাপারেই তাঁর ব্যাখ্যা সত্য হয়েছিল। সুতরাং পুরো মিশরের কেউই যদি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা না পারে, তবুও ইউসুফ পারবেন। অতএব, আমাকে তাঁর কাছে পাঠানো হোক।

রাজা বললেন–'কে এই ইউসুফ? এ নাম তো কখনো শুনিনি। তাঁকে নিয়ে এসো আমার কাছে।' অবশেষে রাজার মদ পরিবেশক জেলখানায় ইউসুফ (আ.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ--

‘হে সত্যবাদী ইউসুফ! সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভি, যাদের খাচ্ছে জীর্ণশীর্ণ সাতটি গাভি। আর সাতটি সবুজ শিষ ও অন্য সাতটি শুকনো (আমাদের এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিন)। যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং তারা তা অবগত হতে পারে।’ (সূরা ইউসুফ : ৪৬)

অর্থাৎ, রাজা স্বপ্ন দেখেছেন, সাতটি মোটাতাজা গাভিকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভি খেয়ে ফেলছে। আর সাতটি সবুজ গমের শিষ ও সাতটি শুকনো শিষ। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?

ইউসুফ (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে বললেন, আমি মিশরে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছি। এ স্বপ্ন তারই পূর্বাভাস। এ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির পথও আমি তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। শোনো–

تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ--

‘আগামী সাত বছর তোমরা একনাগাড়ে চাষাবাদ করবে। অতঃপর ফসল কাটার সময় তোমরা যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সামান্য পরিমাণ খাবে, তা বাদে বাকি অংশ শিষসমেত সংরক্ষণ করবে।' (সূরা ইউসুফ : ৪৭)

শিষসমেত ফসল সংরক্ষণ করলে তা পচবে না এবং তাতে পোকায়ও ধরবে না। এ সাত বছর পর আসবে দুর্ভিক্ষ।

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ--

'এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সময়ের জন্য পূর্বে যা তোমরা সঞ্চয় করেছিলে, তা লোকেরা খাবে। কেবল সেই অল্পটুকু বাদে, যা তোমরা সঞ্চয় করবে।' (সূরা ইউসুফ : ৪৮)

অর্থাৎ, ফসল উৎপাদিত হওয়ার সাত বছরে তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, পরের সাত বছরে তা দিয়ে তোমরা এ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করবে।

জাতির ভবিষ্যৎ : একজন আদর্শ নেতার দূরদর্শিতা

সরকারি রিসোর্সগুলোর সুষম বণ্টন জরুরি। এজন্য যদি যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রতিস্থাপন করা না হয়, তাহলে দেশে একধরনের অস্থিরতা তৈরি হবে—যা আমরা আমাদের বাংলাদেশে দেখছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবুজ-শ্যামল একটা চমৎকার বাংলাদেশ দিয়েছেন। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ, জমি খুব উর্বর। সব মিলিয়ে অনেক সম্ভাবনাময় আমাদের এই সোনার বাংলা। কিন্তু আমাদের সরকার যদি দেশের রিসোর্সগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে তার সুষম বণ্টন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা থেকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আমরা যদি আন্তর্জাতিকভাবে কক্সবাজারকে একটা সুবিশাল পর্যটন এলাকা হিসেবে হাইলাইট করতে পারি, ঢাকা থেকে মানুষ বিমান ও ট্রেনে সরাসরি কক্সবাজার যেতে পারে, তাহলে তা আমাদের জন্য বয়ে আনতে পারে অনেক বড়ো আর্থিক সুফল। অনুরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সিলেটের বিভিন্ন এরিয়াকে যদি আমরা হাইলাইট করতে পারি, আমাদের দেশের সমগ্র পর্যটন স্পট ও প্রোডাক্টগুলো যদি প্রমোট করতে পারি, তাহলে তা হবে আমাদের অনেক বড়ো অর্জন।

বিভিন্ন দেশ তাদের অতি সামান্য প্রোডাক্টকে হাইলাইট করে বিশ্বব্যাপী তার ব্র্যান্ডিং করছে, অথচ আমাদের দেশে দেখি ভিন্ন চিত্র। একসময় আমাদের দেশে পাটশিল্পের ছিল জয়জয়কার অবস্থা, কিন্তু আজ তা ধ্বংসের মুখে; অথচ ইন্ডিয়াতে এখনও জুট কটন দিয়ে পাঞ্জাবি তৈরি হচ্ছে। আর সেসব পাঞ্জাবিতে আমাদের দেশীয় মার্কেট সয়লাব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সাথেও এই রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মিল রয়েছে। দুর্ভিক্ষের সাত বছর মিশরে কিন্তু নতুন কোনো ফল-ফসল উৎপন্ন হয়নি। এ সময় তিনি সেখানে যা করেছেন, তা হলো রিসোর্সের সুষম বণ্টন। তিনি বলেছেন–

تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ--

'আগামী সাত বছর তোমরা একনাগাড়ে চাষ করবে। অতঃপর ফসল কাটার সময় তোমরা যে সামান্য পরিমাণ খাবে, তা বাদে বাকি অংশ শিষসমেত সংরক্ষণ করবে।'

তারপর দুর্ভিক্ষ চলে এলে আমরা জনগণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করব। আর যারা বহির্বিশ্ব থেকে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আসবে, তাদের কাছে আমরা খাবার বিক্রি করব। ফলে আমাদের অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হবে।

কত চমৎকারভাবে তিনি সরকারি রিসোর্সটা হ্যান্ডেল করলেন! দেশের কী পরিমাণ রিসোর্স আছে, এরচেয়ে বড়ো কথা হলো–আপনি কীভাবে তা পরিচালনা করছেন।

সুতরাং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের যে জাতীয় সম্পদ আছে, সেসবের সর্বোচ্চ উপকার পাওয়ার জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুন্দরভাবে তা পরিচালনা করা এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সবশেষে, রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) যেভাবে মিশরকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তেমনি আমাদের দেশীয় রিসোর্সগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তার যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক মন্দা থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ--

‘এরপর আসবে একটা বছর, যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে আর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।’ (সূরা ইউসুফ : ৪৯)

দুর্ভিক্ষের সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে। এতে নীলনদের জোয়ারের পানি দ্বারা সিক্ত হবে পুরো মিশর। ফলে চতুর্দিক হয়ে উঠবে শস্য-শ্যামল ও তরতাজা। প্রচুর পরিমাণ আঙুর উৎপন্ন হবে, যা থেকে মানুষ রস নিংড়াবে। জয়তুন থেকে বের করবে তেল। দুধ দোহন করবে চতুষ্পদ জন্তু থেকে। পুরো মিশর আবার ফল-ফসলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘রাজা বলল—তোমরা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।’
(সূরা ইউসুফ : ৫০)

রাজার মদ পরিবেশক রাজার কাছে ফিরে এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনাল, যা শুনে রাজা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন—‘এ ব্যাখ্যা তো সত্যিই আমার স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ! আর এ স্বপ্ন যেহেতু মিশরে দুর্ভিক্ষ আসার পূর্বাভাস, তাই আমরা এখন থেকেই তা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে পারব। ফলে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের খুব একটা বিপদে পড়তে হবে না।’

রাজা মদ পরিবেশককে বললেন—‘আমাদের রাষ্ট্রের এ বিরাট সংকটময় মুহূর্তে যিনি এত বড়ো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলেন, তাঁকে নিয়ে এসো আমার কাছে। আমি তাঁকে দেখতে চাই।’

এবার রাজার বার্তাবাহক জেলখানায় চলে গেল।

فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ--

‘দূত তাঁর কাছে এলে ইউসুফ বলল, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো, সেই মহিলাদের ব্যাপারটি কী, যারা তাদের হাত কেটে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফেলেছিল? আমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদের কৌশল সম্পর্কে অবগত।' (সূরা ইউসুফ : ৫০)

রাজার দূত জেলখানায় ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এসে তাঁকে মুক্তির বার্তা শোনাল। দেখাল রাজার আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণপত্র। কিন্তু ইউসুফ (আ.) জানালেন—আমাকে যে মিথ্যা অপবাদের কারণে জেলে আটক করা হয়েছে, তার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা থেকে বের হব না। মিশরের রমণীরা; বিশেষ করে আজিজে মিশরের স্ত্রী আমাকে যে কুপ্রস্তাব দিয়ে প্ররোচিত করেছিল, তা প্রত্যাখ্যানের কারণেই মূলত আমাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। আমি চাই, এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। এরপর আমি কারাগার থেকে বের হব।

দূত জেল থেকে ফিরে রাজাকে ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্য জানাল। রাজা মূলত এ ঘটনার কিছুই জানতেন না। কারণ, ঘটনা ঘটেছিল গভর্নরের স্ত্রীর সাথে। গভর্নর হচ্ছেন রাজার পরবর্তী স্তরের লোক। গভর্নরের সব ব্যাপার রাজার জানার কথাও নয়।

অতএব, রাজা বিষয়টির মীমাংসা করার জন্য গভর্নরের স্ত্রী জুলাইখা ও তার সঙ্গীদের ডেকে উপস্থিত করলেন এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ--

'তোমরা যখন ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, কী হয়েছিল তোমাদের? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য, আমরা তাঁর মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি। আজিজের স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আমিই তাঁকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম। আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা ইউসুফ : ৫১)

রাজার জিজ্ঞাসাবাদে জুলাইখা নির্দ্বিধায় স্বীকার করল, ইউসুফ একজন পূতপবিত্র মানুষ। তাঁর কোনো দোষ নেই। আমিই তাঁর প্রেমাসক্ত হয়ে কুপ্ররোচনা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজের পবিত্রতাকে কলুষিত হতে দেয়নি। নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী। অনুপম চরিত্রের অধিকারী একজন পুরুষ।

স্থিরতা ও প্রজ্ঞা : সুযোগের সদ্ব্যবহার

প্রত্যেকের জীবনেই অনেক সুযোগ আসে। তবে সুযোগ পেলেই তা লুফে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না; বরং সাবধানে ও বুঝেশুনে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধরুন, একটি মিথ্যা মামলায় আপনাকে জেলে পাঠানো হলো। দীর্ঘ ১০ বছর কারাবাসের পর হঠাৎ শুনলেন, রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষমতাবলে আপনাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারামুক্ত হওয়ার জন্য এটি অবশ্যই একটি সুযোগ। তাই বলে নির্দোষ প্রমাণিত না হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসা আপনার জন্য আদৌ উচিত হবে না। এ বিষয়টি আমরা জানতে পারি ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা থেকে।

ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলে রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে কারামুক্ত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি বললেন– না, এভাবে মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে আমি জেল থেকে বেরোব না। তিনি অভিযোগের পুনঃতদন্তের আবেদন জানালেন। পুনঃতদন্তে দেখা গেল–ইউসুফ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রকৃত দোষী জুলাইখা ও মিশরের নারীকুল।

সুতরাং সুযোগ পেলেই তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ধীরেস্থিরে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজেকে ক্লিন রেখেই করতে হবে সুযোগ গ্রহণ।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ--

‘এটা এজন্য, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিশ্বাসঘাতকদের কৌশলকে কখনোই সফল হতে দেন না।
' (সূরা ইউসুফ : ৫২)

জেলখানায় ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর নির্দোষিতার কথা জানানো হলে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। কতক তাফসিরকারকের মতে, ইউসুফ (আ.) রাজার কাছে বলেছিলেন এ কথাগুলো। আবার অনেকের মতে, এসব কথা ছিল জুলাইখার। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল—ইউসুফের অনুপস্থিতিতে তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করব না; বরং নিঃসংকোচে আমি আমার ভুল স্বীকার করছি।

আবার এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে—আমি আমার স্বামীরও খেয়ানত করিনি এবং পাপ কাজে উদ্ধত হলেও বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হইনি।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا
رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ--

'তবে আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না। নফস তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে, আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন সে ছাড়া। আমার প্রতিপালক বড়োই ক্ষমাশীল, বড়োই দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৫৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ বাক্যটি যদি ইউসুফ (আ.)-এর উক্তি হয়, তাহলে এটা তাঁর পক্ষ থেকে আত্মবিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, সব দিক থেকেই তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হয়েছিল। আর এটা যদি জুলাইখার কথা হয়, তাহলে তা বাস্তবের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কারণ, সে নিজের অপরাধ এবং ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলানো ও ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করানোর কথা পুরোপুরি স্বীকার করেছিল। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে জুলাইখার আত্মার কথাই বলা হয়েছে; ইউসুফ (আ.)-এর আত্মা নয়।

মানুষের নফস বা আত্মা তিন প্রকার। এক. নফসে আম্মারা। এটা মানুষকে শুধু খারাপের দিকে প্ররোচিত করে। দুই. নফসে মুতমাইন্না। এটা শুধু ভালোর দিকে আহ্বান করে। তিন. নফসে লাওয়ামা। এটা নফসে আম্মারা ও নফসে মুতমাইন্নার মাঝামাঝি অবস্থান করে। এটা ভালো ও মন্দ উভয়ের দিকেই ডাকে।

ইউসুফ (আ.) নির্দোষ প্রমাণিত হলে মিশরের রাজা তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে জেল থেকে মুক্ত করেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ
قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ--

'রাজা বললেন—তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করব। অতঃপর সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার সাথে কথা বললে রাজা বলল, আজ আপনি আমাদের কাছে খুবই মর্যাদাশীল ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিগণিত।' (সূরা ইউসুফ : ৫৪)

ইউসুফ (আ.) জেল থেকে বের হয়ে এলে রাজা তাঁর সাথে কথা বললেন। শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। রাজা উপলব্ধি করলেন–বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার দিক থেকে সমকালীন লোকদের মধ্যে ইউসুফ (আ.) ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তিনি তাঁকে বললেন–হে ইউসুফ! আমার কাছে আপনি অনেক মর্যাদাবান। কারণ, গোটা রাজ্যকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচানোর পরিকল্পনা আপনি আমাদের বাতলে দিয়েছেন। আপনি আমার কাছে বিশ্বস্তও।

রাজা ইউসুফ (আ.)-এর যোগ্যতা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে দুটি প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারণ করলেন। 'মাকিন' ও 'আমিন'। মাকিন অর্থ হলো সম্মানিত (Honorable)। অর্থাৎ, আপনার স্থান ও মর্যাদা অনেক উঁচু। আপনি রাজ্যের যে পদে আসীন হতে ইচ্ছুক, আমরা আপনাকে সে পদেই অধিষ্ঠিত করব। আর আমিন অর্থ হলো বিশ্বস্ত (Trustworthy)। অর্থাৎ, আস্থা ও বিশ্বাসের কষ্টিপাথরেও আপনি উত্তীর্ণ। আপনার যেকোনো পরামর্শই গ্রহণযোগ্য।

কষ্টের সাথে স্বস্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। কষ্টের অপর পিঠেই আনন্দ সম্ভার। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়—জীবনে বড়ো কোনো কষ্ট এলে তার পরপরই আসে অনাবিল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই—শিশু অবস্থায় তিনি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সেখান থেকে আল্লাহ তাঁকে পৌঁছে দিলেন রাজপ্রাসাদে। কূপে কষ্ট ভোগের পর তিনি পেলেন রাজপ্রাসাদের স্বস্তি।

এরপর তিনি ১০ বছর জেলের কষ্ট ভোগ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করলেন। দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি খুব হার্ডওয়ার্ক করলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ফিন্যান্স মিনিস্টার বানালেন, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলে রূপান্তর করে দিলেন মিশরকে। সাত বছর কষ্টের পর তিনি মিশরকে নিয়ে গেলেন এক অনন্য উচ্চতায়।

আমাদের জীবনে এমন কষ্টকর সময় এলে তাতে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। মনে করার কারণ নেই, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। আমার পুরো জীবনটা বোধ হয় কষ্ট-কণ্টকে ভরা। মনে রাখা উচিত, প্রত্যেক মানুষের জীবন একটিমাত্র অধ্যায়ে শেষ হয়ে যায় না। সেখানে যেমন গভীর রজনির হিমস্রোতের ধারা আছে, তেমনি আছে নান্দনিক সুকোমল প্রভাত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাজা রাষ্ট্রীয় পদ অফার করলে ইউসুফ (আ.) জবাবে বললেন–

اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ--

'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের দায়িত্ব দিন। আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।' (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

ইউসুফ (আ.) নিজ থেকে শস্যাগারের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যাতে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারেন। কারণ, সে যুগে শস্য সংরক্ষণের জ্ঞান ইউসুফ (আ.)-এর চেয়ে ভালো আর কারও জানা ছিল না। তাই তিনি নিজ থেকে এ দায়িত্ব চেয়েছিলেন, যাতে যথাযথভাবে খাদ্য গুদামজাত এবং প্রয়োজনের সময় তা মানুষের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে পারেন।

ইউসুফ (আ.) তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গণমানুষকে সেবা (Public Service) দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড পেয়েছেন। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে তাঁর হাত ধরে। দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে–এমন একটি জাতিকে সঠিক পরিকল্পনা, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং টিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওয়ার্কের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনতে নিজেই বইঠায় হাল ধরেছিলেন।

সাধারণ অর্থে সরকারি পদ বা দায়িত্ব চাওয়া বৈধ নয়। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে জানা যায়–যদি কেউ মনে করে, জাতি ও রাষ্ট্রের ওপর অনাগত সংকট মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা আমার মাঝে সর্বাধিক বিদ্যমান, তাহলে নিজের যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ কোনো পদ প্রার্থনা করা তার জন্য বৈধ।

নিজ যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা

নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পদ লাভের চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরি। আপনি যে কাজের উপযুক্ত, তাতে পদায়ন হলে আপনি একটু বেশি কাজ করতে পারবেন, এটাই স্বাভাবিক। এজন্য প্রয়োজনে নিজের ঢোল নিজে পেটালেও ক্ষতি নেই।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি একজন ডাক্তার। সফরে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন, একজন স্ট্রোক করেছে বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে যে রোগে আক্রান্ত, আপনি তার স্পেশালিস্ট। দেখলেন, অনেকেই তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা যেভাবে চেষ্টা করছে, তা তার জন্য ফলদায়ক নয়। এ অবস্থায় আপনার উচিত অবশ্যই নিজের পরিচয় দিয়ে রোগীকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.) এ কাজটিই করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলে রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে কারামুক্ত করেন এবং বলেন– আমি আপনাকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি বানাব। ইউসুফ বললেন– না। আপনি আমাকে বরং খাদ্যমন্ত্রী বানান। তাহলে আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যা করণীয়, তা আমি করতে পারব। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছেন।

ইসলামে সাধারণত পদ চেয়ে নেওয়ার অনুমতি নেই। তবে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা থেকে জানা যায়–ক্ষেত্রবিশেষে নিজ যোগ্যতার জানান দিয়ে পদ চেয়ে নেওয়া জরুরি। এটিও সূরা ইউসুফের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ--

'এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। দেশের যেখানে ইচ্ছে সে নিজের স্থান করে নিতে পারত। আমি যাকে চাই, আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি। আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করি না।' (সূরা ইউসুফ : ৫৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, নিজ ভাইদের দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্র, কূপে নিক্ষেপ, মিশরের বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি, কারাগারে বন্দি—এত সব বিপদের পরও আমি তাঁকে মিশরের অর্থমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেছি। তাঁকে করেছি সর্বোচ্চ সম্মানে আসীন। ফলে সে এখন যেখানে চায়, সেখানেই বাস করতে পারবে। সমগ্র মিশরের শাসনক্ষমতা তাঁকে দান করেছি। এখন সে যেভাবে ইচ্ছা কর্তৃত্ববলে যেকোনো আদেশ জারি করতে পারবে।

ইউসুফের মতো যারা ধৈর্যশীল হবে, তাদেরও আমি নিজ রহমতে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করব। আর জেনে রেখো, যারা শত বিপদে থেকেও সৎকর্ম করে, আল্লাহ কখনো তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এরপর আল্লাহ বলেন—

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ--

'আর যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম।' (সূরা ইউসুফ : ৫৭)

অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে যে মর্যাদা দিয়েছি, তা তো দুনিয়ার সম্মান। আর আখিরাতের প্রতিদান তো জমাই থাকল। আখিরাতে যে প্রতিদান দেবো, তা আরও শ্রেষ্ঠ। কেননা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আর আখিরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী ও অক্ষয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রৌঢ় বয়সের কাহিনি

ইউসুফ (আ.) মিশরের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সাত বছর ভালোভাবেই চলে গেল। এরপর শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। দেখা দিলো ভয়ংকর খাদ্যসংকট। কিন্তু মিশরের জনগণকে খুব একটা খাদ্যসংকটে পড়তে হয়নি। কারণ, ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে সংরক্ষণ করেছিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের বছর শুরু হলে ইউসুফ (আ.) তা জনগণের মাঝে বিতরণ শুরু করেন।

এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনাবৃষ্টি ও খরা পার্শ্ববর্তী ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে খাদ্যের অভাবে সেসব দেশ থেকে মানুষ দলে দলে মিশরে আসতে লাগল।

মিশরের পার্শ্ববর্তী একটি দেশ ছিল শাম, যা বর্তমান ফিলিস্তিন। তা ছিল ইউসুফ (আ.)-এর বাবা ইয়াকুব (আ.)-এর বসতভিটা। দুর্ভিক্ষ আঘাত হানল ফিলিস্তিনের কানআনেও। আল্লাহর নবি ইয়াকুব (আ.)-এর বাড়িও এ থেকে বাদ থাকল না। তাঁদের ঘরেও খাবার নেই। গাছপালা শুকিয়ে বিরানভূমি, মাটি ফেটে চৌচির, চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর। অনাবৃষ্টির ফলে পশুখাদ্যেরও সংকট দেখা দিলো। প্রাণীগুলোকে খাওয়ানোর জন্য মাঠে ঘাস-লতা-পাতা কিছুই নেই। দুধ নেই উট ও বকরির ওলানে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এহেন দুর্দিনে তারা জানতে পারল মিশরের রাজা ও অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত দয়ালু মানুষ। কেউ তাঁদের কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না। মিশরের এ সুখ্যাতি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়।

যারা খাবারের অভাবে তাদের দ্বারস্থ হচ্ছে, সবাইকে তারা বিদায় করছে পর্যাপ্ত খাবার দিয়ে। অতএব, ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেরাও খাবার সংগ্রহের আশায় এক কাফেলার সঙ্গী হয়ে উপস্থিত হলো মিশরে।

এ দুর্ভিক্ষের সময় বিদেশিদের যারা খাবার সংগ্রহ করতে আসত, তাদের ব্যাপারটি সরাসরি ইউসুফ (আ.) নিজেই তদারকি করতেন। তাঁর নীতি ছিল—খাবারের অভাবে কেউ আমাদের দেশে এলে আমরা তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেবো না। অবশ্যই তাদের কাছে খাদ্য বিক্রি করব। কিন্তু কেউ যদি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে খাদ্য কিনতে আসে, তাহলে তাদের কাছে আমরা কখনো খাদ্য বিক্রি করব না। বণ্টনের ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ.)-এর রীতি ছিল এই—এক ব্যক্তিকে তিনি এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দিতেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতএব, বহিরাগত অন্য কাফেলার মতো কানআনের কাফেলাটিকেও ইউসুফ (আ.)-এর কাছে পাঠানো হলো। তাদের মাঝে নিজের ১০ ভাইকে দেখে ইউসুফ (আ.) তাদের চিনে ফেললেন, কিন্তু তারা ইউসুফ (আ.)-কে চিনল না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَجَآءَ اِخۡوَةُ يُوۡسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهٗ مُنۡكِرُوۡنَ--

'ইউসুফের ভাইয়েরা এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদের চিনতে পারল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।' (সূরা ইউসুফ : ৫৮)

কানআনের কাফেলাটি ইউসুফ (আ.)-এর কাছে এলে তিনি তাদের নাম-পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের নাম-পরিচয় জানাল। নিজের ভাইদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন–'তোমাদের বাবার নাম কী?' তারা বলল–'ইয়াকুব।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন–'তোমরা কয় ভাই?' তারা বলল–'১২ জন। একজন জঙ্গলে ধ্বংস হয়ে গেছে! আর অন্যজনকে আমাদের বাবা অত্যধিক ভালোবাসেন। তাই তাকে আমাদের সঙ্গে আসতে দেননি।' তিনি বললেন–'পরেরবার যদি তোমরা তোমাদের অন্য ভাইকে না নিয়ে আসো, তাহলে তোমাদের আর কোনো খাবার দেওয়া হবে না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাইদের সাক্ষাৎ পেয়ে ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হলেন। কিন্তু তাদের কিছুই বুঝতে দিলেন না।

এভাবে ইউসুফ (আ.) নিজের ভাইদের চিনে নিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। কেননা, তারা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি, আমরা যাকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছিলাম, যাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলাম, আল্লাহ তাঁকেই মিশরের অর্থমন্ত্রী করেছেন। তাঁর চৌকশ বুদ্ধিতেই মিশর আজ খাদ্যসংকটের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ--

'আর সে তাদের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণমাত্রাই দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?' (সূরা ইউসুফ : ৫৯)

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর ইউসুফ (আ.)-এর মনে নিজ ভাইকে দেখার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। তাই নিজ ভাই বিন ইয়ামিনকে কাছে পাওয়ার জন্য তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বলে দিলেন–পুনর্বার আসার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময় তোমাদের অন্য ভাইকেও সঙ্গে এনো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আমি কত উত্তমভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি! আর পুরোপুরি প্রদান করি খাদ্যশস্যও।

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ--

'তোমরা যদি তাকে আমার নিকট না নিয়ে আসো, তাহলে তোমাদের জন্য আমার কাছে কোনো খাদ্যসামগ্রী থাকবে না। আর তোমরা আমার নিকটবর্তীও হবে না।' (সূরা ইউসুফ : ৬০)

ভাইয়েরা যেন বিন ইয়ামিনকে নিজেদের সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে আসে, সেজন্য ইউসুফ (আ.) তাদের এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। আর সাবধান করে বলেছিলেন–তোমরা যে আমার সাথে সত্য বলছ, তার প্রমাণ হিসেবে আবার আসার সময় অবশ্যই তাকে সঙ্গে করে আনবে। নয়তো ভাবব, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ। আর মিথ্যা বলার অপরাধে পরবর্তী সময়ে তোমাদের কোনো খাদ্যশস্যই প্রদান করব না; এমনকি আমার নিকটবর্তীও হতে দেবো না। আর তোমরা যদি তোমাদের পিতার কাছ থেকে আরেকজনকে নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমরা আরও এক বোঝা বেশি খাদ্যশস্য নিতে পারবে। এখন ভেবে দেখো তোমরা কী করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতএব, ভাইয়েরা ইউসুফ (আ.)-কে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিলো–

سَنُرَاوِدُ عَنۡهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوۡنَ--

'এ ব্যাপারে আমরা আমাদের পিতাকে রাজি করাতে চেষ্টা করব। আর আমরা তা করবই।' (সূরা ইউসুফ : ৬১)

অর্থাৎ, বাবাকে রাজি করানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমরা চালাব। আশা করছি, তিনি রাজি হবেন এবং বিন ইয়ামিনকে আমাদের সাথে আসতেও দেবেন। আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা সফল হব।

وَقَالَ لِفِتۡیٰنِهِ اجۡعَلُوۡا بِضَاعَتَهُمۡ فِیۡ رِحَالِهِمۡ--

'ইউসুফ নিজ কর্মচারীদের বলল, তাদের দেওয়া পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রে রেখে দাও।' (সূরা ইউসুফ : ৬২)

এখানে ইউসুফ (আ.) একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নিজ কর্মচারীদের ডেকে বললেন, কানআনের এই ১০ ব্যক্তি খাদ্য কেনার জন্য যে অর্থ পরিশোধ করেছিল, তা তাদের খাদ্যের মধ্যে দিয়ে দাও। অতএব, কর্মচারীরা তা-ই করল।

لَعَلَّهُمۡ یَعۡرِفُوۡنَهَاۤ اِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰۤی اَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُوۡنَ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'যাতে তারা স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তা জানতে পারে। তাহলে সম্ভবত তারা আবার আসবে।' (সূরা ইউসুফ : ৬২)

এ অংশের দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে। এক. খাদ্যের বস্তা খুলে তাতে টাকা ফেরত পেয়ে হয়তো তারা ভাববে, মিশরের রাজা কত বড়ো দানশীল! সে আমাদের খাদ্যও দিলো আবার টাকাও রাখল না। অতএব, নিশ্চয় খাবার আনতে আমরা আবার যাব।

দুই. তারা ছিলেন নবির সন্তান। তারা কোনো হারাম জিনিস খেতেন না। ছোটোবেলায় তারা যদিও ইউসুফ (আ.)-এর ওপর অত্যাচার করেছেন, তবুও কখনো হারাম ভক্ষণ করেননি। অতএব, অর্থ ফেরত পেয়ে তারা ভাববে, মূল্য পরিশোধ না করায় এ খাবার খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। তাই মূল্য পরিশোধের জন্য হলেও তারা আবার মিশরে আসবে।

فَلَمَّا رَجَعُوٓا اِلٰٓى اَبِيۡهِمۡ قَالُوۡا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الۡكَيۡلُ
فَاَرۡسِلۡ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكۡتَلۡ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ--

'এরপর তারা পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য শস্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্যের বরাদ্দ পেতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা অবশ্যই তার হেফাজত করব।' (সূরা ইউসুফ : ৬৩)

অর্থাৎ, তারা বাবাকে বলল, পুনর্বার আমাদের শস্য পাওয়া বিন ইয়ামিনকে পাঠানোর ওপর নির্ভরশীল। তাকে আমাদের সাথে পাঠানো হলে আমরা শস্য পাব, নয়তো খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে না। বাবা! আপনি অবশ্যই তাকে আমাদের সাথে পাঠান, যাতে আবারও আমরা প্রচুর শস্য আনতে পারি। আর ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠানোর সময় যে ভয় করছিলেন, দয়া করে এবার সে ধরনের কোনো ভয় করবেন না। আমরা অবশ্যই বিন ইয়ামিনের হেফাজত করব। তার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।

তাদের কথার প্রত্যুত্তরে ইয়াকুব (আ.) বললেন–

هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَاۤ اَمِنْتُكُمْ عَلٰۤى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ
خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ--

'আমি কি তোমাদের তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তার ভাইয়ের ব্যাপারে? তবে আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৬৪)

অর্থাৎ, আগে ইউসুফকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে আমি যে ভুল করেছিলাম, তোমরা কি আমাকে পুনর্বার সেই ভুল করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলছ? আর বলছ তোমাদের আবার বিশ্বাস করতে? কখনো না। তোমাদের আমি আর বিশ্বাস করি না। তবে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন উত্তম হেফাজতকারী।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ--

'তারা তাদের মালপত্র খুলে দেখতে পেল তাদেরকে তাদের পণ্যমূল ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (সূরা ইউসুফ : ৬৫)

অর্থাৎ, বস্তার ভেতরে তাদের প্রত্যেকের পরিশোধিত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা দেখে তারা খুশিতে গদগদ হয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল—

يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ--

'হে আমাদের আব্বাজান, আমরা আর কী চাই! এই দেখুন, আমাদের পণ্যমূল্য আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য আরও খাদ্য আনব। আমাদের ভাইয়ের হেফাজতও করব। আরও এক উট বোঝাই মাল বেশি আনব, এ পরিমাণ সহজেই পাওয়া যাবে।' (সূরা ইউসুফ : ৬৫)

একটি উট যে পরিমাণ খাদ্য বহন করতে পারে, ইউসুফ (আ.) প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেবল সে পরিমাণ খাদ্যই প্রদান করতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ কারণেই ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেরা বলেছিল—আমরা যদি বিন ইয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাই, তাহলে সহজেই এক উট বোঝাই খাদ্য অতিরিক্ত আনতে পারব; যা আমাদের পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটাতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

তারা বারবার ইয়াকুব (আ.)-কে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি তাদের বললেন—

لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ--

'আমি তাকে তোমাদের সাথে কিছুতেই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা এই মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করো—তোমরা তাকে আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে; তবে তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সে ভিন্ন কথা। অতঃপর তারা তাঁর নিকট অঙ্গীকার করলে তিনি বললেন, আমরা যা কিছু বলছি আল্লাহ তার বিধায়ক।' (সূরা ইউসুফ : ৬৬)

অর্থাৎ, আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু খাদ্যের খুবই প্রয়োজন ছিল, তাই ইয়াকুব (আ.) বিন ইয়ামিনকে তাদের সাথে পাঠাতে অস্বীকার করা উচিত মনে করলেন না; বরং আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে তাকে পাঠাতে রাজি হয়ে গেলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর ছেলেদের বললেন—তোমরা যদি এমন কোনো বিপদের শিকার হও, যা থেকে মুক্তি পেতে তোমরা অসমর্থ, তাহলে তোমাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। আর এমন কোনো বিপদের শিকার না হলে তোমরা অবশ্যই তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। এই কথার ওপর বিন ইয়ামিনকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাইদের দ্বিতীয়বার মিশর আগমন

বাবার অনুমতি পেয়ে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পুনরায় মিশর যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। একসময় একটি কাফেলার সঙ্গী হয়ে বিন ইয়ামিনকে সাথে নিয়ে তারা রওনা হয়ে গেলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রওনার প্রাক্কালে ইয়াকুব (আ.) তাদের অসিয়ত করে বললেন–

--يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

'হে আমার সন্তানেরা! তোমরা মিশরে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।' (সূরা ইউসুফ : ৬৭)

তৎকালে মিশরে প্রবেশের অনেকগুলো দরজা ছিল। ইয়াকুব (আ.) তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। এক দরজা দিয়ে দুজন, অন্য দরজা দিয়ে তিনজন এভাবে প্রবেশ করবে। যেন কেউ তোমাদের সন্দেহ করতে না পারে।

ইয়াকুব (আ.) তাদের এ উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ, তাদের দৈহিক উচ্চতা ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি। দেখতেও অন্যদের চেয়ে সুদর্শন। তারা সবাই যদি দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, তাহলে তাদের দেখে হিংসুকের মনে হিংসার উদ্রেক হতে পারে, যা বদনজর লাগার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নজর লাগার ব্যাপারটি সত্য। এটি নবি (সা.) থেকে বহু বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

মূলত মানুষের বদনজর থেকে তাদের বাঁচাতেই ইয়াকুব (আ.) এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তাদের নাসিহা করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও বললেন–

وَمَآ اُغْنِیْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَیْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

‘আমি আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনোই উপকার করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা কেউ নেই। আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি, যারা নির্ভর করতে চায়, তারাও তাঁর ওপর নির্ভর করুক।’ (সূরা ইউসুফ : ৬৭)

বাহ্যিক উপায় অবলম্বন, সতর্কতা ও সুব্যবস্থা হিসেবে ইয়াকুব (আ.) পুত্রদের এ উপদেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের সামনে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরি মনে করেছেন। তা হচ্ছে, কুদৃষ্টি এড়ানোর যে তদবির আমি জানি, তা কোনোভাবেই আল্লাহর তাকদিরকে খণ্ডাতে পারে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে। আর আমরা তদবিরের ওপর ভরসা করি না। ভরসা করি কেবল আল্লাহর ওপর।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَیْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَا كَانَ یُغْنِیْ عَنْهُمْ
مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِیْ نَفْسِ یَعْقُوْبَ قَضٰهَا وَاِنَّهٗ
لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘তাদের পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন, তারা সেভাবেই মিশরে প্রবেশ করল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে তা তাদের কোনো কাজে এলো না। ইয়াকুব শুধু তাঁর মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিলেন। আর তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন। কারণ, আমি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।’ (সূরা ইউসুফ : ৬৮)

অর্থাৎ, ছেলেরা শহরের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করল, যা ছিল তাদের পিতার নির্দেশ। আর এভাবে পিতার আদেশ কার্যকর হলো।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব (আ.)-এর প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি বড়ো বিদ্বান ছিলেন। আর আমিই তাঁকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলাম। এ কারণেই তিনি শরিয়াহসম্মত বাহ্যিক তদবির অবলম্বন করলেও তার ওপর ভরসা করেননি; বরং তদবির ও আল্লাহর ওপর নির্ভর করার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ--

‘তারা ইউসুফের কাছে হাজির হলে তিনি সহোদর ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন আর বললেন—আমিই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তোমার ভাই, কাজেই তারা যা করত, তার জন্য দুঃখ করো না।' (সূরা ইউসুফ : ৬৯)

ইউসুফ (আ.) কৌশলে বিন ইয়ামিনকে কাছে ডেকে পরিচয় দিয়ে বললেন– বিন ইয়ামিন! আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া ভাই ইউসুফ।

মুফাসসিরগণ বলেন–ইউসুফ (আ.) ভাইদের দুজন করে একটি রুমে থাকার ব্যবস্থা করেন। ফলে পাঁচ রুমে ১০ ভাইয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়। আর বিন ইয়ামিন একা থেকে যায়। একটি রুমে তিনি তার একার থাকার ব্যবস্থা করেন। বিন ইয়ামিনকে একা পাওয়ার এটিই ছিল ইউসুফ (আ.)-এর কৌশল। এরপর তিনি তার সাথে নির্জনে মিলিত হয়ে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। একপর্যায়ে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করে দুই ভাই কল্পনায় অতীতে ফিরে যান।

ইউসুফ (আ.) বিন ইয়ামিনকে বলেন–'এতদিন ভাইয়েরা আমার ও তোমার ওপর যে অত্যাচার করেছে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। আর আমি তোমাকে কৌশলে আমার কাছেই রেখে দেবো, ইনশাআল্লাহ। পুনরায় তোমাকে আর কানআনে ফিরে যেতে দেবো না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ--

'অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলো, সে তাঁর সহোদর ভাইয়ের রসদপত্রের ভেতর নিজের পানপাত্রটি রেখে দিলো। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করল, হে কাফেলার লোক! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।' (সূরা ইউসুফ : ৭০)

মুফাসসিরগণ বলেন–এ পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত। এটি দিয়ে পানি পান ছাড়াও শস্য পরিমাপের কাজও করা হতো। ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশে এটি চুপিসারে বিন ইয়ামিনের মালপত্রে রেখে দেওয়া হয়।

ইউসুফ (আ.) ভাই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য খাদ্যশস্য মেপে দেওয়া হলে তা নিয়মমাফিক পৃথক পৃথক উটের পিঠে ওঠানো হলো। বিন ইয়ামিনের উটের পিঠেও তার খাদ্যশস্য চাপানো হয় এবং চুপিসারে সেই খাদ্যশস্যে রেখে দেওয়া হয় বাদশার পানপাত্র।

কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন, পানপাত্রটি সম্ভবত ইউসুফ (আ.) নিজের ভাই বিন ইয়ামিনের জ্ঞাতসারেই রেখেছিলেন। আগের আয়াতে এদিকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর ইউসুফ (আ.) জালিম বৈমাত্রেয় ভাইদের কবল থেকে নিজের সহোদরকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। তাই বিন ইয়ামিনও হয়তো ইউসুফ (আ.)-এর কাছে থেকে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবেন।

বিনা কৌশলে নিজ পরিচয় গোপন রেখে ইউসুফ (আ.)-এর জন্য বিন ইয়ামিনকে আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। আবার তিনি নিজের পরিচয় এই মুহূর্তে প্রকাশ করতেও চাচ্ছিলেন না। তাই এই কৌশল অবলম্বন করেন। যদিও এতে বিন ইয়ামিনকে সাময়িক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল চুরির অভিযোগ।

যাহোক, ইউসুফ (আ.)-এর ১১ ভাই যখন গমের বস্তা নিয়ে মিশর থেকে কানআনের উদ্দেশে রওনা হলো, তখন হঠাৎ এক রাজ ঘোষক ঘোষণা করল—'ওহে কাফেলার যাত্রীদল! তোমরা থামো। নিশ্চয়ই তোমরা চুরি করেছ।'

কাফেলাকে চোর আখ্যা দেওয়ার পেছনে অবশ্য যৌক্তিক কারণও ছিল। কারণ, পেয়ালাটি বিন ইয়ামিনের মালপত্রে রাখা হয়েছিল অত্যন্ত গোপনে। পরে সম্ভবত সরকারি কর্মচারী পেয়ালাটি যথাস্থানে না দেখে অনুমান করেছিল—এটি হয়তো এই কাফেলার কোনো লোকেরই কাজ হবে। তাই সে না জেনেই তাদের চোর আখ্যা দিয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ--

'তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, তোমাদের কী হারিয়েছে?' (সূরা ইউসুফ : ৭১)

অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা আমাদের চোর বলছ কেন? আগে তো বলো, তোমাদের কী হারিয়েছে?

نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ--

'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দিতে পারবে, তার জন্য আছে এক উট বোঝাই মাল। আর আমিই এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' (সূরা ইউসুফ : ৭২)

অর্থাৎ, আমাদের তল্লাশি করার আগে যে ব্যক্তি এই পানপাত্র ফেরত কিংবা খুঁজে দেবে, তাকে পুরস্কার দেওয়ার জামিনদার হলাম আমি।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ--

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল—আল্লাহর শপথ! তোমরা জানো আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি। আর আমরা চোরও নই।' (সূরা ইউসুফ : ৭৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে কেবল খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। এমতাবস্থায় রাজার পানপাত্র চুরি করে কে নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে চাইবে? তা ছাড়া আমরা নবির সন্তান। চুরি করা কখনো আমাদের স্বভাব নয়।

তারা যেহেতু ইউসুফ (আ.)-এর কৌশলের কথা জানতেন না। তাই আল্লাহর নামে শপথ করে নিজেদের ওপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করেছিলেন।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ--

'রাজ কর্মচারীরা বলল—তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে যে চুরি করেছে তার শাস্তি কী হবে?' (সূরা ইউসুফ : ৭৪)

অর্থাৎ, তোমাদের তল্লাশি করে আমরা যদি তা পাই, তাহলে চোরকে কী শাস্তি দেওয়া হবে তা তোমরাই বলো।

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِیْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الظّٰلِمِیْنَ--

'তারা বলল, তার শাস্তি হলো—যার মালপত্রে ওটা পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। আমরা এভাবেই সীমাজ্ঞনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' (সূরা ইউসুফ : ৭৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, কানআনে ইয়াকুব (আ.)-এর শরিয়ার বিধান ছিল, কেউ চুরি করার পর চোর সাব্যস্ত হলে সে মালিকের দাসে পরিণত হতো। যতদিন বেঁচে থাকত, তাকে মালিকের সেবাযত্ন করে কাটাতে হতো দাসের জীবন।

এ হিসেবেই ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্ররা বললেন—আমাদের কেউ যদি চোর প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে আপনারা দাস হিসেবে রেখে দেবেন। আমরা এভাবেই চোরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ--

> 'অতঃপর ইউসুফ তাঁর নিজ ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির আগে অন্যদের মাল তল্লাশি শুরু করল। পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের করল।' (সূরা ইউসুফ : ৭৬)

অর্থাৎ, তল্লাশকারীরা প্রথমে অন্যদের মালপত্র তল্লাশি করল, যাতে ইউসুফ (আ.)-এর গৃহীত কৌশল তারা ধরতে না পারে। সবশেষে বিন ইয়ামিনের মালপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহি পানপাত্র বেরিয়ে এলো। এটা দেখে ভাইয়েরা যেন লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গেল। তারা বিন ইয়ামিনকে নানা মন্দ কথাও বলতে শুরু করল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ--

'এভাবেই আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তাঁর সহোদরকে সে আটক করতে পারত না।' (সূরা ইউসুফ : ৭৬)

মিশরের রাজার নিয়ম অনুযায়ী ইউসুফ (আ.) বিন ইয়ামিনকে দাস বানিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারতেন না। কারণ, রাজার নিয়ম ছিল কেউ চুরি করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং চুরিকৃত পণ্যের দ্বিগুণ জরিমানা প্রদান করতে হবে।

সুতরাং মিশরের নিয়ম অনুযায়ী বিচার করা হলে বিন ইয়ামিনকে বেত্রাঘাত করা হতো এবং পানপাত্রের দ্বিগুণ মূল্য তাকে পরিশোধ করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কৌশল করে রাজার কর্মচারীদের দ্বারা নিয়মবিরুদ্ধভাবে সন্দেহভাজনের কাছেই চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করান। জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বলে, যা ছিল ইয়াকুব (আ.)-এর শরিয়ার বিধান।

এর দ্বারা দুটি লাভ হয়। ইউসুফ (আ.) ইয়াকুব (আ.)-এর শরিয়ার বিধান কার্যকর করার সুযোগ পান। বিন ইয়ামিনকে বেত্রাঘাতের শাস্তি থেকেও রক্ষা করতে পারেন। আবার তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজের কাছে রেখে দেওয়াও ইউসুফ (আ.)-এর জন্য বৈধ হয়ে যায়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.)-এর মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ--

> 'আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর আছে একজন সর্বজ্ঞ।' (সূরা ইউসুফ : ৭৬)

আল্লাহ বলেন—আমি যাকে ইচ্ছা এভাবেই মর্যাদায় উন্নীত করি, যেভাবে এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা অন্য ভাইদের তুলনায় উন্নীত করেছিলাম। আর দুনিয়ায় যত বড়ো জ্ঞানীই থাকুক, তার থেকেও অধিক জ্ঞানী আরেকজন রয়েছে। তাই কোনো জ্ঞানী যেন এই ধোঁকায় নিপতিত না হয় যে, আমিই এই যুগের সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী। আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান দ্বিতীয় কারও নেই। বাস্তবে যদি কেউ এমন হয়, তার থেকে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই, তাহলে মনে রাখা দরকার, মহাজ্ঞানী হলেন আল্লাহ। কেননা, আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا-

> 'আর তোমাদের জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ--

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তাহলে তার সহোদর ভাইও ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল, তাদের কাছে প্রকাশ করল না। সে বলল, তোমাদের অবস্থান তো আরও নিকৃষ্টতম। তোমরা যা বলছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত।' (সূরা ইউসুফ : ৭৭)

তারা মূলত নিজেদের পূতপবিত্রতা প্রকাশার্থে ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছিল। কারণ, ইউসুফ (আ.) ও বিন ইয়ামিন কেউই তাদের সহোদর ভাই ছিল না। তারা বোঝাতে চেয়েছিল, বিন ইয়ামিন যদি চুরি করে থাকে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, তাঁর সহোদরও ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল। ফলে চুরির স্বভাব প্রকৃতিগতভাবেই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ভাইদের এ অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি জীবনে কখনোই চুরি করেননি। আর কিছু মুফাসসিরের মতানুযায়ী, ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকালে একটা চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেটাও ইচ্ছে করে। সে ঘটনাটি হচ্ছে এমন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইয়াকুব (আ.)-এর এক বোনের নাম ছিল ফায়িকা। তিনি বালক ইউসুফকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন, ইউসুফ সব সময় তাঁর সাথে থাকুক। কিন্তু ইয়াকুব (আ.) ছেলে ইউসুফকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। এমনকি বোন ফায়িকার বাড়িতেও তিনি ইউসুফকে থাকতে দিতেন না বেশি দিন।

কখনো যদি ইউসুফ ফুপি ফায়িকার বাড়ি বেড়াতে যেতেন, তাহলে দু-তিন দিন থাকার পরপরই ইয়াকুব (আ.) এসে হাজির হতেন সে বাড়িতে। আর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সাথে নিয়ে ফিরে আসতেন।

ইউসুফ (আ.)-কে নিয়ে ফায়িকার মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠত। বিষম ব্যথায় কেঁদে উঠত তাঁর মন। ইউসুফ (আ.)-এর মা ছিলেন না। এটিও ছিল ইউসুফের প্রতি ফায়িকার দুর্বলতার অন্যতম কারণ।

একবার ইউসুফ (আ.)-এর ফুপি তাঁকে বললেন—'হে ইউসুফ! তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। আমি কোনোভাবেই তোমার অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। তোমাকে সব সময় আমার কাছে রাখার জন্য আমি একটি কৌশল করতে চাই। এজন্য তোমার আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।' ইউসুফ সানন্দে তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফায়িকা বললেন—'আমার কাছে আমার বাবা ইসহাক (আ.)-এর একটা বেল্ট বা কোমরবন্ধনী আছে। তুমি যেদিন চলে যাবে, তা আমি তোমার কোমরে পরিয়ে দেবো। তুমি তোমার বাবার সাথে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হলে আমি বলব, আমার বাবার শেষ স্মৃতি তাঁর রেখে যাওয়া বেল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় চুরি হয়েছে। কে নিল? কে নিল? পরে খোঁজাখুঁজি করে তা তোমার কোমরে পাওয়া গেলে শরিয়ার বিধান অনুযায়ী চুরির দায়ে তুমি আমার দাস হয়ে যাবে। ফলে তোমাকে আর তোমার বাবা ইয়াকুব আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

সুবহানআল্লাহ! কত ভালোবাসতেন তিনি ইউসুফ (আ.)-কে! এ থেকে বোঝা যায়, ইউসুফ (আ.) শৈশব থেকেই সবার মন কেড়ে নিয়েছিলেন।

অতএব, পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়াকুব (আ.) ইউসুফকে নিতে এলে ফায়িকা তাঁকে সাজিয়ে দিলেন। আর তাঁর কোমরে ইসহাক (আ.)-এর বেল্টটিও পরিয়ে দিলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার জন্য বের হতেই হইচই শুরু করলেন ফায়িকা। আমার বেল্ট কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা কে নিল? কে নিল? অবশেষে খোঁজাখুঁজির পর তা পাওয়া গেল ছোট্ট ইউসুফের কোমরে।

এবার ফায়িকা বললেন—'যেহেতু সে চুরি করেছে, তাই নিয়ম অনুযায়ী সে আমার ক্রীতদাস। আমি আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্রীতদাসকে কোথাও যেতে দেবো না।' ইয়াকুব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন—ইউসুফকে নিজের কাছে রাখার জন্যই ফায়িকা এই কৌশল করেছে। ফায়িকা যতদিন বেঁচেছিলেন, ইউসুফ (আ.) তাঁর সাথেই ছিলেন।

ইউসুফ (আ.)-এর ইচ্ছাকৃত এই কৌশলী সাজানো চুরির ঘটনা অবশ্য কুরআন-হাদিসের কোথাও পাওয়া যায় না। এসব বর্ণনার উৎস হলো বাইবেল ও তালমুদের মতো ইসরাইলি গ্রন্থাবলি। অবশ্য কুরআন-হাদিসের বর্ণনার সাথে এসব ঘটনার কোনো বিরোধও নেই। তাই আমরা এখানে তা উল্লেখ করেছি।

হিংসুক ও নিন্দুকের জবাব নেই

হিংসুক ও নিন্দুকের জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। যারা আপনাকে হিংসা করে, সব সময় আপনার পিছু লেগে থাকে, হতে পারে ইউসুফের ভাইদের মতো তারাও একদিন ধরনা দিতে বাধ্য হবে আপনার কাছে। ক্ষমা চাইবে করজোড়ে। শুধু একটু সময়ের অপেক্ষা। অতএব, তাদের জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখুন। বিশ্বাস রাখুন, তিনি কিছুই ভুলে যান না।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আপনার প্রতিপালক কখনো ভুলে যান না।' (সূরা মরিয়ম : ৬৪)

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা নিজেদের পবিত্রতা ও সাধুতা প্রকাশ করার জন্য ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাই বিন ইয়ামিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—সে যদি চুরি করে তাহলে ইতঃপূর্বে তার ভাই ইউসুফও চুরি করেছিল। এটা তারা বলতে পেরেছিলেন, কেননা ইউসুফ (আ.) ও বিন ইয়ামিন উভয়ই ছিলেন তাদের বৈমাত্রেয় ভাই। ফলে চুরির অপবাদ দিতে তারা ইতস্তত করেনি। অথচ এটা ছিল একটা ডাহা অপবাদ।

এমন জ্বলজ্যান্ত অপবাদ শোনার পরও ইউসুফ (আ.) তাদের কোনো জবাব দিলেন না। কারণ, হিংসুক ও নিন্দুকের কথার কোনো জবাব হয় না। এতে তারা আরও ক্ষিপ্র হয়ে জঘন্য কিছু বলে ফেলতে কিংবা করে ফেলতে পারে। সুতরাং তাদের কথার বিপরীতে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়াটাই শ্রেয়। সময় হলে বরং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের হয়ে উত্তর দেবেন। ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল।

বিন ইয়ামিনকে আটকে দেওয়ার ফলে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পড়ে গেলেন বিপদে। কারণ, তারা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন—যেকোনো মূল্যে আমরা বিন ইয়ামিনকে হেফাজত করব। আর তাঁকে সহিসালামতে ফিরিয়েও আনব আপনার কাছে। তাই এবার তারা রাজার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাছে কাকুতি-মিনতি করে বিন ইয়ামিনকে ছেড়ে দেওয়ার আবদার জানাতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ--

'তারা বলল, হে আজিজ! তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ। কাজেই তার স্থলে আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।' (সূরা ইউসুফ : ৭৮)

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন দেখল, তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে, বিন ইয়ামিনকে রেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবার তাদের খুব বেশি করে ইউসুফের ঘটনা মনে হতে লাগল। তারা মনে মনে বলল, এবারও আমরা যদি বিন ইয়ামিনকে ছাড়া বাবার কাছে যাই, তাহলে তিনি না জানি আবার বলেন, তোমরা বিন ইয়ামিনকেও আমার ইউসুফের মতো হারিয়ে এলে?

অতএব, তারা শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে আজিজে মিশরের কাছে আবেদন জানিয়ে বলল, আমরা তো জানি, আপনি অত্যন্ত মহানুভব একজন মানুষ। তার একজন নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ পিতা আছেন। যে তার বাড়ি ফেরার পথ চেয়ে বসে আছেন। এ অবস্থায় আমরা যদি তাকে নিয়ে না যাই, তাহলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। তাই আমাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রয়োজনে তার বদলে আমাদের যে কাউকে আপনি দাস হিসেবে রেখে দিন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ--

'ইউসুফ বললেন—যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হব।' (সূরা ইউসুফ : ৭৯)

অর্থাৎ, যাকে ইচ্ছা তাকে দাস হিসেবে রেখে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। যার কাছে আমরা চুরির মাল পেয়েছি, কেবল তাকেই আমরা বন্দি করে রাখতে পারি। দোষীর বদলে নির্দোষ কাউকে আটক করলে আমরা আল্লাহর কাছে নিশ্চিত জালিম হয়ে যাব। আর এমন গর্হিত কাজ করা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

فَلَمَّا اسْتَيْاَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا--

'তারা তার নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হলে নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল।' (সূরা ইউসুফ : ৮০)

অর্থাৎ, বিন ইয়ামিনকে যেকোনো মূল্যে ছাড়ানোর জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের হাজারো চেষ্টাও ব্যর্থ হলে তারা বুঝতে পারল, রাজা কোনোভাবেই বিন ইয়ামিনকে ছাড়বেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না। ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়ল এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করতে লাগল।

قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ-

'তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে বলল, তোমরা কি জানো না তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন! আর পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।' (সূরা ইউসুফ : ৮০)

বড়ো ভাই বলল, তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো, বিন ইয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাবা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন। কিন্তু এখন আমরা এমন এক লজ্জাকর ঘটনার শিকার, যার ফলে আমরা বিন ইয়ামিনকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। ইতঃপূর্বে তার বড়ো ভাই ইউসুফের সাথেও আমরা অত্যন্ত মন্দ আচরণ করেছি। যে কারণে বাবা আগে থেকেই আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। এখন বিন ইয়ামিনকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছাড়া গেলে আমি কোনোভাবেই বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না!

আর কাফেলাও তো আমাদের জন্য বসে থাকবে না। তারা শীঘ্রই কানআনের উদ্দেশে রওনা হবে। অতএব, তোমরাও কাফেলার সাথে চলে যাও। আমি একা এখানেই থেকে যাব। তবে বাবা যদি আমাকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন, তাহলে নিশ্চয় ফিরে যাব। অথবা কোনো কৌশলে আমি যদি বিন ইয়ামিনকে আজিজে মিশরের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি, তাহলেও বাড়ি ফিরে যাব। অন্যথায় আমি এখানেই থেকে যাব।

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ--

'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা যা জানি, তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না।' (সূরা ইউসুফ : ৮১)

অর্থাৎ, হে আমার ভাইয়েরা! তোমরা কাফেলার সাথে ফিরে যাও এবং আব্বাকে গিয়ে বলো, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের সামনেই তার খাদ্যশস্যের বোঝা থেকে চুরিকৃত বস্তু বের করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর বিন ইয়ামিনকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলাম, তা আমাদের বাহ্যিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে করেছিলাম। কিন্তু সে যে চুরি করে গ্রেফতার হবে, তা তো আমাদের জানা ছিল না।

তাকে তো আমরা যথাসাধ্য হেফাজত করেছি, যাতে সে কোনো অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। আর আমাদের এ চেষ্টা ছিল বাহ্যিক অবস্থার ওপর সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে যে এমন এক কাজ করে বসবে, তা তো আমাদের জানা ছিল না।

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ--

'আমরা যে জনপদে ছিলাম, তার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করুন আর যে কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি তাদেরও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।' (সূরা ইউসুফ : ৮২)

অর্থাৎ, ভাইয়েরা জানতেন, ইউসুফের ঘটনার পর বিন ইয়ামিনের চুরির ঘটনা বাবা কোনোভাবেই বিশ্বাস করবেন না। তাই নিজেদের কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য তারা অধিক জোর দিয়ে বলল, আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তাহলে মিশরে লোক পাঠিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করুন। আমরা যে কাফেলার সাথে মিশর থেকে এসেছি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনি চাইলে তাদেরও জিজ্ঞেস করতে পারেন। তারা তো আমাদের সাথেই আছে। আমরা যা বলছি, তা-ই সত্য। এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ--

'ইয়াকুব বললেন–বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে। অতএব, ধৈর্যধারণই শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ : ৮৩)

ইয়াকুব (আ.) প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আর আল্লাহও ওহির মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেননি। তাই তিনি মনে করেছিলেন– আমার ছেলেরা ইউসুফের ব্যাপারে যেমন মনগড়া কাহিনি সাজিয়ে এসেছিল, বিন ইয়ামিনের ব্যাপারেও তারা তা-ই করেছে। যদিও বিন ইয়ামিনের ব্যাপারে ছেলেরা সামান্য মিথ্যা কথাও বলেনি।

নবি হিসেবে এমন পরিস্থিতিতে সবরের কোনো বিকল্প নেই। তাই এ অবস্থায় ইয়াকুব (আ.) ধৈর্যধারণ এবং সে বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা করেছিলেন ইউসুফের ব্যাপারে 'আমার জন্য সবর করাই উত্তম।' তিনি আরও বললেন– 'আমি আশা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছি, আল্লাহ ইউসুফ, বিন ইয়ামিন এবং যে ছেলে মিশরে থেকে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে একত্রে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।'

মুমিনের বৈশিষ্ট্য : ধৈর্য ও আল্লাহর আদেশ পালন

একজন সত্যিকার মুমিন সবচেয়ে ধৈর্যশীল হয়। তারা কখনো ধৈর্যচ্যুত হয় না। এ ছাড়াও মানুষের দুটি অবস্থা হয়, আরাম ও স্বস্তি এবং কষ্ট ও অস্বস্তি। আরাম ও স্বস্তির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং কষ্ট ও অস্বস্তির সময় ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

ধৈর্য দুই প্রকারের। প্রথম হলো–হারাম ও পাপ কাজ ত্যাগ করা। তা থেকে দূরে থাকার ওপর এবং লোভনীয় অবৈধ জিনিস বর্জন, সাময়িক সুখ ত্যাগ করার ওপর ধৈর্যধারণ করা। দ্বিতীয় হলো–আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করতে গিয়ে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তা সংযমের সাথে সহ্য করা। কেউ কেউ সবর ও ধৈর্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন–আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করা; তাতে দেহ ও আত্মায় যতই কষ্ট অনুভব হোক না কেন। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্মসমূহ থেকে দূরে থাকা; তাতে প্রবৃত্তি ও কামনা যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

--إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা বাকারা : ১৫৩)

আমরা ইয়াকুব (আ.)-এর ঘটনায় দেখেছি, একের পর এক বিপদ আসছে, আর তিনি সবরের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলছেন–

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ--

'সুতরাং আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়।' (সূরা ইউসুফ : ১৮)

সুতরাং ধৈর্য মুমিনের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। যেকোনো পরিস্থিতিতে মুমিন কখনো ধৈর্যচ্যুত হয় না।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ--

'তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর বললেন, ইউসুফের জন্য বড়োই পরিতাপ। শোকে-দুঃখে তাঁর দু-চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আর তিনি অস্ফুট মনস্তাপে ভুগছিলেন।' (সূরা ইউসুফ : ৮৪)

এতদিন বিন ইয়ামিনকে আগলে রেখে ইউসুফের কষ্ট ভুলে ছিলেন ইয়াকুব (আ.)। এবার বিন ইয়ামিনকেও হারিয়ে তাঁর মনে ইউসুফের কষ্ট নতুন করে জেগে উঠল। তিনি দুঃখ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শোকে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও সাথে কথা বলতেন না। শোকও প্রকাশ করতেন না কারও কাছে। কেবল আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলতেন, ইউসুফের জন্য বড়োই পরিতাপ। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুফাসসিরগণের মতে, ইয়াকুব (আ.) এমন দুঃখ-কষ্টে দীর্ঘ ছয় বছর দিনাতিপাত করেছিলেন।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ--

'তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফকে স্মরণ করতে করতে মুমূর্ষ হবেন কিংবা মৃত্যুবরণ করবেন।'
(সূরা ইউসুফ : ৮৫)

অর্থাৎ, ছেলেরা ইয়াকুব (আ.)-এর এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি সব সময় যেভাবে ইউসুফের কথা স্মরণ করে দুঃখ পাচ্ছেন, তাতে তো আপনি নিশ্চিত অসুস্থ হয়ে পড়বেন কিংবা মারা যাবেন।

এ ছাড়াও দুঃখ পাওয়ার পর যতদিন যায়, মানুষ দুঃখ-কষ্ট তত ভুলে যায়। কিন্তু আপনি তো দেখছি উলটো। যতদিন যাচ্ছে, আপনার দুঃখ-কষ্ট যেন তত সতেজ হচ্ছে।

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'ইয়াকুব বললেন—আমি আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি। আর আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।' (সূরা ইউসুফ : ৮৬)

অর্থাৎ, আমি আমার দুঃখ-কষ্টের কথা তোমাদের কাছে না বললেও আল্লাহর কাছে ঠিকই বলছি। তোমরা আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দাও। আর জেনে রেখো, আমার এ স্মরণ বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।

আল্লাহ তায়ালা নবিদের কাছে যদি সরাসরি ওহি নাও পাঠান, তবুও তাদের অন্তঃকরণে এমন ইলহাম ঢেলে দেন, যার মাধ্যমে তাঁরা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারেন। এরপর ইয়াকুব (আ.) সন্তানদের উদ্দেশে বললেন—

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ
رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ-

'হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও, গিয়ে ইউসুফ আর তাঁর ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।' (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার মিশর থেকে যে খাদ্যশস্য নিয়ে এসেছিল, তাও একসময় ফুরিয়ে এলো। তাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইয়াকুব (আ.) ছেলেদের নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমরা কানআন থেকে মিশরগামী কোনো কাফেলার সঙ্গী হয়ে আবার মিশর যাও। সেখান থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো। আর মিশরে গিয়ে এবার তোমরা অবশ্যই ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে খুঁজবে। তাদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হবে না। কারণ, কাফির ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইতঃপূর্বে ছেলেরা মিশরে যাওয়ার সময় ইয়াকুব (আ.) ছেলেদের এমন কোনো নির্দেশ দেননি। তাঁর নির্দেশ না দেওয়াটা ছিল তাকদিরের ব্যাপার। যেহেতু পূর্বে তাঁদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটি তাকদিরে লিপিবদ্ধ ছিল না। এবার তাঁদের মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব (আ.)-এর মনে উপযুক্ত তদবিরও জাগিয়ে দেন।

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, ছেলেরা মিশর থেকে ফিরে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে আজিজে মিশরের গুণাগুণ বর্ণনা করেছিল, যা শুনে তিনি ভেবেছিলেন—হয়তো এই আজিজে মিশর ইউসুফই হবেন। তাই সবাইকে তিনি মিশরেই খুঁজতে বলেছিলেন। এ ছাড়া বাহ্যত মিশরে তো কেবল বড়ো ছেলে ও বিন ইয়ামিনের থাকার ব্যাপারটি ইয়াকুব (আ.) নিশ্চিত জানতেন। ইউসুফের থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত জানতেন না।

আশাবাদী হওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একজন মুমিন সব সময় আশাবাদী হয়। সে কখনো হতাশ ও নিরাশ হয় না। সব সময় আল্লাহর ওপর ভরসা করে। সাময়িক বিপদে তার অন্তর বিদীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাতে সে কখনো বুক চাপড়ায় না। আর্তনাদ করে সবাইকে জানিয়ে দেয় না। সে বিশ্বাস করে–মুশকিল যেহেতু এসেছে, এর আসানও আসবে মহান রবের পক্ষ থেকে। এই প্রত্যাশা নিয়ে সে কাজে লেগে পড়ে।

আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত অতিক্রম করি, যেখানে হতাশা ও নিরাশার অনেক উপকরণ থাকে। ফলে নিরাশা আমাদের গ্রাস করতে চায়। ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায়। সূরা ইউসুফে আমরা দেখি, জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও ইয়াকুব (আ.) হাল ছেড়ে দেননি। হতাশ হননি; বরং আশাবাদী হয়ে বলেছেন–

‘হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও, গিয়ে ইউসুফ আর তাঁর ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।’ (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

একেবারে শেষ মুহূর্তে এসেও ইয়াকুব (আ.) নিরাশ হননি। আশাবাদী মন নিয়ে বলেছেন–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘হয়তো আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা ইউসুফ : ৮৩)

তিনি যেমনটা আশা করেছিলেন, বাস্তবে ঘটেছিলও তা-ই। সুতরাং মুমিন কখনো নিরাশ হয় না। এটাও আমরা সূরা ইউসুফ থেকে শিখতে পারি।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَاۤ اَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ-

‘তারা ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আজিজ! আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গকে বিপদ ঘিরে ধরেছে আর আমরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণ ওজনে শস্য দিন আর আমাদের দান-খয়রাত করুন। আল্লাহ দানশীলদের পুরস্কৃত করেন।’ (সূরা ইউসুফ : ৮৮)

অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বাবার নির্দেশে মিশরে এসে আজিজে মিশরের সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা অত্যন্ত কাতর ও বিনীতভাবে তাঁর কাছে নিজেদের দারিদ্র্য ও অভাব প্রকাশ করে বলল, আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে খুব অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। তাই খাদ্যের মূল্য হিসেবে অকেজো কিছু জিনিস নিয়ে আমরা এসেছি। আপনি নিজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাহাত্ম্যের গুণে আমাদের থেকে এসবই গ্রহণ করুন এবং উত্তম মূল্যের বিনিময়ে যে খাদ্য দেওয়া হয়, আমাদের তা-ই প্রদান করুন।

অবশ্য উত্তম মূল্যের বিনিময়ে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা পাওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে সাদাকা হিসেবেই তা আমাদের দান করুন। কারণ, আল্লাহ দানকারীদের পুরস্কৃত করেন।

আয়াতে 'তাসাদ্দাক' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসিরের মতে, 'তাসাদ্দাক' শব্দ দ্বারা সরাসরি দানকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, নবি (সা.) একটি হাদিসে বলেছেন, অন্য নবিদের ওপর সাদাকা গ্রহণ হারাম ছিল না।

আল্লামা কুরতুবির মতে, 'তাসাদ্দাক' বলে সরাসরি দানকে বোঝানো হয়নি। কারণ, তারা বিনামূল্যে খাদ্য চাননি। তারা বরং কেনাবেচায় সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যছাড়কে সাদাকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছিলেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ--

'সে বলল, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?' (সূরা ইউসুফ : ৮৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইউসুফ (আ.) ভাইদের থেকে অভাব, অনাহার, দুঃখ, কষ্টের অভিযোগ ও কাকুতি-মিনতি শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর দু-চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। ভাইয়েরা বুঝতে পারল না, আজিজে মিশর আমাদের খাদ্যসংকটের কথা শুনে কেন কাঁদছেন?

ইউসুফ (আ.)-এর ওপর নিজের পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধিনিষেধ ছিল, এবার আল্লাহ তা উঠিয়ে নিলেন। আর ইউসুফ (আ.)-ও তাদের কাছে নিজের রহস্য প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন—ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে তোমরা কী আচরণ করেছিলে তা কি তোমাদের মনে আছে?

قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ--

‘তারা বলল, তাহলে তুমিই কি ইউসুফ?’ (সূরা ইউসুফ : ৯০)

আজিজে মিশরের প্রশ্ন শুনে তারা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা ভেবে কূল পেল না, আজিজে মিশরের সাথে ইউসুফের সম্পর্ক কী? ইউসুফের ঘটনা তো আমরা ছাড়া দুনিয়ার কেউ জানে না, তাহলে তিনি তা জানেন কী করে? আজিজে মিশরই ইউসুফ নয় তো? তারা বালক ইউসুফের চেহারাকে বয়স্ক আজিজে মিশরের চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখল কল্পনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চোখে। মনে হলো–ইউসুফ বড়ো হলে তাঁকে তো এমনই দেখা যেত। তবুও তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, তাহলে তুমিই কি ইউসুফ?

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ
وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ--

'তিনি বললেন–আমিই ইউসুফ। আর এ হলো আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ কখনো বিনষ্ট করেন না।' (সূরা ইউসুফ : ৯০)

অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) বিন ইয়ামিনকে ডেকে আনলেন। একসাথে দুই ভাই দাঁড়ালেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ। আর এই বিন ইয়ামিন হচ্ছে আমার ভাই। এরপর তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার কথা উল্লেখ করে ধৈর্যশীলদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন–বিপদমুক্ত করে কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে আর দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয়ই যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদে সবর করে, আল্লাহ তাদের প্রতিদান নষ্ট করেন না কখনোই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ থেকে জানা যায়, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং বিপদে সবর করা—এ দুটি জিনিস মানুষকে বিপদমুক্ত রাখে। কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় এ দুটি বিষয়কে সাফল্য ও কামিয়াবির মূলমন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ--

'তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। আর আমরাই ছিলাম আসলে অপরাধী।' (সূরা ইউসুফ : ৯১)

ইউসুফের ভাইয়েরা অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। তারা বলল, আমরা ভুল করেছি, অন্যায় ও অপরাধ করেছি। করেছি জুলুমও; কিন্তু আমরা তোমাকে ছোটো করতে পারিনি। আমরা তোমাকে নিঃশেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তোমাকে মিশরের রাজপ্রাসাদে এনে স্থান দিয়েছেন। করেছেন অঢেল ক্ষমতার অধিকারী। তুমি চাইলে আমাদের এখন যেকোনো শাস্তির মুখোমুখি করতে পারো।

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'ইউসুফ বললেন—আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৯২)

ভাইয়েরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে ইউসুফ (আ.) নবিসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন—আজ আমার কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে তো দূরের কথা, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগই নেই। তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও মক্কার কুরাইশ বংশের নেতাদের; যারা তাঁর রক্তপিয়াসী ছিল এবং তাঁকে জন্মভূমি থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, ইউসুফ (আ.) উচ্চারিত অনুরূপ শব্দগুলো বলে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এ হচ্ছে মানব চরিত্রের উচ্চতর স্তর। তিনি অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং এ কথাও জানিয়েছেন, তোমাদের কোনো তিরস্কার করা হবে না। সাথে সাথে এ দুআও করেছেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا
وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ—

'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, আর তা আমার বাবার মুখমণ্ডলে রাখো। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'
(সূরা ইউসুফ : ৯৩)

একপর্যায়ে ভাইয়েরা ইউসুফ (আ.)-কে জানাল, আমাদের বাবা তোমার শোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ইউসুফ জবাবে বললেন—আল্লাহ তায়ালা এতদিন আমাকে তোমাদের সাথে যোগাযোগের অনুমতি দেননি। তাই তোমাদের বিচ্ছেদ কষ্টে আমার কলিজা দগ্ধ হলেও তোমাদের কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। আমাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়েছে।

এখন আল্লাহ আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমার বাবা আমাকে না পেয়ে, বিন ইয়ামিনকে হারিয়ে ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছেন। তোমরা যাও, আমার এ জামা বাবার চোখে লাগালে বাবা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এরপর তোমরা সবাইকে নিয়ে মিশর চলে এসো। এখানে আমরা সবাই একসাথে থাকব।

এক বর্ণনামতে, ইউসুফ (আ.) ইয়াকুব (আ.)-এর জন্য যে জামাটি পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল নবুয়তের জামা। এ জামা বংশপরম্পরায় তিনি দাদা ইসহাক (আ.)-এর থেকে পেয়েছিলেন।

তিনটি জামার কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরা ইউসুফে তিনটি জামার কথা উল্লেখ আছে। ১. ইউসুফের যে জামাটি ভাইয়েরা রক্ত মাখিয়ে বাবার কাছে নিয়ে এসেছিল। ২. ইউসুফের যে জামার পেছন ধরে টান দিয়ে জুলাইখা তা ছিঁড়ে ফেলেছিল। ৩. ইউসুফ (আ.) যে জামা মিশর থেকে উপহার হিসেবে বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন, যা চোখে লাগিয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

ভেবে দেখুন—একই জামা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। একবার সেটা ফেইক সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাঁর ভাইয়েরা। দ্বিতীয়বার তা প্রমাণ হয়েছিল ইউসুফের নির্দোষিতার। সবশেষে এই জামা হয়ে উঠেছিল ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কারণ।

একই জিনিস স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়—সূরা ইউসুফ সেই গুরুত্বপূর্ণ এ শিক্ষাটিও আমাদের দিয়ে যায়।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
أَنْ تُفَنِّدُونِ—

'আর যাত্রীদল বের হয়ে পড়লে তাদের পিতা (বাড়ির লোকজনকে) বলল, তোমরা আমাকে বয়োবৃদ্ধ ও অপ্রকৃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তস্থ মনে না করলে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' (সূরা ইউসুফ : ৯৪)

অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কাফেলা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে মিশর থেকে রওনা হওয়ামাত্রই ইয়াকুব (আ.) ইউসুফের ঘ্রাণ অনুভব করতে লাগলেন। আর তাঁর পাশে থাকা বাড়ির লোকদেরও জানালেন সে কথা।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনামতে, তৎকালে মিশর থেকে কানআনের দূরত্ব ছিল আট দিনের পথ। হাসান বসরির বর্ণনামতে, ১০ দিনের পথ। অন্য এক বর্ণনামতে, দূরত্ব ছিল এক মাসের পথ।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ-

'তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পুরোনো বিভ্রান্তিতেই আছেন দেখছি।' (সূরা ইউসুফ : ৯৫)

অর্থাৎ, বাড়ির লোকজন বলল, আল্লাহর কসম! ইউসুফ বলতে তো কেউ বেঁচে নেই। নিশ্চয় আপনার আগের মতো মতিভ্রম হয়েছে। আর তাই ভাবছেন, ইউসুফ এখনও বেঁচে আছে। আর তাঁর সাথে শীঘ্রই আপনার দেখা হতে যাচ্ছে। ইউসুফ, ইউসুফ করে তো জীবনটাই শেষ করে দিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

فَلَمَّآ اَنۡ جَآءَ الۡبَشِيۡرُ اَلۡقٰهُ عَلٰى وَجۡهِهٖ فَارۡتَدَّ بَصِيۡرًا ۚ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّـكُمۡ ۚ اِنِّىۡۤ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ -

'সুসংবাদদাতা এসে হাজির হলে সে জামাটি ইয়াকুবের মুখমণ্ডলের ওপর রাখল, তাতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা জানি, তা তোমরা জানো না?' (সূরা ইউসুফ : ৯৬)

অর্থাৎ, সুসংবাদদাতা এসে ইয়াকুব (আ.)-এর চেহারায় ইউসুফের জামা রাখার সাথে সাথে অলৌকিকভাবে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। এরপর তিনি বাড়ির লোকদের বললেন—তোমরা বলছিলে আমার মতিভ্রম হয়েছে, এখন দেখলে তো আমার কথাই সত্যি হলো। নিশ্চয় আমি আল্লাহর তরফ থেকে এমন অনেক কিছু জানি, যার কিছুই তোমরা জানো না।

قَالُوۡا يٰۤاَبَانَا اسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـئِيۡنَ -

'তারা বলল, হে আমাদের বাবা! আমাদের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরাই অপরাধী ছিলাম।' (সূরা ইউসুফ : ৯৭)

প্রকৃত ঘটনা সবার জানা হয়ে গেলে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল। তারা ইয়াকুব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(আ.)-কে বলল, বাবা! আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ভাই ইউসুফের প্রতি জুলুম করেছি। ইউসুফ মরেনি বাবা। আমরা মিথ্যা বলেছিলাম। আমাদের ভাই ইউসুফকে আল্লাহ তায়ালা মিশরের রাজসিংহাসনে বসিয়েছেন। আমরা যে আজিজে মিশরের কথা এতদিন বলে এসেছি, আসলে সে-ই ইউসুফ।

বাবা! তুমি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। তুমি ক্ষমা চাইলে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর ইউসুফ আমাদের সবাইকে মিশরে চলে যেতে বলেছেন।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ--

'তিনি বললেন—শীঘ্রই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা জানাব। তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৯৮)

ইয়াকুব (আ.) তৎক্ষণাৎ দুআ না করে পরে দুআ করার অঙ্গীকার করলেন। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক. রাতের শেষ প্রহরের যে সময়টিতে আল্লাহ দুআ কবুল করেন, সে সময় তিনি দুআ করবেন, যাতে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাঁর দুআ কবুল হয়। দুই. ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁর ওপর জুলুম করেছিল। তাই তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে পরামর্শ করা জরুরি মনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করেছিলেন। তাই বললেন, আমি তোমাদের জন্য শীঘ্রই দুআ করব।

পরিবারের সাথে পুনর্মিলন

ইয়াকুব (আ.) নিজের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি সকলকে নিয়ে মিশরে এসে উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ--

'তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলে সে তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলো এবং বলল, আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ণ নিরাপত্তায় মিশরে প্রবেশ করুন।' (সূরা ইউসুফ : ৯৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহর নবি ইয়াকুব (আ.) সবাইকে নিয়ে মিশর এলে ইউসুফ (আ.) তাদের রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে রিসিভ করেন। দীর্ঘ বিরহের পর পিতা-পুত্রের এই মিলন ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। প্রায় ৩০ বছর পর ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে জড়িয়ে ধরলেন। পিতা-পুত্রের কান্নায় আশেপাশের পরিবেশও যেন ভারী হয়ে উঠল। কাঁদল উপস্থিত জনতাও।

এক বর্ণনামতে, ইউসুফ (আ.)-এর মা বিন ইয়ামিনকে জন্ম দেওয়ার সময় মারা যান। এরপর ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-এর খালা লাইয়াকে বিয়ে করেন। খালা যেহেতু মায়ের মতোই; এ ছাড়াও তিনি নতুন সম্পর্কে বিমাতা, এজন্যই আল্লাহ তায়ালা 'সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলো' বলেছেন।

অন্য এক বর্ণনামতে, ইউসুফ (আ.)-এর মা মারা যাননি। তখনও জীবিত ছিলেন। আর ইউসুফ (আ.) বাবা ইয়াকুব (আ.) এবং গর্ভধারিণী মাকেই রাজসিংহাসনে স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

এরপর ইউসুফ (আ.) পরিবারের সব সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন– আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা অভাবমুক্ত হয়ে নির্ভয়ে মিশরে প্রবেশ করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ কথার দ্বারা ইউসুফ (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল—অন্য বিদেশিদের জন্য মিশর প্রবেশে যেসব বিধিনিষেধ থাকে, আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا--

‘সে তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠিয়ে নিল এবং তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।’ (সূরা ইউসুফ : ১০০)

মুফাসসিরদের কেউ কেউ বলেন—এখানে সিজদার অর্থ সিজদাই। তবে এটি ইবাদতের সিজদা ছিল না; সম্মানের সিজদা ছিল। আর এ ধরনের সিজদা ইয়াকুব (আ.)-এর শরিয়তে বৈধ ছিল। ইসলামে শিরকের দরজা বন্ধ করার জন্য এ ধরনের সিজদাকেও হারাম করা হয়েছে। তাই এমন সিজদা এখন আর কারও সম্মানার্থেই বৈধ নয়।

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) বর্ণনা করেন—

‘একবার মুয়াজ (রা.) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবিজিকে সিজদা করলেন। নবিজি জিজ্ঞেস করলেন—হে মুয়াজ! এটা কী? তিনি বললেন—হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি সিরিয়ায় দেখলাম, মানুষ তাদের যাজক ও পাদরিদের সিজদা করছে। আমার মনে হলো, এ সিজদা পাওয়ার জন্য আপনিই বেশি উপযুক্ত। মুয়াজ (রা.)-এর কথা শুনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি (সা.) বললেন—খবরদার! কারও জন্য কখনো সিজদা করবে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৩)

ইমাম বাগভি (রহ.)-এর মতে, এ আয়াতে সিজদার অর্থ হলো—মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানানো। এ সিজদায় ব্যক্তির মনে কোনো ইবাদতের অনুভূতি থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে শুধু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করা। ইউসুফ (আ.)-এর পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা এভাবে মাথা ঝুঁকিয়েই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এভাবে সম্মান প্রদর্শনের রীতি পূর্ববর্তী সকল নবির শরিয়তেই বৈধ ছিল। কিন্তু আমাদের শরিয়তে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনও জায়েজ নয়।

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ--

'সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা বাস্তবে পরিণত করেছেন। আর তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং আমার ও ভাইদের মাঝে শয়তান সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছে অত্যন্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুনিপুণভাবে করে থাকেন। তিনি বড়োই বিজ্ঞ, বড়োই প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ : ১০০)

ইউসুফ (আ.)-এর পিতা-মাতা ও ১১ ভাই একযোগে তাঁকে সিজদা করলে তাঁর মনে পড়ে গেল ছোটোবেলার স্বপ্নের কথা। তিনি বললেন—বাবা! এটাই আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন, যাতে দেখেছিলাম সূর্য, চন্দ্র ও ১১টি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে।

এর অর্থ—সূর্য হলো বাবা, চন্দ্র হলো মা। আর ১১টি নক্ষত্র তাঁর ১১ ভাই। তারা একসময় ইউসুফ (আ.)-এর সম্মানে তাঁর সামনে নত হবে—এটিই ছিল স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

এরপর ইউসুফ (আ.) বাবা-মায়ের কাছে কিছু অতীত কাহিনি বর্ণনা করেন, যাতে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তাঁর কারাবরণ ও কারামুক্তির কাহিনি। সর্বশেষ তাঁর ও ভাইদের মাঝে শয়তান কলহ সৃষ্টির পর ইয়াকুব (আ.)-এর সপরিবারে মিশরে আগমন ইত্যাদি।

ইউসুফ (আ.)-এর উদার চরিত্রের দৃষ্টান্ত হলো—ভাইয়েরা তাঁর সাথে মন্দ আচরণের পরও তিনি তাদের দোষারোপ করেননি; বরং তাদের কীর্তিকলাপের জন্য শয়তানকে দায়ী করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সফলতার কোনো শর্টকাট নেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, পরিশ্রম করে, জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে নিজেকে প্রমাণ করে করে সামনে এগোতে হয়। সফলতার জন্য দরকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে, মানুষ খুব তাড়াহুড়াপ্রবণ। সবাই খুব সহজে তাড়াতাড়ি অনেক কিছু পেতে চায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সফল হওয়ার পথপরিক্রমায় কোনো লিফট নেই, সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠতে হয়।

পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে যেয়েই যেখানে মায়ের পেটে লম্বা একটা সময় আমাদের পাড়ি দিতে হয়, সেখানে অল্প দিনেই কম এফোর্টে আমরা নিজেকে সফল হিসেবে মেলে ধরতে চাই। আর এই অমূলক চাওয়া থেকেই জন্ম নেয় হতাশা। জীবনে হতাশার প্রভাব সর্বদাই নেতিবাচক। আদতে এটা আমাদের সফলতার কোনো পথ বাতলে দেয় না; বরং সাফল্যের পথকে রুদ্ধ করে শুধু দুঃখ-কষ্টই বয়ে আনে। জীবনে চলার পথে কণ্টকাকীর্ণ পথের আঁকেবাঁকে হাল না ছাড়াই যে সফলতার চাবিকাঠি; সেটাও আমাদের ভুলতে শেখায়। অথচ জীবনের কঠিন সময়ে হতাশ না হয়ে স্রষ্টার ওপর ভরসা করে হাল না ছাড়ার মনোভাবই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার মাঝে দেখতে চান। তিনি তো বলেই দিয়েছেন—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।' (সূরা ইনশিরাহ : ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে এমন একজন নবির জীবনী আমাদের সামনে পেশ করেছেন, যার পুরোটা জীবনজুড়েই রয়েছে হাল না ছেড়ে সাফল্যের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলার প্রেরণা।

ইউসুফ (আ.) দেখিয়ে গেছেন, দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, হাল না ছেড়ে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছাতে হয়। অথচ হতাশার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার মতো সকল পরিস্থিতিই তাঁর জীবনে ছিল।

একবার ভেবে দেখুন তো, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার মতো কী ছিল না তাঁর জীবনে? মেষপালকের ঘরে জন্ম নেওয়া মাতৃস্নেহ বঞ্চিত এক শিশু, যিনি জীবনের সূচনালগ্নেই নিজ ভাইদের চক্ষুশূল হয়েছেন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। ভাইয়েরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভাইদের ষড়যন্ত্রে অল্প বয়সেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। অতঃপর তাঁকে বিক্রি করা হয়েছে দাস কেনাবেচার বাজারে। একজন স্বাধীন মানুষ থেকে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, মিথ্যা অপবাদে কারাবরণও করেছেন। এরপরও তিনি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করেননি; বরং ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবিলা করেছেন। আল্লাহর রহমতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে হাসিল করেছেন নিজের যোগ্য স্থান।

ধৈর্যের প্রতিদান হিসেবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তুচ্ছ পরাধীন দাস থেকে রাজার সম্মানে আসীন করেছেন। আর আমরা অল্পতেই আশা ছেড়ে দিই। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি না। হতাশ হয়ে যাই। অভিযোগ করি–আমার জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই, শুধু কষ্ট আর কষ্ট। অথচ আপনার সামনে কী অপেক্ষা করছে, তা আপনি নিজেও জানেন না। তাই হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর আস্থাশীল হোন। তিনি আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন, যা আপনার কল্পনাতীত। তিনি তো আপনাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত! আপনি শুধু সবর করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টাটুকু চালিয়ে যান। হতাশ না হয়ে আল্লাহর রহমতের ভিখারি হোন। আর ইউসুফ (আ.)-এর পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর সেই কথাকে স্মরণ রাখুন, য়া তিনি সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছিলেন–

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না।' (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

তাই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। নিরলস পরিশ্রম করে যান। সফলতা আপনাতেই এসে ধরা দেবে। আর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত না হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, সফলতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুধু এই দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন বিশ্বাসীর সফলতা তার আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই চূড়ান্ত সফলতার জন্যই হোক আমাদের সকল ত্যাগ, সকল কর্ম ও তৎপরতা।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ--

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছ আর আমাকে শিখিয়েছ স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়ায় ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি মুসলিম অবস্থায় আমায় মৃত্যু দান করো এবং আমাকে করো সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা ইউসুফ : ১০১)

মা-বাবা ও পরিবারের সবাইকে একসাথে ফিরে পেয়ে ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি স্মরণ করেন আল্লাহর অনুগ্রহরাজির কথা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হলো—রাজত্ব দান ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেন, হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল— তিনি যেন আমৃত্যু ইসলামের ওপর অটল থাকতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবশেষে তিনি দুআয় বলেছিলেন, আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো। সৎকর্মশীল বলতে তিনি বিশেষভাবে নিজের পূর্বপুরুষ ইসহাক ও ইবরাহিম (আ.)-কে বুঝিয়েছেন।

আমাদেরও উচিত, ইউসুফ (আ.)-এর মতো করে আল্লাহর কাছে ইসলামের ওপর অটল থাকার জন্য দুআ করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উপসংহার

সূরা ইউসুফের ১০২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত হলো ঘটনার উপসংহার। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঘটনার উপসংহার টেনে বিশ্বনবি (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ--

‘এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ, যা তোমাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে তারা যখন জোটবদ্ধ হচ্ছিল, তখন তো তুমি তাদের সাথে ছিলে না।’ (সূরা ইউসুফ : ১০২)

অর্থাৎ, হে নবি! ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে হত্যার জন্য যখন একমত হয়েছিল, তখন তো আপনি উপস্থিত থেকে তা প্রত্যক্ষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করেননি; বরং তা ছিল ‘ইলমুল গায়েব’ তথা অদৃশ্যজগতের বিষয়, যা ছিল আপনার সম্পূর্ণ অজানা। আমি ওহির মাধ্যমে আপনাকে তা জানিয়েছি।

পূর্ণ বিবরণসহ ইউসুফের ঘটনা আপনার পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে, আপনি একজন সত্য নবি ও রাসূল।

তাফসিরে ইবনে কাসির প্রণেতা বলেন—ঘটনাটি হাজার বছরের পুরোনো। নবিজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন। তিনি কারও কাছে শিক্ষাও নেননি। করেননি ইতিহাসগ্রন্থ পাঠও। অতএব, ওহি ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে তা নবিজির পক্ষে জানাও সম্ভব ছিল না।

সুতরাং নবিজির এ ঘটনা জানা প্রমাণ করে, তিনি আল্লাহর সত্য নবি ও রাসূল।

এখানে আরেকটি বিষয় জ্ঞাতব্য। আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শুরুতে বলেছেন—‘এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ, যা ওহি দ্বারা তোমাকে অবহিত করেছি।’ এর দ্বারা বোঝা যায়, গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এমনকি কোনো নবি-রাসূলও না। তবে আল্লাহ যদি কোনো ঘটনা ওহির মাধ্যমে নবিদের জানাতেন, তাহলেই কেবল তাঁরা তা জানতে পারতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ--

'তুমি যত আগ্রহভরেই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না।' (সূরা ইউসুফ : ১০৩)

সূরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপটে আমরা শুরুতে জেনেছিলাম, মক্কার কুরাইশরা ইহুদিদের থেকে জেনে এসে নবিজির কাছে প্রশ্ন করেছিল—হে মুহাম্মাদ! বনি ইসরাইল ফিলিস্তিন থেকে কী করে মিশরে এলো, তা আমাদের জানাও। তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই নাজিল হয়েছিল সূরা ইউসুফ।

নবিজি কুরাইশদের সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে শোনান। তা শোনার পর কুরাইশদের ঈমান আনার পথে আর কোনো বাধা থাকারই কথা ছিল না। যেহেতু তারা কাঙ্ক্ষিত জবাব পেয়েছে, তাই তাদের পক্ষে ঈমান আনাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনেনি। এজন্য আল্লাহ নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—হে নবি, এদের ঈমান আনার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ ও আন্তরিকতা যত বেশিই হোক না কেন, এরা ঈমান আনবে না; বরং এ নিয়ে এরা টালবাহানা করতেই থাকবে।

وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعَٰلَمِينَ--

'আর তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না। এটা তো বিশ্বজগতের সকলের জন্য উপদেশমাত্র।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(সূরা ইউসুফ : ১০৪)

অর্থাৎ, নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। অথচ এজন্য আপনি তাদের থেকে কোনো বিনিময় দাবি করেন না এবং তা প্রত্যাশাও করেন না। আর এই কুরআন তো বিশ্বজগতের সবার জন্য উপদেশস্বরূপ; বিশেষত যারা নাসিহা গ্রহণের মাধ্যমে পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তির প্রত্যাশা করে।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ--

'আসমান ও জমিনে বহু নিদর্শন আছে। তারা এসব কিছু দেখে, কিন্তু এসবের প্রতি উদাসীন।' (সূরা ইউসুফ : ১০৫)

আল্লাহ তায়ালা এ বিশাল পৃথিবী ও আসমানে তাঁর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের অগণিত নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি। এসবের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন গতিপথও। ভূমণ্ডলকে ভাগ করেছেন নানা ভাগে। এর কোনো অংশকে তিনি করেছেন বাগান ও উদ্যানের উপযুক্ত; কোনো অংশকে অনুর্বর, কোনো অংশকে বনভূমি আবার কোনো অংশকে পাহাড়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ জমিনে আল্লাহ উদ্‌গত করেছেন বিভিন্ন প্রকার ফলমূল। যার কিছু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু তাদের স্বাদ ও গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন। এ রকম আরও নানা বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এই জমিনে, যা প্রমাণ করে, সবকিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। যিনি এসবকে শূন্য থেকে সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে তিনিই এসব কিছু পরিচালনা করেছেন। তাঁর সুচারু পরিচালনার ফলেই সৃষ্টিজগতের কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে দেখা যায় না।

এসব নিদর্শন দেখার মাধ্যমে বান্দা সহজেই চিনে নিতে পারে স্রষ্টাকে।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ-

'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে। কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।' (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই স্বীকার করে, বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তিনিই সবার রিজিকের বন্দোবস্ত করেছেন। সবার পরিচালকও তিনি। তা সত্ত্বেও মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এভাবেই আল্লাহকে স্বীকার করার পরও অধিকাংশ মানুষ মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পৃথিবীতে শিরকের প্রচলন হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা তাওহিদে রুবুবিয়্যাত তথা আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিজিকদাতা এসব কথা মেনে নিয়েছিল। তা মেনে নেয় আধুনিক যুগের মুশরিকরাও। কিন্তু তাওহিদে উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতের উপযুক্ত কেবল আল্লাহ—এ কথা মানতে তারা নারাজ। তারা মনে করে, ইবাদতের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। কোনো না কোনো মাধ্যম ধরে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হয়। যেভাবে কারও মাধ্যম ধরে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য হাসিল করা যায়। তাদের বিশ্বাস—মাধ্যম ছাড়া রাজা-বাদশাহদের মতো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনও সম্ভব নয়।

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ
ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ-

'তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ?' (সূরা ইউসুফ : ১০৭)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, মানুষ যদি সামান্য চিন্তা করত এবং আগের যুগের মানুষের ইতিহাস পাঠ করত, তাহলে নবিগণের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি সম্পর্কে তারা থাকত সম্যক অবগত। মানুষ যদি পূর্ব যুগের আদ-সামুদের মতো নবিদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাহলে তাদের ওপরও যেকোনো সময় এসে যেতে পারে মহা শাস্তি! আর এ শাস্তি হঠাৎ করেই আসে। এমনকি তাদের অজ্ঞাতে কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তিও এসে যেতে পারে। তাই সময় থাকতেই উপদেশ গ্রহণ করে সবার সতর্ক ও সচেতন হওয়া উচিত।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবি (সা.)-কে আদেশ করে বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'তুমি বলো, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা জেনে-বুঝেই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকি। আল্লাহ মহান, পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

অর্থাৎ, আমি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে কোনো পথের দিকে ডাকছি না; বরং জেনে-বুঝে দলিল-প্রমাণ দিয়ে তাদের ডাকছি আল্লাহর পথে। এটাই আমার পথ। এ পথের মূলকথা হলো–আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। যারা আমার অনুসারী, তারাও এভাবে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনামতে, আমার অনুসারী বলে বিশেষ করে সাহাবিদের বোঝানো হয়েছে। ইলমে নববির প্রকৃত বাহক ছিলেন তাঁরাই। আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, মুসলমানদের সবাইকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে যাদের অন্তর পবিত্র ও জ্ঞানে বিজ্ঞ। তাদের মধ্যে লৌকিকতার সামান্যও লেশ নেই।

ইমাম কালবি ও ইবনে জায়েদ (রহ.) বলেন—এ আয়াত থেকে জানা যায়, নিজেকে রাসূলের অনুসারী বলে দাবি করা প্রত্যেকের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াতকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানো।

আয়াতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তাঁর কোনো অংশীদার, পরামর্শদাতা, সমকক্ষ, মন্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদির কিছুই নেই। তিনি এসব থেকে পূতপবিত্র।

আয়াতের শেষাংশ হলো—আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য—অনেক মানুষ ঈমান আনার সাথে সাথে প্রকাশ্য কিংবা গোপন শিরকে নিজের অজ্ঞাতেই লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমি তাদের মতো শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকেও নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى--

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'তোমার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে আমরা পুরুষই পাঠিয়েছিলাম আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম ওহি।' (সূরা ইউসুফ : ১০৯)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, নবিদের প্রত্যেকে ছিলেন নগরের বাসিন্দা। তাঁদের কেউ গ্রাম্য বেদুইন ছিলেন না। কারণ, গ্রামের মানুষ সামাজিকতা, সভ্যতা, স্বভাব, প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাৎপদ হয়ে থাকে। আর যারা পশ্চাৎপদ, তারা নবি হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত নয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নগরের সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, বংশীয়ভাবে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নবি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আর নির্বাচন করেছেন কেবল পুরুষকেই। কোনো নারীকে তিনি নবি করেননি।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ--

'তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? ফলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল! যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য পরলোকের ঘর আরও উত্তম। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' (সূরা ইউসুফ : ১০৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি?'—এ প্রশ্নের দ্বারা আল্লাহ্ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন, কুরাইশরা তো প্রত্যেক গ্রীষ্ম ও শীতকালে আদ-সামুদের এলাকা হয়ে বাণিজ্য করার জন্য সিরিয়ায় গমন করে থাকে। তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখেও কি কুরাইশদের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় না? তাদের বিবেক তাগাদা দেয় না, আল্লাহর পথে ফিরে আসার? কেন তারা শিক্ষা নেয় না এসব দেখেও? তারা কি বোঝে না দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী? আর আখিরাতের জীবন চিরন্তন? পরকালে সফলতা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো তাকওয়া। তাহলে কেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে আখিরাতের জীবনকে সুন্দর ও নির্মল করছে না?

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّیَ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ--

'শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ নিরাশ হলে লোকেরা মনে করল, তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এ সময়ই তাদের কাছে এলো আমার সাহায্য। এভাবেই আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে নাজাত পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।'
(সূরা ইউসুফ : ১১০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থাৎ, কাফিররা নবিদের মুখে শাস্তির কথা শুনে প্রথমে ভয় পেল। কিন্তু শাস্তি আসতে দেরি হওয়ায় তারা ধারণা করল, নবিদের দাবি অনুযায়ী তো কোনো শাস্তি আসছে না। আসবে বলেও মনে হচ্ছে না। তাহলে নিশ্চয় তাঁরা আমাদের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করেছে। কাফিররা এমন ধারণা শুরু করার কিছু সময় পর আল্লাহর আজাব ঠিকই তাদের পাকড়াও করেছে।

এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে এই মর্মে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আজাব আসতে দেরি হওয়ায় আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তায়ালার হিকমত তথা প্রজ্ঞা অনুসারেই তাদের বেশি অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এমন অবকাশ পূর্বেকার নবির উম্মতদেরও দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজাব আসার ব্যাপারে নবিগণও প্রায় নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সময় আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ করে তাদের ঠিকই পাকড়াও করেছে।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

‘তাদের কাহিনিতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী, যা মিথ্যা রচনা নয়; বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী আর যাবতীয় বিষয়ের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ এবং মুমিন সম্প্রদায়ের পথের দিশারি ও রহমত।' (সূরা ইউসুফ : ১১১)

অর্থাৎ, কুরআনে বর্ণিত কাহিনিগুলোতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এসব কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন এবং কীভাবে আসমানি সাহায্য পাঠিয়ে তাঁদের সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে প্রতারণা ও চক্রান্তকারীদের পরিণতি কী হয়, দিনশেষে কীভাবে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, তাও জানা যায় এসব ঘটনা থেকে।

আর এ কুরআন কোনো মনগড়া কথা নয়; বরং তাদের কাছে যে তাওরাত-ইনজিল আছে, কুরআন সেগুলোকে সত্যায়ন করছে, সমর্থন করছে। এর বাইরেও সে সরবরাহ করছে আরও নতুন নতুন তথ্য। তাদের কাছে থাকা কিতাবগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন তারা অস্বীকার করছে এই মহিমান্বিত কুরআনকে?

সবশেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানবজাতির জন্য পাঠানো আমার এ আসমানি কিতাবটি সবকিছুর সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত সমাধান হাজির করে। এটি মানুষের জন্য হিদায়াত ও পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা। যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হতে চাইলে সমর্পিত মনোভাব থাকা চাই। প্রবৃত্তি যেদিকে ঠেলে নিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাচ্ছে অথবা যেদিকে মন চায়, সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য এ মহাগ্রন্থে কোনো উপকার নেই। যারা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে এ কিতাবটি মেনে নেবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে—এ কিতাব জীবনের সবক্ষেত্রে তাদের সঠিক পথ দেখাবে, করবে আলোকিত।

লাইফ লেসন

এ পর্যায়ে সূরা ইউসুফ থেকে আমরা কিছু লাইফ লেসন শেয়ার করব, যা আমাদের জীবনের সাথেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এগুলো যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে তা আমাদের জীবনে বয়ে আনবে বেশুমার কল্যাণ।

এক. ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের থেকে আমরা শিখি—জীবনে

হিংসা করে কোনো বিশেষ উন্নতি করা যায় না। সব সময় হিংসা পরিহার করা জরুরি। কারণ, তা সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। পরিবারে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা। আর অন্তর্জ্বালা তো আছেই।

আপনার সহকর্মী যদি ভালো কিছু করে, তার জন্য দুআ করুন। এতে কিন্তু আপনার লাভও রয়েছে। দুআর সাথে সাথে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! সে তার ভাইয়ের জন্য যে দুআ করেছে, তুমি তাকেও সেটা দান করো। অন্যের জন্য দুআ করলে তা নিজের জন্যও করা হয়ে যায়।

কাকে আল্লাহ কোন নিয়ামতে ধন্য করবেন, তা তো একান্তই তাঁরই ফয়সালা। তাকদিরের ব্যাপার। আপনি কি আল্লাহর তাকদিরে সন্তুষ্ট না হয়ে হিংসার দ্বারা তাতে নাক গলাতে চাচ্ছেন? নাউজুবিল্লাহ!

হিংসা দ্বারা অন্যের ক্ষতি তো করাই য়ায় না, উলটো নিজের ক্ষতি হয়। কারণ, তা নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। সূরা ফালাকে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘(আমি আশ্রয় চাচ্ছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।’

রাসূল (সা.) বলেছেন–

> ‘তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে দেয়।’ (রিয়াদুস সালেহিন : ১৫৬৮)

অতএব, জীবনে সুখী হতে চাইলে হিংসা বাদ দিয়ে হার্ডওয়ার্ক করুন। কারণ, যারা সফল হয়, তারা হার্ডওয়ার্ক করেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সফলতা পায়। তাই আপনিও কঠোর পরিশ্রম এবং আল্লাহর কাছে সফলতার জন্য দুআ করুন। ইনশাআল্লাহ! আপনিও সফল হবেন নিশ্চয়।

দুই. ইয়াকুব (আ.)-এর ঘটনা থেকে আমরা জানি–জীবনে তাওয়াক্কুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাওয়াক্কুল কীভাবে করতে হয়, তাও আমরা তাঁর থেকে শিখতে পাই। তিনি এভাবে আল্লাহর কাছে তাওয়াক্কুল করেছেন–

> 'আমি আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।' (সূরা ইউসুফ : ৮৬)

কোনো কাজে তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো–প্রথমে পূর্ণ পরিকল্পনা করা। এরপর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সবশেষে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

সুতরাং সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরই কেবল আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। বিনা চেষ্টায় শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকলে তা আসলে কোনো তাওয়াক্কুলই নয়।

ইউসুফ (আ.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা

সূরা ইউসুফ পুরোটাই শিক্ষণীয়। আমাদের শিক্ষার জন্যই মূলত সূরা ইউসুফ নাজিল হয়েছে। ইউসুফ (আ.)-এর জীবন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে শেখা কয়েকটি বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করব।

এক. ইউসুফ (আ.)-এর জীবন থেকে শেখা প্রথম জিনিস হলো উত্তম চরিত্র। কোনো যুবক যদি নিজ চরিত্রের হেফাজত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে মর্যাদার উন্নত শিখরে আরোহণ করাবেন। যেমন মিশরের রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মর্যাদা দিয়েছিলেন ইউসুফ (আ.)-কে।

সুতরাং যুবকদের প্রতি আমার নসিহত—যৌবনকে হেফাজত করুন। বিয়ে করে ফেলুন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ামাত্রই। অন্যদিকে সমাজের মানুষের প্রতি আমার আকুল আবেদন—বিয়েকে সহজ করুন। কারণ, চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য যে বিয়ে করতে চায়, তাকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেছেন—

> 'তিন শ্রেণির মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। এর মধ্যে একজন হচ্ছে ওই যুবক, যে পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে চায়।'
> (জামে আত-তিরমিজি : ১৬৫৫)

দুই. ক্ষমা একটি শিল্প। মানুষকে ক্ষমা করতে শিখুন। ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখি—ভাইয়েরা তার সাথে এত মন্দ আচরণ করার পরও তিনি সব ভুলে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রতিশোধের কোনো চিন্তাই তাঁর মনে কল্পনাতেও আসেনি। তিনি তার ভাইদের উদ্দেশে বলেছেন–

> 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৯২)

ক্ষমা দ্বারা হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হয়। এ ছাড়া যারা অন্যকে ক্ষমা করে, আল্লাহও তাদের ক্ষমা করেন। আমাদের সমাজে অনেকে আছে, যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে–হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু কেউ কোনো অন্যায় করে তার কাছে ক্ষমা চাইলে সে তাকে মাফ করতে নারাজ। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব–আপনি যদি কাউকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আল্লাহ কেন আপনাকে ক্ষমা করবেন? অতএব, নিজে ক্ষমা করুন। ক্ষমাপ্রাপ্ত হোন।

তিন. ওয়েল প্ল্যানিং ও হার্ডওয়ার্কিং যেকোনো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের মূলমন্ত্র। ওয়েল প্ল্যানিং ও হার্ডওয়ার্কিং থাকলে দুনিয়াতে সফলতা আপনাকে ধরা দেবেই। দুনিয়াতে সফলতা অর্জনের এটাই ঐশী নিয়ম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে আমরা শুধু আল্লাহর কাছে সফলতা চেয়ে দুআ করি। অথচ আমাদের ওয়েল প্ল্যানিং নেই; হার্ডওয়ার্কিও নেই। এমতাবস্থায় সফলতা অর্জন কী করে সম্ভব?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুলাইখা থেকে শিক্ষা

সত্য কখনো গোপন থাকে না। একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই। ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় জুলাইখা সত্য গোপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল; এমনকি সত্য গোপনের জন্য ইউসুফকে কারারুদ্ধও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশিত হয়েছিল জুলাইখার মুখ দিয়েই। আর সত্য প্রকাশিত হলে জুলাইখা স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিল–

'এতদিনে সত্য প্রকাশ হলো।' (সূরা ইউসুফ : ৫১)

সুতরাং সত্য কখনো ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। সত্যের স্বভাবই হলো নিজেকে প্রকাশ করে দেওয়া। অন্যায়ভাবে যদি কারও ওপর জুলুম করে থাকেন, তাহলে তার নির্দোষিতা একসময় গিয়ে অবশ্যই প্রকাশিত হবে– এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই।

মিশরের রাজা থেকে শিক্ষা

মিশরের রাজা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি শিখি, তা হলো যোগ্যতার মূল্যায়ন। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে এটা সোনার হরিণের মতোই হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

ইউসুফ (আ.) রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলে রাজা তাঁকে শুধু জেল থেকে মুক্তই করেননি; বরং যেকোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের অফার করেন। কারণ, তিনি বুঝতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পেরেছিলেন–ইউসুফ অন্য দশজনের মতো সাধারণ কেউ নয়। সে অত্যন্ত মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি।

তিনি যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে সাথে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার উপায় বলে না দিতেন, তাহলে পুরো জাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াত। রাজা সেদিন ইউসুফের প্রকৃত যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পেরেই বলেছিলেন–

> 'আমি তাঁকে বিশেষভাবে আমার জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। অতঃপর সে তার সাথে কথা বললে রাজা বলল, আজ আপনি আমাদের কাছে খুবই মর্যাদাশীল ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিগণিত।' (সূরা ইউসুফ : ৫৪)

রাজা তাঁকে উপদেষ্টা বানাতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে উপদেষ্টা না বানিয়ে অর্থমন্ত্রী করুন। তাহলে দুর্ভিক্ষ হেন্ডেল করা আমার জন্য সহজ হবে। সাথে সাথেই তিনি ইউসুফকে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশেও যদি সরকার যোগ্যতা দেখে এমন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে তা আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে নিশ্চিত ত্বরান্বিত করবে।

মেধাবীরাই জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে যোগ্যতার বদলে স্বজনপ্রীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি। এখানে চলে ঘুস, তদবির আর কোটা সংস্কৃতি। যায় ফলে মেধাবীরা দিনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারছি না।

সবশেষে আমি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রতি বিনীত আহ্বান জানাব, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি বড়ো বড়ো পদে নিয়োগ দিন। স্বজনপ্রীতি, ঘুস, ফোনকল, দলীয় ক্যাডার, নেতা ইত্যাদিকে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দিয়ে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবেন না।

তরুণদের বলব—আন্তরিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলুন। সত্য, সংযম ও সততার রজ্জু ধরে ইউসুফ (আ.)-এর মতোই একটু একটু করে এগিয়ে যান সাফল্যের শীর্ষচূড়ায়। জানবেন, যে মহান প্রতিপালক চরম সংকটে ইউসুফ (আ.)-এর ডাক শুনেছিলেন, তিনি আজও আপনার প্রার্থনার জন্য অপেক্ষমাণ। প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি অফুরান অনুগ্রহের কাহিনি বয়ান করে তিনি মূলত আপনাকে সেই সুসংবাদটাই দিতে চান। বলতে চান— দেখো! কী নাটকীয় পরম্পরায় আমি নির্মাণ করেছি ইউসুফের উত্থান-পতন!

সত্যিই তা-ই। স্বপ্ন-ষড়যন্ত্র-দাসত্ব-দুর্ভিক্ষ-রাজত্ব—কী দারুণ এক ইন্সপায়ারিং আখ্যান সূরা ইউসুফ! বাধাবিপত্তির দেওয়াল পেরিয়ে মঞ্জিলে পৌঁছার এই অসাধারণ গল্প কোটি হৃদয়কে উজ্জীবিত করছে শত সহস্র বছর ধরে। হতাশার পাহাড় মাড়িয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার এ গল্প আজকের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রজন্মকেও স্পর্শ করে খুব। লালসার সমুদ্রে এ যেন পবিত্র একফোঁটা স্বচ্ছ জলবিন্দু! ইউসুফ (আ.) আমাদের বিজয়ী মহানায়ক, বিশ্বাসীদের নকিব। সূরা ইউসুফ যেন আমাদের প্রত্যাশিত জীবনেরই এক অনন্য রিফ্লেকশন।

* * *

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com